মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসমা (রাঃ)-কে বলেন, ‘তুমি (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর, হিসাব করো না। তাহ’লে আল্লাহ তোমার রূযীতে বরকত দানে হিসাব করবেন। তুমি জমা করে রেখো না, তাতে আল্লাহ তোমার রূযীতে (বরকত না দিয়ে) জমা রাখবেন। অল্প হ’লেও সাধ্যমত দান কর *(বুখারী হা/১৪৩৪, ২৫৯১)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة
جلد : ٢٦، عدد :٧، رمضان وشوال ١٤٤٤هـ/ أبريل ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ক্যামপং পানডান মসজিদ, বেলাইট, ব্রুনেই।

দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।	লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

রামাযান-শাওয়াল ১৪৪৪ হি.
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-৩০ বাং
এপ্রিল ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **দরসে কুরআন :** ০৩
▶ যাকাত ও ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◆ **দরসে হাদীছ :** ০৬
▶ হীলা-বাহানার ফাঁদে ইসলামী অর্থনীতি
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(৩য় কিস্তি)* ০৯
-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
▶ ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি ১৩
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
▶ হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(২য় কিস্তি)* ১৮
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
▶ পুলছিরাত : আখেরাতের এক ভীতিকর মনযিল ২৩
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
▶ কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযীলত ২৯
-ইহসান ইলাহী যহীর
▶ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৫
▶ যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৭
◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৮
▶ সাহারী না করা বা সকালের খাবার না খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয়কর
▶ কাঁচা দুধ পানে হ'তে পারে ব্রুসোলেসিস রোগ
◆ **ক্ষেত-খামার :** ৩৯
▶ লাউয়ের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ
▶ বেলের উপকারিতা
◆ **কবিতা :** ৪০
▶ বিদায়ী রামাযান ▶ তোমার দয়ায়
▶ তারাবীহ ছালাত
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪১
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

এপ্রিল ২০২৩

সম্পাদকীয়

২৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

হে ছায়েম অনুধাবন কর!

ওহে আত্মভোলা মানুষ! দুনিয়ার ব্যস্ততায় তোমার জীবনের গাড়ী পাথেয়শূন্য অবস্থায় এগিয়ে চলেছে সৌর গতির তুলনা মতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে। অথচ সাত আসমানের উপর আরশে উন্নীত আল্লাহ্র কাছ থেকে আদেশ নিয়ে তোমার নিকট ফেরেশতাদের পৌঁছতে সময় লাগে এক পলক মাত্র *(ক্বামার ৫৪/৫০)*। ভেবেছ একটু পরেই পাথেয় ভরব। কিন্তু বিরতির সিগন্যাল যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি ওটা জ্বলে উঠবে, তেমনি থেমে যাবে তোমার জীবনের গাড়ী। আর পাথেয় ভরার সুযোগ তুমি পাবেনা। তাই ভাগ্যক্রমে যদি রামাযানের স্টেশন পেয়ে যাও, তবে সেখান থেকে ভরে নাও তোমার বগি। হ'তে পারে এটাই তোমার জীবনের শেষ স্টপেজ। একবার ভেবে দেখ, গতবার যারা তোমার সাথে ছিয়াম রেখেছে, তারাবীহ্র জামা'আতে যোগ দিয়েছে, তোমার সাথে ইফতার করেছে, একসাথে ঈদের জামা'আতে যোগদান করেছে, এ বছর তারা কি আছে? তারা ইতিমধ্যে তাদের জীবনের শেষ স্টপেজে পৌঁছে বিদায় হয়ে গেছে। ফিরে গেছে সেখানে, যেখান থেকে তারা মায়ের গর্ভে এসেছিল। বহু আকাংখা ছিল বড় ধরনের সঞ্চয় সাথে নেবার। কিন্তু দুনিয়াবী ব্যস্ততায় সুযোগ হয়নি। আজ কাল করতে করতে হঠাৎ চোখের আলো নিভে গেছে। জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে। কারু কাছ থেকে বিদায় নেবারও সময় পায়নি। এটা কি তোমার হ'তে পারেনা?

একবার ভেবে দেখ, তোমার জীবনকে ও তোমার পরিবারকে তুমি কত ভালবাস! তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাকে কি তার চাইতে বেশী ভালবাসেন না? তুমি তো অসহায় একটা শিশুরূপে দুনিয়ায় এসেছিলে। সেদিন তুমিই মাত্র কেঁদেছিলে। কিন্তু হেসেছিল সবাই। এখন আল্লাহ্র দাসত্বে জীবন গড়ে চলে যাও হাসতে হাসতে আল্লাহ্র কাছে। আর কাঁদুক তুমিহীন জগতের সবাই। জন্মের পর তুমি এখন শক্ত-সমর্থ মানুষ। কিভাবে হ'লে? কে তোমাকে দেড় ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা করলেন? তুমি তো কেবল পেটের মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করাও। কে সেটা সেখানে হযম করিয়ে রক্ত-মাংস ও অস্থি-মজ্জায় পরিণত করেন? কে তা থেকে তোমার দেহে শক্তি ও মস্তিষ্কে মেধা যোগান? যিনি তোমাকে অলক্ষ্যে থেকে এমন ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পরম আদরে গড়ে তুলেছেন। আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, ছায়া দিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে, খাদ্য দিয়ে তোমাকে পুষ্ট করে তুলেছেন। জীবন সংগ্রামে তোমাকে বিজয়ী হবার প্রেরণা দিচ্ছেন; সফলকাম করছেন, তার কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাকে তার প্ররোচনা থেকে সাবধান করেছেন। কিন্তু তুমি কি তার থেকে সাবধান হয়েছ? আল্লাহ চান তোমার স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। জেনে-বুঝে ভীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ইবাদত। অন্যান্য প্রাণীর মত বাধ্যগত ইবাদত তিনি তোমার কাছে চান না। কেননা তুমি জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ইবাদত তাই তাঁর নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সেই ইবাদত কি তুমি তাঁর জন্য পেশ করেছ?

তিনি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি চাননা তোমাকে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করতে। তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা তোমার সামনে পেশ করেছেন। তার অন্যতম প্রধান পথ হ'ল রামাযানের একমাস ছিয়াম সাধনা। অতএব জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের সুসজ্জিত তেজিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বছরের এই বিশেষ মাসটির রহমতের দরিয়ায় ডুব দাও। তুলে নাও রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মণি-মুক্তা সমূহ। তাহ'লে মৃত্যুর পরেই তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে জান্নাতের সুসজ্জিত দৃশ্য। যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। ইবলীস বাহিনী চাইবে তোমাকে এ মাসে দুনিয়ারী কাজে অধিক ব্যস্ত রাখতে। তোমার সামনে লোভনীয় অফার দিবে। বিবেক একটু দুর্বল করলেই তুমি পেয়ে যাবে অথৈ বিলাসের সম্ভার। হ্যাঁ, এখানেই তোমার পরীক্ষা। তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন অলক্ষ্যে থেকে, তুমি এখন কি কর সেটার জন্য। জিনরূপী শয়তান তোমার মধ্যে খটকা সৃষ্টি করবে। মানুষরূপী শয়তান তোমাকে প্রতারণায় ভুলাবে। তোমার বিবেক তোমাকে ধিক্কার দিবে। প্রশান্ত আত্মা তোমাকে উপদেশ দিবে ও আল্লাহ্র পথ দেখাবে। মন, বিবেক ও প্রশান্ত আত্মার মধ্যে তুমি কাকে অগ্রাধিকার দিবে, সেটাই তো আল্লাহ দেখছেন। যিনি তোমার গর্দানের প্রাণশিরার চাইতেও নিকটবর্তী আছেন। কিন্তু তোমার চর্মচক্ষু তাঁকে দেখতে পাবে না। হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে একবার তাঁকে অনুধাবন কর। হ্যাঁ, যখন তুমি তাঁকে অনুধাবনে সক্ষম হবে, তখুনি শয়তানকে থুক মেরে তুমি ফিরে আসবে আল্লাহ্র পথে। যেভাবে ফিরে এসেছিলেন ইউসুফ (আঃ) তরুণ বয়সে যুলায়খার প্রতারণা থেকে। ফিরে এসেছিল গুহায় আটকে পড়া যুবক তার জীবনের এক চরম পরীক্ষার মুহূর্তে। শয়তানকে হটাতে পারলেই তুমি ফিরে আসবে জান্নাতের পথে। ফিরে আসবে সেই সরল পথে, যার সন্ধান তুমি পেয়েছ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে।

এসো ফরয ও নফল ছিয়ামের ঢাল দিয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা সমূহকে দলিত করি। জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। মনে রেখ, নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার সময়। এরপরে আর সময় পাবেনা। তাই রামাযানের এই সুযোগে এসো আল্লাহ্র রহমতের দরিয়া থেকে আখেরাতের কলস ভরে নেই। ক্বিয়ামতের দিন হাসিমুখে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াবার পাথেয় সঞ্চয় করি। ভেবে দেখ, কারু প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছ কি? কারু সম্মানে আঘাত দিয়েছ কি? কারু সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ কি? আল্লাহ বা বান্দার কোন হক নষ্ট করেছ কি? যদি করে থাক, তাহ'লে আজই মিটিয়ে নাও *(মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)*। ইনশাআল্লাহ ব্যতীত বলোনা যে, কাজটি আমি কালই করব *(কাহফ ১৮/২৩)*।

অতএব হে ছায়েম! খালেছ তওবা করে আখেরাতের ডালি ভরতে শুরু কর। ঐ শোন প্রতি রাতে তোমার প্রতিপালকের আহ্বান, হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চলো। হে অকল্যাণের অভিসারী! বিরত হও! *(তিরমিযী হা/৬৮২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৬০)*। তুমি কি শুনতে পাও এ আহ্বান ধ্বনি? তাহ'লে আর দেরী কেন? অলসতার চাদর ছেড়ে উঠে দাঁড়াও। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হও। নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কর। 'তাসনীম' ঝর্ণার মিশ্রণ যুক্ত জান্নাতের মোহরাংকিত শরাব পানের প্রতিযোগিতায় নেমে পড় *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৫-২৮)*। আল্লাহ আমাদের সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে কবুল করুন- আমীন! *(স.স.)*।

যাকাত ও ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ– 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*।

আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের দৃঢ় আশায় নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে 'ছাদাক্বা' বলা হয়। তবে পারিভাষিক অর্থে সঞ্চিত ধন ও অন্যান্য সম্পদের 'নেছাব' পরিমাণ অংশের বাধ্যতামূলক দানকে 'যাকাত' বলা হয়। বাকী সকল প্রকার ঐচ্ছিক দানকে 'ছাদাক্বা' বলা হয়।

'যাকাত' ও 'ছাদাক্বা' বিনিয়োগ হয়। ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও তার প্রবাহ ঘটে। পক্ষান্তরে সূদ কেবল শোষণ করে। যা পুনরায় ঋণ দিলে পুনরায় শোষণ করে। এমনকি ঋণের মেয়াদ শেষ হ'লে তার সূদ আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ বাড়তেই থাকে। যা ঋণ গ্রহীতাকে রক্তহীন করে ফেলে। একসময় ক্রেতার অভাবে উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে। ফলে ঋণদাতা নিঃস্ব হয়। অন্যদিকে সূদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ঋণগ্রহীতা নিঃস্ব হয়। আর এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১]

সূদী প্রথা সারা বিশ্বকে হিংস্র অক্টোপাসের মত গ্রাস করেছে। যা বিশ্ব মানবতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এর বিরুদ্ধেই ইসলামের যুগান্তকারী বিধান হ'ল যাকাত ও ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যা মানবতার রূহ স্বরূপ।

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়, তখন আবুদ্দাহদাহ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'তাহ'লে আমার প্রতিপালককে আমি ঋণ দিলাম শ্রেষ্ঠ খেজুর বাগানটি, যাতে ছয়শ' খেজুর গাছ আছে'। অতঃপর তিনি বাগানে গেলেন। যেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'বেরিয়ে এস। কেননা আমি ছয়শ' খেজুর গাছের এই বাগানটি আমার প্রতিপালককে ঋণ দিয়েছি'।[২]

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) আবুদ্দাহদাহ-এর জানাযা করে ফিরে আসার সময় বলেন, كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِى الْجَنَّةِ لأَبِى الدَّحْدَاحِ– 'আবুদ্দাহদাহ্র জন্য জান্নাতে কত খেজুরের কাঁদিই না ঝুলন্ত রয়েছে!'[৩]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়'।[৪]

(৩) ছাদাক্বাদাতা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়াতলে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ...(৭) সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারেনা, তার ডান হাত কী দান করল'।[৫]

(৪) তিনি বলেন, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ 'ছাদাক্বা গোনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার ছাদাক্বা'।[৭]

(৫) তিনি আরও বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ– 'নিশ্চয় ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে... মানুষের মধ্যে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত'।[৮]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসমা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)*-কে বলেন, أَنْفِقِى وَلاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللهُ عَلَيْكِ '(আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহ'লে আল্লাহ তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহ'লে আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন'।[৯]

(৭) রাসূল (ছাঃ) বলেন, هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ... 'কা'বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হৌন! তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ) সামনের দিকে, পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম'।[১০]

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চেহারা কামনায় *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলল এবং সেটাই যদি তার শেষ কথা হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চেহারা কামনায় একদিন ছিয়াম রাখল এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে

১. *ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯।*
২. *মুসনাদে বাযযার হা/২০৩৩।*
৩. *মুসলিম হা/৯৬৫।*
৪. *তিরমিযী হা/১৬২৫; মিশকাত হা/৩৮২৬।*
৫. *বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/৭০১।*
৬. *আহমাদ হা/১৫৩১৯; মিশকাত হা/২৯।*
৭. *আহমাদ হা/১৮০৭২; মিশকাত হা/১৯২৫।*
৮. *ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।*
৯. *বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/১৮৬১।*
১০. *মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৮৬৮।*

ব্যক্তি আল্লাহ্র চেহারা কামনায় ছাদাক্বা করল এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১১] 'আল্লাহ্র চেহারা কামনা' অর্থ জান্নাতে সরাসরি আল্লাহ্র চেহারা দর্শন *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

(৯) আল্লাহ বলেন, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– 'আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও ছওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'লে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হ'লে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! কিভাবে আমি আপনাকে সেবা করব? অথচ আপনি জগত-সমূহের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল? অথচ তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানো না যদি তুমি তাকে সেবা করতে, তাহ'লে তুমি আমাকে সেখানে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি।... হে আদম সন্তান! আমি পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি।... তুমি কি জানো না যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তাহ'লে তুমি আমাকে সেখানে পেতে?[১২]

(১১) আল্লাহ বলেন, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوآ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– 'তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(১২) আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম'।[১৩] দান করার সময় এ নিয়ত রাখতে হবে যে, এটা আমি আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি। এর বিনিময়ে তিনি বহুগুণ বেশী দিবেন।

(১৩) জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যে ব্যবসায়ের কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ– تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?' *(১০)*। 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০-১১)*। উক্ত আয়াতে মালের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয় *(কুরতুবী)*। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[১৪] এখানেও মালের কথা আগে বলা হয়েছে। অতএব মুসলিম জীবনে কৃপণতার কোন অবকাশ নেই।

(১৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে। যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ– 'হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৫]

(১৫) ছাদাক্বায় পরকালীন সঞ্চয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، إِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ– 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল সমূহের মধ্যে তার জন্য মাল হ'ল মাত্র তিনটি : যা সে খায় ও শেষ করে। যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং যা সে ছাদাক্বা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায়'।[১৬]

(১৬) নবী করীম (ছাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি নিজের সম্পদের চাইতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন, فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ

১১. *ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫।*
১২. *মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮।*
১৩. *তাগাবুন ৬৪/১৬; হাশর ৫৯/৯।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/২৫০৪; মিশকাত হা/৩৮২১।*
১৫. *বুখারনী মুসলিম মিশকাত হা/১৮৯০।*
১৬. *মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬।*

مَا أَخَّرَ– ‘নিশ্চয় তার নিজের মাল তা-ই, যা সে (আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে) অগ্রিম পাঠায়। আর যা সে পিছনে ফেলে যায়, সেগুলি তার উত্তরাধিকারীর মাল’।[১৭]

(১৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘একটি খেজুরের টুকরা দান করে হ’লেও জাহান্নামের আগুন থেকে তোমাদের চেহারাকে বাঁচানো উচিত। যদি কারু এতটুকু সামর্থ্যও না থাকে, তবে একটি সুন্দর কথা দ্বারা’ *(তিরমিযী হা/২৯৫৩)*।

(১৮) রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ– ‘মাইয়েতের সঙ্গে তিনজন যায়। তাদের মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। তার সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়’।[১৮]

(১৯) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার তুলনা সাগরের পানিতে আঙ্গুল ডুবানোর ন্যায়। অতঃপর সে দেখুক! কতটুকু নিয়ে তা ফিরে আসে’।[১৯] তিনি বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– ‘জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছুর চাইতে উত্তম’।[২০] তিনি জান্নাতবাসীদের পুরস্কার সম্পর্কে বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر، واقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন সব সুখ-সম্ভার, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। রাবী বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পার, ‘অতঃপর কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার হিসাবে’।[২১]

(২০) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বাজারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় রাস্তার পাশে একটি মরা কানকাটা বকরীর বাচ্চা পড়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, তোমরা এটি কত দিরহাম মূল্যে কিনতে চাও? তারা বলল, আমরা এটা আদৌ কিনতে চাইনা। তখন তিনি বললেন, فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ– ‘আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এই মৃত বকরীর চাইতেও নিকৃষ্ট’।[২২]

(২১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু‘আযকে ইয়ামনের গভর্ণর করে পাঠান। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মারা যান। পরবর্তীতে হযরত ওমরের সময় তিনি সেখানকার এক তৃতীয়াংশ ছাদাক্বার মাল মদীনায় পাঠান। কিন্তু ওমর (রাঃ) তা নিতে অস্বীকার করে বলেন, আমি তোমাকে সেখানে কর আদায়কারীরূপে পাঠাইনি। বরং তোমাকে পাঠিয়েছি সেখানকার ধনীদের নিকট থেকে ছাদাক্বা নিয়ে সেখানকার হকদারদের মধ্যে তা বিতরণ করার জন্য। জবাবে মু‘আয বললেন, مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَىْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُه مِنِّى! ‘আমি আপনার নিকটে কিছু পাঠাতাম না, যদি আমি আমার নিকট থেকে যাকাত নেওয়ার মত কাউকে পেতাম! পরের বছর তিনি সেখান থেকে ছাদাক্বার অর্ধাংশ প্রেরণ করেন। তৃতীয় বছর পুরোটাই প্রেরণ করেন। প্রতিবারেই ওমর (রাঃ) আপত্তি করেন এবং প্রতিবারেই মু‘আয (রাঃ) একই জবাব দেন’।[২৩] এ ঘটনায় ইসলামী অর্থনীতির বরকত প্রমাণিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কি?

বস্ততঃ যাকাত ও ছাদাক্বা হ’ল সামাজিক সাম্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের পূর্বশর্ত। উৎপাদক তার লভ্যাংশ থেকে যাকাত দেন। হকদারগণ সেটা গ্রহণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তারা উৎপাদিত পণ্য খরীদ করেন। ফলে যাকাতের অর্থ পুনরায় উৎপাদকের ঘরেই ফিরে যায়। এভাবে যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর ১০ বছরের খেলাফতকালে যদি যাকাত নেওয়ার মত কোন লোক খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ’লে আধুনিক যুগের রকমারি গণতন্ত্রের জয়জয়কারের মধ্যে দেশে দেশে কঙ্কালসার মানুষের ভিড় কেন? কেন সর্বত্র ভুখা-মিছিল ও নেতাদের কাঙ্গালী ভোজের প্রদর্শনী। কেন কথিত ন্যাযমূল্যের দোকান ও ট্রাকের পিছনে মানুষের দীর্ঘ লাইন? কেন মুষ্টিমেয় ধনীর যাকাত নেওয়ার ভিড়ে পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ মরছে দৈনন্দিন? জাহেলী আরবের ফেলে আসা গাছতলা ও পাঁচতলার রক্তচোষা পূজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে সেদিন আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী অর্থনীতির বরকত পেয়ে যেমন বুভুক্ষু মানবতা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, আজও সেটি সম্ভব, যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি স্ব স্ব দেশে ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করেন। যার মাধ্যমে মানবতা নিরাপদ ও সুরক্ষিত হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হ’ল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে ‘সূদ গ্রহীতা ও সূদ দাতা উভয়ে জাহান্নামে রক্তের নদীতে ভাসবে। কিনারে আসতে চাইলেই তাকে পাথর মেরে মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে। আবার জোড়া লাগানো হবে। এভাবে চলতে থাকবে চিরদিন। কিন্তু সে কিনারে উঠতে পারবে না’।[২৪] সূদী অর্থনীতির অনুসারীরা সেদিন বাঁচতে পারবেন কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১৭. *বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮*।
১৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৭*।
১৯. *মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬*।
২০. *বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩*।
২১. *সাজদাহ ৩১/১৭; বুখারনী মুসলিম মিশকাত হা/৫৬১২*।
২২. *মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭*।
২৩. *ইরওয়া হা/৮৫৬-এর আলোচনা*।
২৪. *বুখারী হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৪৬২১*।

হীলা-বাহানার ফাঁদে ইসলামী অর্থনীতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِى– ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। আর আমি (ইলম) বণ্টনকারী ও আল্লাহ হ’লেন দাতা’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২০০)*।

يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، অর্থ وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ ‘আল্লাহ তার উপর সঠিক বুঝ ইলহাম করেন’। وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ অর্থ قَاسِمٌ لِلْعِلْمِ ‘ইলম বণ্টনকারী’ *(মিরক্বাত)*। আর এই ইলম হ’ল অহি-র ইলম। যার আলোকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। وَاللهُ يُعْطِى الْفَهْمَ فِي الْعِلْمِ بِمَبْنَاهُ وَالتَّفَكُّرَ فِي مَعْنَاهُ وَالْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ، ‘আল্লাহ তাকে দ্বীনের ভিত্তি জানা এবং তার তাৎপর্য অনুধাবন করা ও তার চাহিদা অনুয়ায়ী কাজ করার বুঝ দান করেন *(মিরক্বাত)*। পরবর্তীকালের ফক্বীহগণ দু’ভাগে বিভক্ত। একদল ফক্বীহ মুৎলাক্ব। যেমন চার ইমামসহ অন্যান্য ইমামগণ। আর একদল ফক্বীহুল মাযহাব। যারা স্ব স্ব মাযহাব বিষয়ে অভিজ্ঞ। বর্তমানে বাংলাদেশে যারা ফক্বীহ বলে পরিচিত, তারা মূলতঃ হানাফী মাযহাবের ফক্বীহ। বাকী তিন মাযহাবের ফক্বীহ রয়েছে অন্যান্য দেশে। যদিও কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, চার ইমামের পর ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ এবং চার ইমামের যে কোন একজনের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব’।[১]

পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় কিতাব ও সুন্নাতের নিঃশর্ত ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাস পোষণ করেন। তারা মুসলিম উম্মাহ্কে সকল দিক হ’তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকেন। তাদের এই বৈশিষ্ঠ্য ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিসরীর পণ্ডিত আবু যুহরা বলেন, ‘সালাফীগণ যুক্তির উপরে নির্ভর করেন না। কেননা যুক্তি অনেক সময় ভ্রান্ত হয়। বরং তাঁরা সর্বদা নির্ভর করেন নছ ও দলীলের উপরে অথবা ঐসবের উপরে যে দিকে দলীল ইঙ্গিত প্রদান করে। কারণ দ্বীন হ’ল অহি, যা আল্লাহ্র নবী প্রাপ্ত হয়েছিলেন।’...তাদের মতে জ্ঞান অহি-র সাক্ষ্যদাতা হবে, হুকুমদাতা নয়। অহিকে প্রতিষ্ঠাকারী ও সাহায্যকারী হবে, ভঙ্গকারী বা প্রত্যাখানকারী নয়।... জ্ঞান হবে অহির দলীল সমূহকে স্পষ্টকারী’।[২]

এক্ষণে দরসে বর্ণিত হাদীছের আলোকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলিতে আলোকপাত করব। যেখানে দেখা যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র সার্বভৌম অধিকার ক্ষুন্ন করে নিজস্ব রায় ও মাযহাবী সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিয়ে কিভাবে ইসলামের কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে ধস নামানো হয়েছে। যেমন,

(১) বলা হয়ে থাকে যে, একই জমিতে খাজনা ও ওশর একত্রিত হবে না। অতএব খাজনার জমিতে ওশর নেই’।[৩] দলীল হিসাবে বলা হয়, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ– ‘কোন মুসলিমের উপর খাজনা ও ওশর একত্রিত হবে না’।[৪] হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, فَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَصَلُهُ وَرَفْعُهُ ‘হাদীছটির সনদ সংযুক্ত হওয়া এবং মারফূ‘ হওয়া দু’টিই বাতিল’।[৫]

মায়মূন বিন মিহরান বলেন, আমি খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে দু’বার জিজ্ঞেস করলাম, খারাজী জমিতে ওশর আছে কি? তিনি দু’বারই উত্তর দিলেন, الْخَرَاجُ عَلَى الأَرْضِ وَفِى الْحَبِّ الزَّكَاةُ– ‘খাজনা হ’ল জমির উপর এবং ওশর হ’ল উৎপন্ন ফসলের উপর’।[৬]

এতে বুঝা যায় যে, খাজনা হ’ল ভূমিকর। যা সর্বাবস্থায় দিতে হয়। কিন্তু ওশর হ’ল উৎপন্ন ফসলের যাকাত। যা নেছাব পরিমাণ হ’লে দিতে হয়, নইলে নয়। অতএব দু’টি কখনো এক নয়। দেশের সমস্ত জমিই ভূমিকরের আওতাভুক্ত। যার পরিমাণ স্তর ভেদে বিঘা প্রতি খুবই কম। অথচ ওশরের পরিমাণ অনেক বেশী। এক্ষণে বিঘা প্রতি বছরে একবার সামান্য ভূমিকর দিয়ে ১ ফসল বা ৩ ফসলে এক বা তিনবার ওশর থেকে গরীবকে মাহরূম করা হচ্ছে একটি ভিত্তিহীন ফৎওয়ার মাধ্যমে। তাহ’লে কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন হবে? অথচ দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ ওশরই যথেষ্ট দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত করার জন্য।

(২) (ক) যদি কেউ যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সম্পদ স্ত্রী বা অন্যকে ‘হেবা’ করে দেয়, তাহ’লে ইমাম আবু হানীফা ও শাফেঈর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে সে গোনাহগার হবে।[৭]

(খ) যদি কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বে তার শিশু সন্তানকে সমস্ত মাল হেবা করে দেয়, তাহ’লে মালিকানা না থাকার কারণে সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে তার উপরে যাকাত নেই। যদিও এটি একটি কৌশল মাত্র।[৮]

---

১. *ফাওয়াতেহুর রাহমূত শরহ মুসাল্লামুছ ছুবূত ৬২৪ পৃ.; থিসিস ১৯৬ পৃ.।*
২. *মুহম্মাদ আহমাদ আবু যুহরা, আল-মাযাহিবুল ইসলামিইয়াহ অধ্যায় (السلفيون), শিরোনাম : (منهاج هؤلاء السلفيين) পৃ. ৩১৫-১৬; থিসিস ১৪৪-৪৫ পৃ.।*
৩. *হেদায়া শরহ দেরায়াহ (দেওবন্দ ছাপা) ২/৫৯৩ পৃ.; ঐ, শরহ, বিদায়াতুল মুবতাদী (বৈরূত ছাপা) ২/৪০০; কাসানী হানাফী, বাদায়ে‘উছ ছানায়ে‘ ২/৫৭ পৃ.।*
৪. *হেদায়া শরহ দেরায়াহ ২/১৩২ মাসআলা ক্রমিক ৭৩৬; বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃ., হা/৭৭৪৮।*
৫. *বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃ.।*
৬. *বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃ.।*
৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮২ ‘যাকাত থেকে পলায়ন’ অনুচ্ছেদ।*
৮. *ইবনু ‘আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রুল মুখতার (বৈরূত : ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি.) ২/৩০৮ পৃ.।*

(গ) ইমাম গাযালী বলেন, বর্ণিত আছে যে, (খলীফা হারূণুর রশীদের প্রধান বিচারপতি) ক্বাযী আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.) বছর শেষে তার সমস্ত মাল তার স্ত্রীকে হেবা করে দিতেন। অতঃপর তার নিকট থেকে পুনরায় হেবা করে নিতেন যাকাত না দেওয়ার জন্য (إسقاطًا للزكاة)। একথা তার উস্তাদ ইমাম আবু হানীফাকে বলা হ'লে তিনি বলেন, এটি তার ফিক্বহ (ذلك من فقهه)'। অর্থাৎ তার নিজস্ব বুঝ।

অথচ এই বুঝ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীত। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'তোমরা ফসলের হক (ওশর) আদায় কর ফসল কাটার দিন' *(আন'আম ৬/১৪১)*। অতঃপর ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, প্রতি পাঁচ অসাক্ব উৎপন্ন শস্যে এক অসাক্ব ওশর রয়েছে'।[৯] ১ অসাক্ব সমান ৬০ ছা'। ৫ অসাক্ব সমান ৬০×৫ = ৩০০ ছা'। আর মাদানী ১ ছা' সমান এদেশের ২.৫ কেজি চাউল ধরা হ'লে ৩০০ ছা' সমান ৩০০×২.৫ = ৭৫০ কেজি চাউল। নদী বা বৃষ্টির পানিতে এই পরিমাণ হ'লে ১০ ভাগের ১ ভাগ। আর সেচের পানিতে হ'লে ২০ ভাগের ১ ভাগ।

সম্ভবতঃ সে কারণেই ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, কথা ঠিক। তবে এটি তার (অর্থাৎ আবু ইউসুফের) দুনিয়াবী ফিক্বহ। কিন্তু তার আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর এবং যা যেকোন গোনাহের চাইতে বড় গোনাহ। আর এরূপ ইলম নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর ইলম *(গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৮)*।

(৩) যাকাতুল ফিৎর :

বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি ছাহেবে নেছাব নয়, তার উপর ফিৎরা ফরয নয়। যেমনটি বলে থাকেন, আছহাবুর রায় হানাফী বিদ্বানগণ।[১০] এর পরেও বলা হচ্ছে, তাকে মাত্র অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দিতে হবে।[১১] অথচ ছহীহ হাদীছ সমূহে পরিষ্কারভাবে 'খাদ্যবস্তু' দিয়ে ফিৎরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।[১২] অতএব যে দেশে যেটি প্রধান খাদ্য তাই দিয়ে ফিৎরা দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিলনা। পরবর্তীতে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হি.) যখন সিরিয়া থেকে মদীনায় গম আমদানী হয়, তখন মদীনার ১ ছা' খেজুর-যব ইত্যাদির বিপরীতে উচ্চ মূল্যের হিসাবে মু'আবিয়া (রাঃ) নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী অর্ধ ছা' গমের কথা বলেন। কিন্তু ছাহাবীগণ তা মানেননি এবং মু'আবিয়া (রাঃ) এজন্য কোন চাপ দেননি। তাছাড়া ছহীহ হাদীছ মওজূদ থাকতে 'ইজতিহাদ' গ্রহণযোগ্য নয়। সেকারণ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়ার রায় অনুযায়ী অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দানের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কেননা এটি একজন ছাহাবীর বক্তব্য। যার বিরোধিতা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ।[১৩] অতএব যারা বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল বাদ দিয়ে অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করেন এবং মু'আবিয়ার রায় অনুযায়ী ফিৎরা দিয়ে থাকেন। যা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে কি-না, তাদের ভেবে দেখা উচিৎ।

এক্ষণে যার পরিবারে একদিনের খাদ্য মওজূদ আছে এবং মাথা পিছু এক ছা' পরিমাণ খাদ্য প্রদানের ক্ষমতা আছে, এরূপ ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয'।[১৪] এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন সমূহ বাদে ২০০ দিরহাম তথা সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্য কিংবা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি ফরয ছাদাক্বা। যা আদায় না করলে তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যাবে, যা শেষ বয়সে হ'লেও তাকে পরিশোধ করতে হবে।[১৫]

অথচ বাস্তবতা এই যে, একটি গ্রামে ছাহেবে নেছাবের সংখ্যা খুবই কম। এমনকি নেই বললেও চলে। তাহ'লে ফিৎরা দিবে কারা? এভাবে ভুল ফৎওয়া দিয়ে ফিৎরার ফরয যাকাতকে অকার্যকর করা হয়েছে। তাহ'লে ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমে কিভাবে দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে? বরং এইসব ফৎওয়া নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়ক।

(৪) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে অনেক হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরুতে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১৬] উপরোক্ত ফৎওয়া অনুসরণের সামাজিক ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, এর ফলে ৬টি ছেলের আক্বীক্বার জন্য ১২টি ছাগল এবং কুরবানীর জন্য একটি ছাগল সহ মোট ১৩টি ছাগলের স্থলে ১টি ছোট-খাট গরু দিয়েই সব দায় শোধ করা যাবে। এর পরেও রয়েছে ইব্রাহীমী সুন্নাত এবং মুহাম্মাদী সুন্নাত অনুযায়ী মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগল বা একটি গরু কুরবানীর বদলে ৭ জনে মিলে একটি গরু কুরবানীর ভুল প্রথা। এর মধ্যে ধনিক শ্রেণীর জন্য সুবিধা আছে। কিন্তু গরীব শ্রেণীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। কেননা ১৩টি ছাগলের সব চামড়া এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ গোশতের হকদার ছিল গরীবেরা। তা থেকে তাদের মাহরূম করা হ'ল একটি ফৎওয়ার মাধ্যমে। যার পিছনে কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট

---

৯. বুখারী হা/১৪৮৪।

১০. হেদায়া (দেওবন্দ ছাপা) ২/২০৮ পৃ.; ঐ, শরহ বিদায়াতুল মুবতাদী (বৈরূত ছাপা) ১/১১৩; ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/৯৪, মাসআলা ক্রমিক ১৯৭৬; মির'আত ৬/১৯০ পৃ.।

১১. হেদায়া (দেওবন্দ ছাপা) ২/২১০ পৃ.; ঐ, শরহ বিদায়াতুল মুবতাদী (বৈরূত ছাপা) ১/১১৪ পৃ.;

১২. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮১৬।

১৩. ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, ৩/৪৩৭ পৃ.।

১৪. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮১৫।

১৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫-৮৬ পৃ.; মির'আত ৬/১৮৭ পৃ.।

১৬. আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.), থানাভবন, উত্তর প্রদেশ, ভারত, বেহেশতী জেওর, অনুবাদক : শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.), (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.) 'আক্বীক্বা' অধ্যায়, মাসআলা-২, ১/৩০০ পৃ.।

কোন দলীল নেই। এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়ক। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী। অতএব এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

(৫) ব্যবহৃত অলংকারের যাকাতের বিষয়ে চার ইমামের মধ্যে মতভেদের কথা বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবে এটি ওয়াজিব বলা হয়েছে। মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী তিন মাযহাবে ওয়াজিব নয় বলা হ'লেও প্রত্যেকেরই দ্বিতীয় কওল ওয়াজিবের পক্ষে এসেছে। এতে বুঝা যায় যে, ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ নেই। আর এটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের অনুকূলে। যেসব হাদীছ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এক্ষণে যদি কেউ ছহীহ হাদীছ সমূহকে অগ্রাহ্য করে মাযহাবী ইখতিলাফের সুযোগ নিয়ে অলংকারের যাকাত ফাঁকি দিতে চান এবং ধনিক শ্রেণী যদি তাদের সব সম্পদ অলংকার বানিয়ে বাড়িতে বা ব্যাংকে সঞ্চিত রাখেন, তাহ'লে গরীব শ্রেণী বঞ্চিত হবে এবং ইসলামী অর্থনীতি ফাঁকা বুলি হয়ে দাঁড়াবে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ– 'ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে' *(যারিয়াত ৫১/১৯; মা'আরিজ ৭০/২৪-২৫)*।

মন্তব্য : ইসলামী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ যাকাত-ওশরকে এবং ছাদাক্বাতুল ফিৎর ও কুরবানীকে যদি এভাবে কৌশলের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তাহ'লে ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবী স্রেফ ফাঁকা বুলি হয়ে দাঁড়াবে। সেই সাথে ইসলামী অর্থনীতির বরকত থেকে সমাজ বঞ্চিত হবে। অতএব সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান উপায় হবে, (১) ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করা। (২) রাষ্ট্রীয় বা বিশ্বস্ত ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বায়তুল মাল সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা। (৩) হারামের পথ সমূহ বন্ধ করা এবং হালালের পথসমূহ উন্মুক্ত করা। (৪) 'কর্যে হাসানা' প্রকল্প চালু করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

শারমিন সু-ষ্টোর
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
০১৭১৩-৯০৩৩৮৫, ০১৯৭৩-৯০৩৩৮৫, (মাসউদ), ০১৭৫৭-৭৫৯১৭৭
এখানে লিবার্টি, সম্রাট, ওয়াকারু, কাইরোচ, নাবিল, পারফেক্ট, জাম্প, পান্ডা, বাটা, এপেক্স, বাবর, চায়নাসহ সকল প্রকার বার্মিজ, পঙ্গ ও প্লাস্টিক জুতা পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
ঠিকানা : মেইন রোড, ঝাউডাঙ্গা বাজার, সাতক্ষীরা (আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে)।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ   ফোন : ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মডেল হোমিও সেন্টার
নূর সুপার মার্কেট, জজকোর্ট মোড়, সাতক্ষীরা
ডা. এস.এম. ইসরাঈল
ডি,এইচ,এম,এস-ঢাকা
এখানে কিডনী সহ অন্যান্য নতুন-পুরাতন জটিল রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়
রোগী দেখার সময়
সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত
মোবা : ০১৯১৯-৭১৭৫৭৬, ০১৭১৬-৭১৭৫৭৬
বিশেষ প্রয়োজনে অনলাইনে রোগী দেখা হয়

যাকাত ও ছাদাক্বা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সদ্য প্রকাশিত বই
অর্ডার করুন
www.hadeethfoundationbd.com
বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়
- যাকাত ও ছাদাক্বা
- যাকাত না দেওয়ার পরিণতি
- কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয
- যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ
- যাকাত কাদের জন্য নিষিদ্ধ
- যাকাত ও ছাদাক্বা কবুলের শর্ত
- ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা
- বিভিন্ন প্রকার ছাদাক্বা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৩য় কিস্তি)

সঞ্চারণশীল উপকারমূলক আমলের কিছু নমুনা

১. আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত :

অন্যদের জন্য উপকারী যত আমল আছে তন্মধ্যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দান সর্বোত্তম। আসলে আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানানো এবং দ্বীনের চিন্তা-ভাবনা মনে লালন ও দ্বীনের তাবলীগের মতো অন্যদের জন্য উপকারী আমল দ্বিতীয়টি নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এহেন কাজের দায়িত্ব দান করেছিলেন নবী-রাসূলগণের উপর, যারা ছিলেন আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে যারা তাদের পথের পথিক তাদেরও একই দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র দিকে ডাকে' অর্থ, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর দিকে ডাকে। 'নিজে সৎকাজ করে এবং বলে যে, আমি মুসলিমদের একজন' অর্থাৎ সে যে কথা বলে সেটা নিজে আমল করে। ফলে তার কাজের উপকারিতা সে নিজে যেমন পায়, অন্যেরাও তেমনি পায়। সে তাদের শ্রেণীভুক্ত নয় যারা অন্যদের সৎকাজের আদেশ করে কিন্তু নিজেরা করে না, আবার অন্যদের অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা সে নিষেধ মানে না। বরং সে ভাল কাজ করে এবং মন্দ কাজ পরিহার করে। আর সৃষ্টিকে তার মহান স্রষ্টার দিকে ডাকে। এ আয়াতের বিধান 'আমভাবে তাদের সকলের জন্য, যারা ভাল কাজের দিকে ডাকে এবং নিজেরা সৎপথ আঁকড়ে ধরে থাকে'।[১]

ফলতঃ আল্লাহ্র পথে দাওয়াতদাতাগণ তাদের চোখের সামনে (গুমরাহীতে) ডুবন্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার না করে সন্তুষ্ট চিত্তে নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারে না। পথের দিশারীর অভাবে পথহারা মানুষ যখন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন আল্লাহ্র পথের দাঈগণ মানবতা খুইয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে থাকতে পারে না। তারা তাদের ইলম বা বিদ্যা মাটির তলে দাফন করে দেয়নি, আবার তাদের বিদ্যা ও বিবেক-বুদ্ধি নিজেদের কাছেই বন্ধক রাখেনি, বরং তারা আরামের ঘুম হারাম করে, অলসতার ধুলি নিজেদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে অন্যদের জন্য আলোর মশাল হাতে করে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয় পড়ে। তারা আল্লাহ্র পথ সম্পর্কে অজ্ঞদের আল্লাহ্র পথ শিক্ষা দেয়। এ পথ সম্পর্কে উদাসীন-গাফেলদের সজাগ করে তোলে এবং পথহারা গুমরাহদের আল্লাহ্র হুকুমে তাঁরই দেওয়া ক্ষমতাবলে পথের দিশা দেয়।

অন্যদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী কর্ম হ'ল, তাদেরকে কুফুরী, বিদ'আত ও পাপাচারের অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, সুন্নাহ ও সৎকাজের পথ বাৎলে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– 'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হ'তে পারে, যে অন্ধকারে ডুবে আছে ও সেখান থেকে বের হবার পথ পায় না। এভাবেই অবিশ্বাসীদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করে দেওয়া হয়' *(আন'আম ৬/১২২)*।

২. মানুষকে উপকারী বিদ্যা শিক্ষাদান :

সঞ্চারণশীল উপকারের যে সকল মূল্যবান ক্ষেত্র রয়েছে তন্মধ্যে মানুষকে ভাল কিছু শিক্ষাদান এবং তাদের সামনে হালাল-হারামের পরিচয় তুলে ধরা অন্যতম। এজন্যেই মানুষকে শিক্ষাদানের ফযীলত বা মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

মু'আয বিন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ– 'যে ব্যক্তি ইলম বা বিদ্যা শিখাবে তার জন্যও সেই পরিমাণ ছওয়াব মিলবে, যে পরিমাণ ছওয়াব সেই বিদ্যা অনুযায়ী আমলকারীর মিলবে। আমলকারীর ছওয়াব তাতে কমবে না'।[২]

ওছমান (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়'।[৩]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) ফাৎহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়' বাক্যটিতে নিঃসন্দেহে ফুটে উঠেছে যে, কুরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শিক্ষাদানের মতো দু'টি কাজ যার মধ্যে একত্রিত হয়েছে তিনি নিজেকে যেমন পরিপূর্ণকারী, তেমনি অন্যকেও পরিপূর্ণকারী। তিনি সীমাবদ্ধ কল্যাণ ও সঞ্চারণশীল কল্যাণকে একত্রিতকারী। এজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ। এ ধরনের লোক আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায়

১. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/১৭৯।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৮০।*

৩. *বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।*

উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)* এর মধ্যে বর্ণিত লোকদের শ্রেণীভুক্ত। আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত নানা কাজের মাধ্যমে হয়, তন্মধ্যে কুরআন শিক্ষাদান অন্যতম এবং তা সবচেয়ে বেশী মর্যাদাপূর্ণ।[৪]

আবু মূসা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِىَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِى دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ-

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল ভূমিতে পতিত প্রবল বৃষ্টিপাতের ন্যায়। কোন ভূমি উর্বর যা পানি শুষে নেয়। ফলে সেখানে প্রচুর ঘাস ও তরুলতা জন্মে। আবার কিছু ভূমি কঠিন যা পানি ধরে রাখে। ফলে তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার লাভের সুযোগ করে দেন। তারা সে পানি পান করে, অন্যদের পান করায় এবং ক্ষেত-খামার আবাদ করে। বৃষ্টি আরেক প্রকার ভূমিতে পতিত হয়, যা একেবারে মসৃণ, পানি মোটেও ধরে রাখতে পারে না এবং ঘাস-তরুলতাও জন্মাতে পারে না। এই হ'ল তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ আমাকে যা সহকারে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিখে, আবার অন্যদের শেখায়। আবার ঐ বৃষ্টি তারও দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি মাথা তুলে তাকায় না এবং আল্লাহ্র যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তা গ্রহণও করে না'।[৫]

মহান আল্লাহ বিভিন্ন প্রাণীকে আলেমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন। আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণপ্রদ জিনিস শিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দো'আ করে'।[৬]

আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ- 'যে ব্যক্তি ইলম শেখার মানসে কোন পথ ধরে চলে আল্লাহ সেজন্য তাকে জান্নাতের পথে চালিত করবেন। আর নিশ্চয়ই ফেরেশতারা বিদ্যার্থী-ছাত্রদের খুশি করার মানসে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর নিশ্চয়ই আলেমের জন্য আসমান ও যমীনবাসী এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তদ্রূপ, যদ্রূপ চাঁদের মর্যাদা সকল তারকার উপর। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী এবং নবীগণ দীনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী রেখে যাননি, তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। সুতরাং যে তা লাভ করবে সে পূর্ণ অংশ লাভ করবে'।[৭]

কেন প্রাণীকুল আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে?

প্রথমত : যেহেতু সে জনগণকে আল্লাহ্র শরী'আত বা বিধান শিক্ষা দেয় তাই এটি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত তার সম্মান।

দ্বিতীয়ত : আলেমের ইলমের উপকার অন্যদের মাঝে এতটা সঞ্চারিত হয় যে, প্রাণীকুল পর্যন্ত তাতে উপকৃত হয়। কেননা আলেমগণ পশু-পাখির প্রতিও দয়া করতে আদেশ দেন, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ- 'যখন তোমরা হত্যা করবে তখন দয়াপরবশ হয়ে হত্যা করবে এবং যখন যবেহ করবে তখন দয়াপরবশ হয়ে যবেহ করবে'।[৮] এতদসঙ্গে তারা যবহের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিধানও বর্ণনা করেন। ফলে পশু-পাখিকুলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং তাদের প্রতি দয়া করার প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আলেমদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কাযী মুবারকপুরী (রহঃ) 'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তদ্রূপ, যদ্রূপ চাঁদের মর্যাদা সকল তারকার উপর' এ সম্পর্কে বলেন, شَبَّهَ العالم بالقمر والعابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد، ونور العالم يتعدى إلى غيره- 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলেমকে চাঁদের সাথে এবং আবেদকে তারার সাথে উপমা দিয়েছেন এজন্য যে, ইবাদতের পূর্ণতা ও নূর আবেদ থেকে অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হয় না,

৪. *ফাৎহুল বারী ৯/৭৬।*
৫. *বুখারী হা/৭৯; মুসলিম হা/২২৮২; মিশকাত হা/১৫০।*
৬. *তিরমিযী হা/২৬৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৮১; মিশকাত হা/২১৩।*
৭. *তিরমিযী হা/২৬৮২; ছহীহুত তারগীব হা/৭০; মিশকাত হা/২১২।*
৮. *মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩।*

www.at-tahreek.com

কিন্তু আলেমের ইলমী নূর তার থেকে অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হয়'।[৯]

ইবাদতে লিপ্ত থাকা উত্তম, না ইলমচর্চা ও শিক্ষাদানে রত থাকা?

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরযের অতিরিক্ত আমলের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাবে সেগুলো পালনে মানুষ দুই শ্রেণীর হবে। এক শ্রেণী যারা চিন্তাশীল ও লেখনী শক্তির অধিকারী। তাদের জন্য চিন্তা-গবেষণা ও লেখালেখি ছেড়ে ইবাদতে ব্যস্ত হওয়ার তুলনায় চিন্তা-গবেষণা ও লেখালেখিতে লিপ্ত হওয়া উত্তম। কারণ এ কাজের মধ্যে অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল উপকার বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোধ করে তার কর্তব্য নফল ইবাদতে মনোনিবেশ করা। কেননা একই সঙ্গে দু'টো কাজ আঞ্জাম দেওয়া এক ব্যক্তির পক্ষে দুরূহ। এক্ষেত্রে প্রথমজন যদি বিদ্যাচর্চা ছেড়ে দেয় তাহ'লে তার এ মুখ ফেরানোর দরুন শরী'আতের কিছু বিধি-বিধান বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আবার দ্বিতীয় জন যদি ইবাদত ছেড়ে ইলম চর্চায় মশগূল হয় তবে সে দু'টি সুযোগই হারাবে। কারণ তার তো ইলমের পুঁজি নেই, আবার অন্যদিকে ইবাদতকে উপেক্ষা করায় সেই সুযোগও সে নষ্ট করবে'।[১০]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য নিজে কুরআন পড়া, অন্যকে কুরআন পড়ানো এবং নিজে বিদ্যা শেখা ও অন্যদের শেখানো জায়েয আছে। ই'তিকাফরত অবস্থায় এসব কাজ করা মাকরূহ বা অপসন্দনীয় নয়'।[১১]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ 'বিদ্যাচর্চা নফল ছালাত আদায় থেকে উত্তম'।[১২] কেননা বিদ্যাচর্চা করা ফরযে কিফায়া, আর ফরযে কিফায়া নফল থেকে উত্তম। বিদ্যার মাধ্যমে ছালাত ও অন্যান্য ইবাদত ছহীহ-শুদ্ধ করা হয়, বিদ্যার উপকারিতা বিদ্বান থেকে জনমানুষের মাঝে সঞ্চারিত হয়। তাছাড়া প্রচুর হাদীছ থেকে সাক্ষ্য মেলে যে, নফল ছালাত আদায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে বিদ্যাচর্চায় লিপ্ত হওয়া শ্রেয়।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) অনেক দিন নফল ছিয়াম ছেড়ে দিতেন এবং বলতেন, ছিয়ামের ফলে মানুষের দরকার পূরণে শরীরে দুর্বলতা দেখা দেয়।

৩. আল্লাহ্র পথে জিহাদ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল আল্লাহ্র পথে জিহাদের সমতুল্য আমল কোনটি? তিনি বললেন, لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ– 'তোমরা তা করতে সমর্থ হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারা দু'বার কিংবা তিনবার প্রশ্নটি করলেন। প্রতিবারই তিনি বললেন, তোমরা তা করতে সমর্থ হবে না। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সেই ছিয়াম ও ছালাত আদায়কারী এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি অনুগত ব্যক্তির ন্যায় যে ঐ মুজাহিদের নিজ পরিবারে ফিরে আসা অবধি বিরতিহীনভাবে ছালাত ও ছিয়ামে রত থাকে'।[১৩]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, يَا رَسُولَ اللهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন লোক উত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেই মুমিন যে আল্লাহ্র পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, কোন গিরিপথে বসবাসকারী সেই মুমিন যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকেদের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে দূরে রাখে'।[১৪]

মুজাহিদ ব্যক্তি মানুষের সংস্রব ত্যাগকারী মুমিন থেকে উত্তম এ কারণে যে, সে তার জান-মাল ব্যয় করে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। একই সাথে এর মধ্যে সঞ্চারণশীল উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা জিহাদের ফলে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে, কুফর ও কাফের লোকেরা অপদস্থ হয়, দ্বীনের সীমারেখা সুরক্ষিত থাকে, মুসলিমদের ইয্যত-আব্রুর হেফাযত হয়। এছাড়া আরো নানাবিধ উপকার জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অন্যান্য উম্মতের উপর মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কারণও এই মানবকল্যাণ। তারা অন্যান্য জাতির তুলনায় মানবজাতির বেশী কল্যাণকারী। মানুষের জন্য সার্বিকভাবে সবচেয়ে দরকারী যে জিনিস তা এই উম্মতই মানবজাতির দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে তাদের কল্যাণ করে থাকে। সেই দরকারী জিনিসটা হচ্ছে ইসলামের পথের দিশা দান এবং তার প্রেক্ষিতে তাদের জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির চেষ্টা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র বাণী كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে' সম্পর্কে বলেন, خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِى السَّلاَسِلِ فِى أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِى

৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৪৭১।*
১০. *ফাৎহুল বারী ১৩/২৬৭।*
১১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৫২৮ পৃঃ।*
১২. *সিলসিলা আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৪৮; মুসনাদুশ শাফেঈ হা/১২২৫।*
১৩. *বুখারী হা/২৭৮৭; মুসলিম হা/১৮৭৮; আহমাদ হা/৯৪৭৭; মিশকাত হা/৩৭৮৮।*
১৪. *বুখারী হা/২৭৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৮।*

الإِسْلاَمِ– ‘শ্রেষ্ঠ মানুষ তারাই যারা মানুষের জন্য নিবেদিত। তোমরা লোকেদের (যুদ্ধবন্দীদের) গলদেশে শিকল পরিয়ে (অর্থাৎ বন্দি করে) নিয়ে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামে প্রবেশ করবে’।[১৫]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ‘শ্রেষ্ঠ মানুষ মানুষের জন্য’ কথাটির অর্থ যারা মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকারী। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তারা তাদের ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ’।[১৬]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ইবনুল জাওযী (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, উক্ত কথার অর্থ, তারা মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দি ও শৃঙ্খলিত হয়ে এসেছে। তারপর যখন তারা ইসলামের শুদ্ধতা জানতে পেরেছে তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে’।[১৭]

৪. আল্লাহ্র পথে পাহারাদারী :

যেসব আমলের কল্যাণ অন্যদের মাঝে সঞ্চারণযোগ্য তন্মধ্যে আল্লাহ্র পথে পাহারাদারী অন্যতম। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ– ‘আমি কি তোমাদেরকে ক্বদরের রাতের থেকেও শ্রেষ্ঠ রাতের কথা জানাব না? সে ঐ পাহারাদারের রাত, যে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাহারা দেয়, তার আশঙ্কা হয় যে, সে হয়তো তার পরিবারে জীবিত ফিরতে পারবে না’।[১৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ– ‘দু’টি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না। এক চোখ যে আল্লাহ্র ভয়ে কান্না করে। আরেক চোখ যে আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) রাত জেগে পাহারা দেয়’।[১৯] দু’টি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না অর্থ, দু’শ্রেণীর চোখের মালিকদের আগুন স্পর্শ করবে না। এখানে অঙ্গ বলে পুরো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে’।[২০] *[ক্রমশঃ]*

---

১৫. *বুখারী হা/৪৫৫৭।*
১৬. *ফাৎহুল বারী ৮/২২৫।*
১৭. *ফাৎহুল বারী ৬/১৪৫।*
১৮. *হাকেম হা/২৪২৪। তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন; ছহীহুত তারগীব হা/১২৩২।*
১৯. *তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯, সনদ ছহীহ।*
২০. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/২২।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :
- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুস্তফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল ছালাত। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। ছালাত এমন একটি ইবাদত, কালেমায়ে শাহাদতের পরেই যার স্থান। কেউ মুসলমান হ'লে তাকে প্রথমেই ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। ছাহাবীগণের মধ্যে কেউ ছালাতে না আসলে তাকে কাফের মনে করা হ'ত। ছালাত ত্যাগ করা কাফের ও মুনাফিকদের কাজ। ছালাত ত্যাগকারীরা পরকালে ফেরাউন, হামান, কারূনের মত কাফেরদের সাথে জাহান্নামে অবস্থান করবে।

ফরয এই ইবাদতটি নিয়ে বর্তমানে বহু মানুষের মধ্যে অবহেলা দেখা যায়। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সময় অনেকের হয়, কিন্তু ছালাত আদায়ের সময় তাদের হয় না। খোশগল্প করার সময় জোটে, কিন্তু মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত করার সময় হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটানোর সুযোগ হয় কিন্তু মুছাল্লায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে নিজের আবেদন-নিবেদন পেশ করার সময় হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততায় ছালাত ক্বাযা করা তো অনেকের কাছে স্বাভাবিক বিষয় মনে হয়। অথচ ছালাতে অবহেলা, অলসতা ও তা পরিত্যাগের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। নিম্নে ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী :

ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী কাজ। ছালাত ত্যাগ করাকে রাসূল (ছাঃ) কুফরী বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ- জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য ছালাত ছেড়ে দেওয়া'।[১] অন্য বর্ণনায় আছে, মানুষ ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। কোন বর্ণনায় আছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত।[২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ الصَّلَاةُ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، 'বান্দা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। যখন সে ছালাত পরিত্যাগ করল, তখন সে শিরক করে ফেলল'।[৩]

১. *আবুদাউদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫৬৯, সনদ ছহীহ।*
২. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৩।*
৩. *ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৬।*

عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-

বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হ'ল ছালাত। অতএব যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল'।[৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ-

তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক আল-উকায়লী বলেন, 'ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত ব্যতীত অন্য কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরী মনে করতেন না'।[৫]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْهُ الصَّلَاةَ-

শাদ্দাদ ইবনু মা'কেল হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দ্বীনের যা হারাবে তাহ'লে আমানত এবং সর্বশেষ দ্বীনের যা হারাবে তা হ'ল ছালাত'।[৬] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্তু যেহেতু ছালাত সেহেতু যে বস্তুর শেষ চলে যায় সে বস্তু সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য আপনাদের উচিৎ দ্বীনের সর্বশেষ অংশ ছালাতকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহ আপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন *(ইমাম আহমাদ, কিতাবুছ ছালাত)*।

জাবের বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হ'ল- مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ، 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমলসমূহের মধ্যে কোন আমলটি আপনাদের নিকট ঈমান এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে বিবেচিত হ'ত? তিনি বললেন, ছালাত'।[৭]

উল্লেখ্য যে, কুফরী করা ও কাফের হয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। এক্ষণে কেউ যদি ছালাতকে অস্বীকার করে বা একেবারে ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি অলসতাবশত ছালাত ত্যাগ করে এবং মাঝে-মধ্যে আদায় করে তাহ'লে সে কাফের হবে না বরং কবীরা গুনাহগার হবে। তওবা না করলে তাকে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৮]

৪. *তিরমিযী হা/২৬২১; মিশকাত হা/৫৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৪।*
৫. *তিরমিযী হা/২৬২২; মিশকাত হা/৫৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৫।*
৬. *তাবারানী কাবীর হা/৯৭৫৪; ছহীহাহ হা/১৭৩৯।*
৭. *ইবনু বাত্ত্বা, আল-ইবানাতুল কুবরা হা/৮৭৬; মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিছ ছালাত হা/৮৯৩।*
৮. *আলবানী, হুকমু তারিকিছ ছালাত ১/১০, ৫১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫৫-৫৬; ছহীহাহ হা/৩০৫৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

ছালাত ত্যাগ করা হত্যাযোগ্য অপরাধ :

ছালাতকে অবজ্ঞা করে তা ত্যাগ করা হত্যাযোগ্য অপরাধ। কেউ ইচ্ছা করে ছালাত পরিত্যাগ করলে তাকে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে হবে। সে এই বিধান অস্বীকার করলে সরকার তাকে শাস্তি দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/৫)*। এর তাফসীরে বলা হয়েছে, তারা ছালাত আদায় করলে জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। আর তা পরিহার বা অস্বীকার করলে তা হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ–

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর যখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবেহকৃত পশু আহার করবে এবং আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করবে, তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে। তবে এই কালেমার কোন হক (শরী'আতসম্মত কারণ) পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। মুসলমানদের যে অধিকার রয়েছে তাদের জন্যও তা থাকবে। আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা তাদের উপরও বর্তাবে'।[৯] অত্র হাদীছে ছালাত আদায়কে নিরাপত্তার মাপকাঠি বলা হয়েছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কিছু মালামাল বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জনৈক উঁচু গাল, ফোলা কপাল এবং গর্তে ঢোকা চোখ বিশিষ্ট ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত মাথা নেড়া উরুর উপর কাপড় পরা ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا رَسُوْلَ اللهِ! اتَّقِ اللهَ، قَالَ: وَيْلَكَ، أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! আমি কি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি নই? বর্ণনাকারী বলেন, যখন লোকটি রওয়ানা হ'ল তখন খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তার গর্দান কেটে ফেলব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, হয়তো বা সে ছালাত আদায় করে'।[১০]

আল্লাহ ও রাসূলের যিম্মা থেকে মুক্তি :

কেউ ইচ্ছা করে ছালাত ত্যাগ করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যিম্মা থেকে সে বের হয়ে যায়। যেমন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন, যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شيئاً وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ أخرجاك مِنْ مَالِكٍ وَمِنْ كُلِّ شَيٍّءٍ هُوَ لَكَ وَلاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، 'তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর স্বেচ্ছায় ছালাত ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহ্র দায়িত্ব উঠে যায়'।[১১]

অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ– 'ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ছালাত ছেড়ে দিবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, তার থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী মুক্ত হয়ে যায়'।[১২]

ছালাত ত্যাগকারীর ইসলামে কোন অংশ নেই :

ছালাত ত্যাগ করা এমন ভয়াবহ পাপ যে, কেউ তা করলে সে ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে যায়। যেমন আছারে এসেছে, عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ

৯. *বুখারী হা/৩৯২; নাসাঈ হা/৩৯৬৭; আহমাদ হা/১৩৭৮।*

১০. *বুখারী হা/৪৩৫১; মুসলিম হা/১০৬৪।*

১১. *তাবারানী আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৯।*

১২. *আহমাদ হা/২৭৪০৪; ছহীহুত তারগীব হা/৫৭৩।*

وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا–

মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, যে রাত্রে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়, সেই রাত্রে তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। ওমর (রাঃ)-কে ফজরের ছালাতের জন্য জাগানো হ'ল। ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি এই অবস্থায়ও ছালাত আদায় করব। কারণ যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই। অতঃপর ওমর (রাঃ) ছালাত পড়লেন অথচ তার জখম হ'তে তখনও রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[১৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، 'যে ব্যক্তি ছালাত বিনষ্ট করে ইসলামে তার কোন অংশ নেই'।[১৪]

ছালাত ত্যাগ করা মুশরিকদের কাজ :

ছালাত পরিত্যাগ করা মূলতঃ মুশরিকদের কাজ। এজন্য মুসলমান ব্যক্তি কখনো ছালাত পরিত্যাগ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 'আর তোমরা তাঁকে ভয় কর ও ছালাত কায়েম কর এবং তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(রূম ৩০/৩১)*। ইবনু বাত্তা (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, فَجَعَلَ اللهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُشْرِكًا خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ لِلْمُؤْمِنِينَ تَحْذِيرٌ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الصَّلَاةَ، فَيَخْرُجُوا مِنَ الْإِيمَانِ، وَيَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ. 'আল্লাহ ছালাত পরিত্যাগ-কারীকে মুশরিক এবং ঈমান থেকে খারিজ হিসাবে গণ্য করেছেন। কারণ এই সম্বোধনের মাধ্যমে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ছালাত পরিত্যাগ না করে। আর তারা এটা করলে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং মুশরিকদের মত হয়ে যাবে'।[১৫] ইবনু বাত্তা (রহঃ) আরো বলেন, فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ الصَّلَاةُ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لَمْ يَنْفَعْهُ الْإِيمَانُ، 'ঈমান, ছালাত ও যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যার ঈমান নেই তার ছালাত কোন কাজে আসবে না। যে ছালাত আদায় করে না তার ঈমান কোন উপকারে আসবে না'।[১৬]

ছালাত ত্যাগ করা অজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য :

যারা ছালাত আদায় করে না তাদেরকে অজ্ঞদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، 'আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য (আযানের মাধ্যমে) আহ্বান করে থাকো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ ওরা একেবারেই নির্বোধ সম্প্রদায়' *(মায়েদাহ ৫/৫৮)*। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, كَانَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيْ يُنَادِي: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: حُرِّقَ الْكَاذِبُ، فَدَخَلَتْ خَادِمَةٌ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِنَارٍ وَهُوَ نَائِمٌ، وَأَهْلُهُ نِيَامٌ، فَسَقَطَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتَ، فَاحْتَرَقَ هُوَ وَأَهْلُهُ، 'মদীনায় এক নাছারা ছিল যে মুওয়াযযিনের আযানের সময় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল! বলতে শুনত, তখন সে বলত, মিথ্যাবাদী আগুনে পুড়ুক! এক রাতে সে পরিবারসহ ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় তার দাসী সে ঘরে আগুন নিয়ে প্রবেশ করে। আগুনের একটি টুকরো ঘরে পড়ে যায় এবং আগুন ধরে যায়। এতে তার বাড়ি পুড়ে যায় এবং সে পরিবারসহ পুড়ে মারা যায়'।[১৭] ছালাত ও আযানকে নিয়ে কটূক্তি করার কারণে আল্লাহ তা'আলা সপরিবারে তাকে ধ্বংস করে দেন। যখন আযান শেষে মুসলমানেরা ছালাতে দাঁড়াত তখন ইহূদীরা হাঁসি-তামাশা করত। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বলেন, এরাই নির্বোধ সম্প্রদায়।[১৮]

ছালাত ত্যাগ করা যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার সমতুল্য অপরাধ :

কোন এলাকায় যদি আযানের ধ্বনি শোনা যেত তাহ'লে সে এলাকায় রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম অভিযান পরিচালনা করতেন না। বরং মনে করা হ'ত এরা ছালাত আদায়কারী। আর আযান শোনা না গেলে সে এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হ'ত। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন আমাদেরকে নিয়ে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন, তখন ভোর পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আর ভোর হ'লে আযানের আওয়াযের অপেক্ষায় থাকতেন। যদি আযান শুনতে পেতেন, তখন আক্রমণ করা হ'তে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে আক্রমণ করতেন।[১৯]

ছালাত পরিত্যাগে আমীর বা নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি :

ছালাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, রাষ্ট্র বা নেতারা যতদিন ছালাত কায়েম রাখবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা জনগণের জন্য হারাম। যদিও তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হয়।

আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ

১৩. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৬৭৩; ইবনুল খাল্লাল, আস-সুন্নাহ হা/১৩৮৮,; মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস ছালাত হা/৯২৯, সনদ ছহীহ, জামে'উল উছূল হা/৫২২৫।*
১৪. *দারাকুৎনী হা/১৭৫০; মুয়াত্ত্বা হা/১০১; ইরওয়া হা/২০৯।*
১৫. *আল-ইবানাতুল কুবরা ২/৭৯২।*
১৬. *আল-ইবানাতুল কুবরা ২/৭৯২।*
১৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১২৮।*
১৮. *তাফসীরুল খাযেন ২/৫৭।*
১৯. *বুখারী হা/৬১০; মুসলিম হা/১৩৬৫।*

عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوْا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ– ‘তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দো‘আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দো‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হ’ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে, কিন্তু (তাদের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না’।[২০]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا ‘অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং অপসন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপসন্দ করল নিরাপদ হ’ল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পসন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হ’ল)। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করবে’[২১]।

ছালাত ত্যাগ করা অন্যান্য আমল বিনষ্টের কারণ :

ছালাত পরিত্যাগ করা এমন অপরাধ যে, এ কারণে তার অন্যান্য সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন বুরায়দা আল-আসলামী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি বলেন, بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُه، ‘তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) ছালাত আদায় করবে। কারণ যার আছরের ছালাত ছুটে যায় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়’।[২২] অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ– ‘যে ব্যক্তির আছরের ছালাত কাযা হ’ল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল’।[২৩] কোন কোন বর্ণনায় আছর ছালাতের কথা উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ছালাত পরিত্যাগ করে অবশ্যই তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়’।[২৪]

ছালাত ত্যাগে রিযিক থেকে বঞ্চিত :

ছালাত এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে রিযিক বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা‘আলা যে সকল স্থানে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন তার পরপরই প্রায় সব জায়গাতে রিযিকের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى– ‘আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই’ *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। আল্লাহ্‌র বাণী, ‘আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি’-এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، ‘তুমি যখন ছালাত আদায় করবে তোমার নিকট এমন জায়গা থেকে রিযিক আসবে যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ‘আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাই না যে তারা আমাকে আহার যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ হ’লেন সবচেয়ে বড় রিযিকদাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী’ *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৭)*।

ফেরাউন, হামান, ক্বারূন ও উবাই বিন খালফের সাথে হাশর :

যারা ছালাত ত্যাগ করবে তাদের হাশর হবে বড় বড় কাফেরদের সাথে। আর পরকালে বড় কাফেরদের অবস্থা হবে ভয়াবহ। যাদের মধ্যে রয়েছে ফেরাউন, হামান, ক্বারূন, উবাই ইবনু খালফ ও তাদের দোসররা। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

---

২০. মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০।
২১. মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১।
২২. বুখারী হা/৫৯৪; মিশকাত হা/৫৯৫।
২৩. মুসলিম হা/৬২৬; মিশকাত হা/৫৯৪।
২৪. হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৬৩৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا، وَلَا نَجَاةً، وَلَا بُرْهَانًا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি তা (ছালাত) হেফাযত করবে, ক্বিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তি (এর উপায়) হবে। আর যে ব্যক্তি তা (ছালাত) হেফাযত করবে না, ক্বিয়ামত দিবসে তা তার জন্য নূর, দলীল-প্রমাণ ও জাহান্নাম হ'তে মুক্তি (এর উপায়) হবে না। আর ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামত দিবসে ক্বারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফ-এর সাথে থাকবে'।[২৫]

বারযাখে ভয়াবহ শাস্তি :

যে ব্যক্তি ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে বরং উদাসীন থাকে তার জন্য কবরে এবং জাহান্নামে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ،... فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، 'গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে জাগালো আর বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে আসলাম, দেখলাম সে শুয়ে আছে এবং তার কাছে এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে। ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটু পর তার মাথা ভালো হয়ে যাচ্ছে। আবার সে পাথরটি নিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে। তার মাথা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে আবার আঘাত করছে। এভাবেই চলছে। আমি তাদের বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু'ব্যক্তি কে?... তারা আমাকে বলল, যার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে সে হ'ল এমন ব্যক্তি যে কুরআন শিখেছে কিন্তু তা প্রত্যাখান করেছে এবং ফরয ছালাত থেকে নিদ্রায় রাত কাটিয়েছে'।[২৬]

ছালাত বিনষ্ট করা পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য :

ছালাত ইসলামের প্রধান রুকন। এজন্য ছালাত ত্যাগকারী কবীরা গুনাহগার এবং অস্বীকারকারী কাফের। আল্লাহ তা'আলা ছালাত বিনষ্টককারী পূর্ববর্তী এক সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا- 'তাদের পরে এলো তাদের (অপদার্থ) উত্তরসূরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে (সূরা মারিয়ামের ৫৯ আয়াত পাঠ করার পর) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ، 'ষাট বছর পর কিছু (অপদার্থ) পরবর্তীগণ আসবে, তারা ছালাত নষ্ট করবে ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হবে। সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী পার হবে না। (হৃদয়ে জায়গা পাবে না।) কুরআন তিন ব্যক্তি পাঠ করে- মুমিন, মুনাফিক ও ফাজের (পাপী)।[২৭]

ছালাত ত্যাগ করা জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ :

যে সকল পাপের কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে তন্মধ্যে ছালাত ত্যাগ করা অন্যতম। যার স্বীকৃতি স্বয়ং জাহান্নামীরাই দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথোপকথন তুলে ধরে বলেন, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، 'কোন্ বস্তু তোমাদেরকে 'সাক্বারে' (জাহান্নামে) প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' *(মুদ্দাছ্ছির ৭৪-৪২-৪৩)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, يُعَذِّبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 'আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ঈমানের অধিকারীদের শাস্তি দিবেন। অতঃপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা'আতে তাদের বের করে আনবেন। জাহান্নামে কেবল তারাই থেকে যাবে যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে আলোচনা করেছেন- 'কোন্ বস্তু তোমাদেরকে 'সাক্বারে' প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'।[২৮]

[ক্রমশঃ]

২৫. *দারেমী হা/২৭২১; আহমাদ হা/৬৫৭৬; ইবনু হিব্বান হা/১৪৬৭, সনদ ছহীহ।*
২৬. *বুখারী হা/৭০৪৭; মিশকাত হা/৪৬২১।*
২৭. *হাকেম হা/৩৪১৬; আহমাদ হা/১১৩৫৮; ছহীহাহ হা/৩০৩৪।*
২৮. *মুদ্দাসসির ৭৪-৪২-৪৩; শরহ মুশকিলুল আছার হা/৫৫৫৬, মুসনাদে আবী হানীফা হা/১২।*

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(২য় কিস্তি)

(খ) মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ :

পবিত্র কুরআনের মত হাদীছও আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত হওয়ার পূর্বে প্রথমত সংরক্ষিত হয়েছিল মুখস্থকরণের মাধ্যমে। প্রাথমিক যুগে মুখস্থকরণই ছিল হাদীছ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। ছাহাবীগণ কুরআনের মত হাদীছকেও সমগুরুত্বের সাথে মুখস্থ সংরক্ষণ করেছিলেন।[১]

রাসূল (ছা.) তাঁদেরকে মুখস্থ করা ও মানুষের কাছে প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, মুখস্থ করেছে, অতঃপর তা পৌঁছে দিয়েছে তাদের কাছে যারা তা শোনেনি'।[২] অপর বর্ণনায় এসেছে, فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه 'অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং অধিকতর মুখস্থকারীর নিকট পৌঁছে দিল'।[৩]

রাসূল (ছা.) আরো বলেন, تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، 'তোমরা (আমার হাদীছ) শুনবে এবং (আমার পর যে আসবে) সে তোমাদের নিকট (আমার হাদীছ) শুনবে এবং যারা তোমাদের কাছে শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্যরা শুনবে'।[৪] একবার আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (ছা.)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে দ্বীনের কিছু বিষয়াদি শিক্ষাদান করেন এবং তাদেরকে বললেন, احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ 'তোমরা কথাগুলো মুখস্থ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদেরকেও এ ব্যাপারে সংবাদ দিও'।[৫]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (ছা.) বলেছিলেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 'এখানে উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বার্তাগুলো) পৌঁছে দেয়। কেননা হ'তে পারে যে, (অদ্যকার) শ্রোতার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিকতর (হাদীছ) সংরক্ষণকারী'।[৬] রাসূল (ছা.) আরো বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর, যদিওবা একটি আয়াতও হয়'।[৭]

ফলে ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছা.)-এর এই নির্দেশ পালনে সদা তৎপর ছিলেন। সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বলেন, لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، 'আমি রাসূল (ছা.)-এর যুগে একজন বালক ছিলাম এবং আমি তাঁর কথা (হাদীছ) মুখস্থ করতাম'।[৮] ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'আমরা হাদীছ মুখস্থ করতাম এবং রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হ'ত'।[৯] এমনকি তাদের অনেকে রাসূল (ছা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে রাসূল (ছা.)-এর মসজিদে এসে দীর্ঘদিন বসবাস করতেন, যাতে তারা হাদীছ শুনতে পারেন। বিশেষ করে আহলুছ ছুফফার কথা উল্লেখযোগ্য, যারা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই রাসূল (ছা.)-এর দরবারে পড়ে থাকতেন। বিখ্যাত হাদীছ সংগ্রাহক ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন এই দলভুক্ত।[১০]

এভাবে ছাহাবীগণ নিজেরা যেমন হাদীছ মুখস্থ করতেন এবং অন্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। ফলে দূর-দূরান্তের মুসলমানদের নিকটেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীছের বাণী পৌঁছে যায়। হাদীছ সংরক্ষণ ও প্রচার লাভের এটাই ছিল প্রাথমিক ও স্বাভাবিক পন্থা।

ছাহাবীগণ যেমন নিয়মিত হাদীছ মুখস্থকরণের চর্চা করতেন, তেমনি পরস্পরকে চর্চায় সাহায্য করতেন। আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন, كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه، 'আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট থাকতাম এবং হাদীছ শ্রবণ করতাম। এরপর যখন মজলিস থেকে উঠতাম, তখন নিজেরা পরস্পরকে তা শুনাতাম এবং মুখস্থ করে ফেলতাম'।[১১]

উক্ববাহ ইবনু 'আমের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছা.)-এর সাথে (তাঁকে কেন্দ্র করে) নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম করতাম। (এমনকি) আমাদের উট চরানোর কাজ আমরা পালাক্রমে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতাম। একদা আমার উপর উট চরাবার পালা এলো। সন্ধ্যায় উটগুলো নিয়ে ফিরে এসে রাসূল (ছা.)-কে ভাষণরত অবস্থায় পেলাম। আমি শুনলাম, তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দু'রাকআত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'। একথা শুনে আমি বললাম, বাহ্ বাহ্, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন (আগে থেকেই উপস্থিত) আমার সামনে বসা

১. *মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, ১/৪২; মানাযির আহসান গিলানী, তাদবীনে হাদীছ (লাহোর: আল-মীযান প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮০।*
২. *আহমাদ হা/১৬৭৫৪, মিশকাত হা/২২৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯২।*
৩. *দারিমী হা/২৩৫, যায়েদ বিন ছাবেত থেকে বর্ণিত, সনদ ছহীহ।*
৪. *আবুদাঊদ হা/৩৬৫৯।*
৫. *বুখারী হা/৫৩, ৮৭, ৭২৬৬; মুসলিম হা/১৭।*
৬. *বুখারী, হা/১৭৪১; মুসলিম হা/১৬৭৯।*
৭. *বুখারী হা/৩৪৬১।*
৮. *মুসলিম হা/৯৬৪।*
৯. *মুসলিম হা/৭।*
১০. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১২৪-১২৫।*
১১. *খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাকির রাবী, তাহক্বীক : ড. মাহমূদ আত-ত্বহহান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৩খ্রি.), ১/২৩৬ হা/৪৬৪।*

এক ব্যক্তি বললেন, হে উক্ববাহ! এর আগে তিনি যা বলেছেন, সেটা আরও উত্তম। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হ'লেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হাফছ! সেটা কি? ওমর (রা.) বললেন, তুমি এখানে আসার একটু আগেই নবী (ছা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে ওযূ করার পর এরূপ বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল'- তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[১২]

এই হাদীছ থেকে ৩টি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ ছাহাবীগণ তাদের কাজগুলো পালাক্রমে ভাগ করে নিতেন যাতে রাসূল (ছা.)-এর সান্নিধ্যে অধিক সময় থাকা যায় এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তারা অতি আগ্রহ ও আনন্দের সাথে হাদীছ শ্রবণ করতেন যদি তা অতি অল্পও হ'ত। তৃতীয়তঃ ছাহাবীগণের পারস্পরিক জ্ঞানচর্চার অভ্যাস, যেমনটি ওমর (রা.) এবং উক্ববাহ ইবনু আমের (রা.)-এর মধ্যে ঘটেছিল। কারো কোন জ্ঞান ছাড়া পড়ে গেলে অপরজন সেটি জানিয়ে দিতেন। এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে অতি যত্ন ও আগ্রহের সাথে সংরক্ষণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা বিশ্বস্ততার সাথে পৌঁছে দিয়েছেন।

সুতরাং হিজরী প্রথম শতকে মূলত মুখস্থকরণই ছিল হাদীছ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। লেখনী এসেছিল পরবর্তী ধাপে। ইবনুল আছীর (৬৩০হি.) বলেন, وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معوِّلين على ما يسطرونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله عز وجل، فلما انتشر الإسلام، واتسعت البلاد، وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقلَّ الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة 'তাদের (হাদীছ বর্ণনাকারীগণ) প্রাথমিক নির্ভরতা ছিল মুখস্থকরণ এবং হৃদয়াঙ্গমের উপর, লেখনীর উপর নয়। তারা আল্লাহ্র কিতাবকে যেভাবে মুখস্থ রাখতেন সেভাবে এই জ্ঞানকেও (হাদীছ) মুখস্থ রাখার লক্ষ্যে লিখিত বস্তুর উপর নির্ভর করতেন না। কিন্তু ইসলামের যখন সম্প্রসারণ ঘটল, দেশে দেশে তা বিস্তৃত হ'ল, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়লেন, একের পর এক অঞ্চল বিজিত হ'তে লাগল, অধিকাংশ ছাহাবীর মৃত্যু ঘটল, তাদের সাথী ও শিষ্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন এবং মানুষের মুখস্থ সংরক্ষণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ'ল, তখন বিদ্বানগণ হাদীছ সংকলন এবং তা লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করলেন'।[১৩]

মুখস্থকরণের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণকারী ছাহাবীদের মধ্যে যারা সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তারা হ'লেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (৩২হি.), আয়েশা (৫৮হি.), আবূ হুরায়রা (৫৯হি.), উম্মু সালামাহ (৬১হি.) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (৬৩হি.), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮হি.), আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (৭৩হি.), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (৭৪হি.), জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (৭৮হি.), আনাস ইবনু মালিক (৯৩হি.) প্রমুখ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

ছাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেঈদের মধ্যে যারা হাদীছের প্রসিদ্ধ হাফেয ছিলেন তারা হ'লেন, সাঈদ ইবনু জুবায়ের (৯৪হি.), আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান (৯৪হি.), উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (৯৪হি.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯৪হি.), ইবরাহীম নাখঈ (৯৬হি.), নাফি' ইবনু যুবায়ের (৯৯হি.), আমির আশ-শা'বী (১০৩হি.), ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.), ইকরামা (১০৫হি.), সলিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু ওমর (১০৬হি.), তাঊস ইবনু কায়সান (১০৬হি.), সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (১০৭হি.), হাসান বছরী (১১০হি.), মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০হি.), মাকহূল শামী (১১২হি.), 'আমর ইবনু দীনার (১১৬হি.) নাফে' মাওলা ইবনু ওমর (১১৭হি.), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৭হি.), ইয়াহইয়া ইবুন ইয়া'মুর (১১৯হি.), ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪ হি.), আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীয়ী' (১২৭হি.), মানছূর ইবনুল মু'তামির (১৩৬হি.), উকাইল ইবনু খালিদ আল-আয়লী (১৪৪হি.), হিশাম ইবনু উরওয়াহ (১৪৬হি.), উবায়দুল্লাহ ইবনু ওমর (১৪৭হি.), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১হি.), হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু দীনার আল-বাছরী (১৬৪হি.) প্রমুখ।

ইমাম যাহাবী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উপরোক্ত ছাহাবী ও তাবেঈগণসহ মোট ১১৭৬ জন হাদীছের হাফেযের নাম সংকলন করেছেন।[১৪] সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুকালে ছাহাবীগণের কাছে যেমন কুরআন মুখস্থাকারে সংরক্ষিত ছিল, তেমনি রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও সংরক্ষিত ছিল। ছাহাবীগণের হাদীছ মুখস্থকরণে বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিল।[১৫]

ক. স্বচ্ছ মস্তিষ্ক এবং প্রখর ধীশক্তি :

আরবরা ছিল নিরক্ষর জাতি। তারা লেখাপড়া জানত না। একজন নিরক্ষরকে নির্ভর করতে হয় তার স্মৃতিশক্তির ওপর। এতে মস্তিষ্কের অধিক ব্যবহারের কারণে স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে। আর আরব জাতি ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও উচ্চ

১২. মুসলিম হা/১৭ (২৩৪), আবূদাঊদ হা/১৬৯।

১৩. ইবনুল আছীর, জামেউল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল, তাহক্বীক : আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব (বৈরূত : মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১৯৬৯খ্রি.), ১/৪০।

১৪. দ্র. শামসুদ্দীন যাহাবী, আল-মুঈন ফী তাবাক্বাতিল মুহাদ্দিছীন (আম্মান : দারুল ফুরকান, ১৪০৪হি.)।

১৫. ড. নূরুদ্দীন 'ইত্র, মানহাজুন নাক্বদ ফী উলূমিল হাদীছ (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৩৭-৩৯।

স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তারাই ছিল সেই জাতি যারা নিজেদের বংশপরিচয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর মুখস্থ করে রাখত, তা যত দীর্ঘই হোক না কেন। তারা কোন সুদীর্ঘ কবিতা বা বক্তব্য একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলত। লেখনীর কোন প্রচলন বা চর্চা না থাকায় তারা বংশতালিকা, কাব্যসাহিত্য, চলমান ঘটনাসমূহ, প্রাচীন গল্প-কাহিনী সবকিছুই মুখস্থ করে রাখত। সেই সাথে সভ্যতা থেকে দূরে থাকা এবং অতি সহজ-সরল জীবন যাপনের ফলে তাদের মস্তিষ্ক যাবতীয় পার্থিব জটিলতা থেকে পবিত্র ছিল। ফলে তীক্ষ্ম ধীশক্তি ও বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার জন্য তারা কিংবদন্তীতুল্য হয়ে উঠেছিল।

মুখস্থশক্তিতে আরব জাতি যে সুউচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। তাদের অধিকাংশই তাদের বংশতালিকা মুখস্থ রাখত। শুধু নিজেদের পরিবার ও সম্প্রদায়ই নয়, এমনকি ঘোড়া ও উটের বংশতালিকা পর্যন্ত তারা মুখস্থ রাখত। তাদের ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তা মুখস্থ রাখত। হাম্মাদ আর-রাভিয়াহ (৯৫-১৫৫হি.) ছিলেন আরবী কবিতার একজন বর্ণনাকারী। তিনিই প্রথম বর্ণনাকারীর অভিধায় ভূষিত হন। তিনি আরবী বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর দিয়ে একশতেরও অধিক কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। যার অর্থ কমপক্ষে ৩ হাযার ৩৮টি দীর্ঘ কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল।[১৬] এই ছিল সাধারণ আরবদের অবস্থা। তাহ'লে ছাহাবীদের ক্ষেত্রে এটি কেমন হবে, যারা কি না রাসূল (ছা.)-কে তাঁদের জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি বক্তব্য ও কর্মমালাকে যেকোন মূল্যে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন? তারা তো কুরআন ও হাদীছকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখবেন, সেটিই স্বাভাবিক।

খ. ধর্মীয় অভিপ্রায় :

আরবগণ যখন থেকে ইসলামের পরিচয় পেয়েছেন এবং ইসলামকে আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন থেকে দ্বীন পালনই ছিল তাদের জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সন্দেহ নেই যে, তাদের হাদীছ মুখস্থকরণের পিছনে শক্ত প্রভাবক হিসাবে এই একটি কারণই যথেষ্ট ছিল। পার্থিব জীবনে কোন বিষয় যখন মানুষ গুরুত্বের সাথে নেয়, তখন তার জন্য সর্বোচ্চ মেধা ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

সুতরাং যাকে ছাহাবীরা জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান বিষয় জ্ঞান করেছিলেন, যার জন্য শত কষ্ট স্বীকার এমনকি জীবন দিতেও সদা প্রস্তুত ছিলেন, তার প্রতি তাঁরা কতটুকু মনোযোগী হবেন, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত রাসূল (ছা.) নিজেই যখন ছাহাবীদেরকে হাদীছ মুখস্থকরণের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীছ শ্রবণ করেছে, অতঃপর তা মুখস্থ করেছে এবং তা প্রচার করেছে। কেননা (মুখস্থ ও প্রচারের মাধ্যমে) হয়ত কোন জ্ঞানের বাহক তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানীর কাছে (সেটি) পৌঁছে দেবে। অথবা হয়তবা কোন জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নন'।[১৭] ফলে হাদীছ মুখস্থ করা ও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে ছাহাবীগণ আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

যেমন আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, إِنِّي لَأُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ أَنَامُ، وَثُلُثٌ أَقُومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করেছি, এক-তৃতীয়াংশে আমি ঘুমাই, এক-তৃতীয়াংশে রাতের ছালাত আদায় করি এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশে আমি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ মুখস্থ করি'।[১৮]

গ. পারস্পরিক হাদীছ চর্চার অভ্যাস :

কুরআনের মত হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের অলংঘনীয় ভিত্তি জানার পর ছাহাবীদের মন-মগজে হাদীছ মুখস্থ করার বিষয়টি সহজাত হয়ে পড়েছিল। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ করতেন। তাঁর বর্ণিত বক্তব্য ও কর্মকে অস্থি-মজ্জায় ধারণ করে পুংখানুপুংখ বাস্তবায়ন ঘটাতেন। তারা জানতেন যে, রাসূল (ছা.)-এর প্রাপ্ত জ্ঞান সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, যাতে এতটুকু ভুলের আশংকা নেই।

ফলে স্বভাবতই মনে-প্রাণে হাদীছ মুখস্থ রাখা এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া তাদের দৈনন্দিন জীবনেরই অপরিহার্য অংশ ছিল। তাদের অবসরের প্রিয় কাজ ছিল রাসূল (ছা.)-এর কথা ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। সুন্নাহই ছিল তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে তাদের এই হাদীছ চর্চার অভ্যাস হাদীছ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কেননা রাসূল (ছা.) তখন জীবিত ছিলেন। কোন হাদীছে কম-বেশী ঘটলে বা কেউ ভুলে গেলে তা সরাসরি তাঁর নিকট থেকেই সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। এভাবে হাদীছ শাস্ত্রের হুবহু সংরক্ষণ এবং বহির্মিশ্রণ থেকে পরিশুদ্ধ রাখার প্রক্রিয়াটি আরো নিখুঁত হয়েছিল।

ঘ. রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত পদ্ধতি :

রাসূল (ছা.) জানতেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাহাবীরাই হবেন দ্বীন প্রচারের ধারক ও বাহক। তাই দ্বীন প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন শিক্ষকের মত। একজন আদর্শ শিক্ষকের মতই তিনি ছাহাবীদের হাদীছ আত্মস্থকরণের সুবিধার্থে বেশ কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন। যেমন-

(১) তিনি কখনও দ্রুত ও একনাগাড়ে কথা বলতেন না, বরং ধীর-স্থিরভাবে থেমে থেমে বলতেন যাতে শ্রোতার মস্তিষ্কে তা

১৬. *যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৫শ প্রকাশ, ২০০২খ্রি.), ২/২৭১।*

১৭. *আবূদাঊদ হা/৩৬৬০; তিরমিযী হা/২৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩০। হাদীছটি বহু সূত্র থেকে বর্ণিত এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত।*

১৮. *দারিমী হা/২৭২।*

স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। তিনি দীর্ঘ বাক্যে কথা বলতেন না, বরং যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই বলতেন। যেমন আয়েশা (রা.) উল্লেখ করেছেন, ‘তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী যদি গণনা করতে চাইত, তবে তা করতে পারত’।[১৯] তিনি আরো বলেন, ‘রাসূল (ছা.) তোমাদের মত দ্রুতলয়ে একাধারে কথা বলতেন না, বরং তিনি স্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক শব্দে কথা বলতেন। এতে করে তাঁর কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি (সহজেই) তা মুখস্থ করে ফেলত’।[২০]

(২) রাসূল (ছা.) প্রায়ই তাঁর কথা পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে মানুষের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। আনাস (রা.) বলেন, ‘রাসূল (ছা.) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তিনবার বলতেন, যাতে তা বোঝা যায়’।[২১]

(৩) তিনি বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় এজন্য হাদীছকে বলা হয়েছে ‘হিকমত’।[২২] রাসূল (ছা.) নিজেই বলেন, بعثت بجوامع الكلم، ‘আমি সারগর্ভ বাণী (সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত অর্থবহ) সহ প্রেরিত হয়েছি’।[২৩] সাধারণত যে কোন অলংকারপূর্ণ ভাষা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে এবং মস্তিষ্কে দ্রুত গেঁথে যায়। সুতরাং কাব্যপ্রিয় এবং বিশুদ্ধভাষী আরবজাতির জন্য তা আত্মস্থ করা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

মুখস্থ সংরক্ষণের প্রধান কারণসমূহ :

(১) লেখালেখির প্রচলন না থাকা :

প্রাথমিক যুগে হাদীছ লিখনের পরিবর্তে মুখস্থকরণের অন্যতম কারণ ছিল যে, সেই যুগে আম জনসাধারণ লিখতে বা পড়তে জানত না কিংবা এতে অভ্যস্ত ছিল না।[২৪] সেজন্যে কুরআনে তাদেরকে নিরক্ষর জাতি হিসাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।[২৫] রাসূল (ছা.) নিজেই বলেছেন, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، ‘আমরা হ’লাম নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখতে জানি না, হিসাব করতেও জানি না’।[২৬]

সামান্য যে কয়েকজন লিখতেন, তারাও মূলত মুখস্থকরণের সুবিধার্থে লিখতেন। ১ম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগ পর্যন্ত এই রীতিই চালু ছিল। সে যুগে মক্কা ও মদীনায় কেবল পবিত্র কুরআন ব্যতীত কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া ছিল দুষ্কর। ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বলেন, لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه قال: و لم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه، ‘ইবনু শিহাব আয-যুহরীর (নিজস্ব) লিখিত কোন (হাদীছ) গ্রন্থ ছিল না, তাঁর কওমের বংশ সম্পর্কিত সম্বন্ধকৃত গ্রন্থ ছাড়া। মানুষ তখন কিছু লিখত না, বরং মুখস্থ করত। তাদের মধ্যে যারা লিখতেন, তারা কেবল মুখস্থ করার উদ্দেশ্যেই লিখতেন। অতঃপর মুখস্থ হয়ে গেলে তা মুছে ফেলতেন’।[২৭]

(২) লেখাকে অবমাননাকর মনে করা :

প্রথম শতাব্দী হিজরীর লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে এতটাই স্মৃতিনির্ভর ছিলেন যে, তারা লেখাকে রীতিমত অপমানকর মনে করতেন। যদি কেউ লিখতেনও তবুও বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। কেননা তারা বিব্রতবোধ করতেন এই ভেবে যে, এতে মানুষের কাছে তাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হবে।[২৮] ফলে লেখা তো দূরের কথা, একবার কোন কথা শোনার পর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করাও অনেক সময় তাদের জন্য অস্বাভাবিক গণ্য হ’ত।

খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান শা‘বী (১০০হি.) বলেন, ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا استعدت حديثا من إنسان، ‘আমি না কখনো সাদা কাগজে কালো অক্ষরে লিখেছি, আর না কখনো কোন মানুষের কাছে একবার হাদীছ শোনার পর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেছি’।[২৯]

শা‘বী (১০০হি.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি তাঁর ছাত্র শিবাককে বললেন, يا شباك، أرد عليك، يعني: الحديث؟ ما أردت أن يرد علي حديث قط ‘হে শিবাক! আমি তোমাকে হাদীছ পুনরায় শোনাব? আমি তো কখনই চাইতাম না যে, আমার জন্য কোন হাদীছ পুনরাবৃত্তি করা হোক’।[৩০]

ইমাম মালেক (১৭৯হি.) বলেন, ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) একবার একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। অতঃপর কোন এক রাস্তায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ’ল। আমি তাঁকে তাঁর বাহনের লাগাম ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আবূ বকর (ইমাম যুহরীর উপনাম)! যে হাদীছটি আপনি আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, সেটি পুনরায় আমাকে শোনান। তিনি জবাব দিলেন, তুমি হাদীছ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা কর? আমি বললাম, কেন আপনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেন না? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, লিখতেনও না? তিনি বললেন, না’।[৩১]

আদ-দারিমী (২৫৫হি.) তাঁর ‘সুনান’-এর ভূমিকায় পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা করে কাতাদাহ, মুজাহিদ, আওযাঈ, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনু সীরীন, উবায়দাহ এমন বহু সংখ্যক খ্যাতনামা মুহাদ্দিছদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করতেন।

১৯. *বুখারী হা/৩৫৬৭; মুসলিম হা/২৪৯৩।*
২০. *তিরমিযী হা/৩৬৩৯।*
২১. *বুখারী হা/৯৪, ৯৫।*
২২. *বাক্বারা ২/১২৯, ১৫১, ২৩১; আলে ইমরান ৩/১৬৪, নিসা, ১১৩ প্রভৃতি।*
২৩. *বুখারী হা/৭০১৩; মুসলিম হা/৫২৩।*
২৪. *মুছত্বফা আ‘যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, ১/৪৩।*
২৫. *(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ) জুম‘আ ২।*
২৬. *বুখারী হা/১৯১৩; মুসলিম হা/১০৮০।*
২৭. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/২৭৪।*
২৮. *আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারিমী, দারিমী, তাহক্বীক : হুসাইন সালীম আসাদ (সঊদীআরব : দারুল মুগনী, ২০০০খ্রি.) হা/৪৯৯।*
২৯. *তদেব হা/৪৯৯।*
৩০. *তদেব হা/৪৬৬।*
৩১. *তদেব হা/৪৬৭।*

ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) তাঁর 'জামেউ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের বিরোধী মুহাদ্দিছদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, 'আমি এই পরিচ্ছেদে যাদের কথা উদ্ধৃত করেছি, তারা ছিলেন আরবদের পদাংক অনুসরণকারী। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন মুখস্থকরণের উপর নির্ভরশীল। এটাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। যারা লেখনীকে অপসন্দ করতেন তারা ছিলেন, ইবনু আব্বাস (রা.), শা'বী, ইবনু শিহাব যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদাহ এবং তাদের পদাংক অনুসরণকারী ও বৈশিষ্ট্যধারীগণ। মুখস্থ করাই ছিল তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের কারো জন্য একবার শ্রবণ করাই যথেষ্ট হয়ে যেত। যেমন- ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) বলতেন, আমি বাকী' অতিক্রম করার সময় নিজের কান বন্ধ করে রাখি এই ভয়ে যে, আমার কানে কোন মন্দ কথা ঢুকে যাবে। আল্লাহ্র কসম! আমার কানে এমন কোন কথা কখনো ঢোকেনি যা আমি ভুলে গেছি। আশ-শা'বী (১০০হি.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তারা ছিলেন প্রত্যেকেই আরব। রাসূল (ছা.) বলেন, 'আমরা একটি নিরক্ষর জাতি, লিখতেও জানি না, হিসাবও জানি না'।[৩২]

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আরবরা মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গম ছিল। তাদের কেউ কারো কবিতা একবার শোনাতেই মুখস্থ করে ফেলতেন। ইবনু আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ওমর ইবনু আবী রাবী'আহর কবিতা এক শোনাতেই মুখস্থ করেছিলেন। তবে সময় গড়ানোর সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং লেখনীর আবশ্যকতা প্রতিভাত হ'তে থাকে। এজন্য ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) বলেন, 'আজকের যুগে আর এমন কেউ নেই। যদি লিখিত বই না থাকত, তবে জ্ঞানের অনেক কিছুই বিনষ্ট হয়ে যেত। রাসূল (ছা.) জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। বিদ্বানদের বিরাট সংখ্যক একটি দলও এর অনুমতি দিয়েছেন এবং প্রশংসনীয় কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[৩৩]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বিদ্বানদের মতে, ছাহাবী ও তাবেঈদের একটি দল হাদীছ লেখাকে অপসন্দ করতেন এবং তারা চাইতেন যে, যেমনভাবে তারা নিজেরা হাদীছ মুখস্থ করেছেন, তেমনিভাবে অন্যরাও তাদের কাছ থেকে হাদীছ মুখস্থ করুক'।[৩৪]

(৩) কুরআনের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা :

প্রাথমিক যুগে হাদীছ মুখস্থকরণকে প্রাধান্য দেয়ার অন্যতম কারণ ছিল, কুরআনের সাথে লিপিবদ্ধ হাদীছগ্রন্থের সাদৃশ্য ঘটার আশংকা। কুরআনের সমতুল্য বস্তুর আবির্ভাবকে তাঁরা কুরআনের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। আবূ নাযরা থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে লিখে দিবেন না, যাতে আমরা মুখস্থ করতে পারি? আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন, না, আমি তোমাদেরকে লিখে দেব না এবং তা কুরআনে পরিণত হ'তে দেব না। বরং তোমরা আমাদের নিকট থেকে মুখস্থ কর, যেমনভাবে আমরা রাসূল (ছা.) থেকে মুখস্থ করেছি।[৩৫]

ইবনু মাসঊদ (রা.) জানতে পারলেন যে, লোকদের কাছে একটি কিতাব রয়েছে, যা দেখে তারা চমৎকৃত হয়েছে। তিনি তাদের মাঝে অবস্থানকালেই তাঁর কাছে কিতাবটি আনা হ'ল। ইবনু মাসঊদ (রা.) সেটা পেয়ে মুছে ফেললেন। অতঃপর বললেন, إِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا عَلَى كُتُبِ عُلَمَائِهِمْ، وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ 'তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবরা ধ্বংস হয়েছে। (কেননা) তারা তাদের আলেমদের কিতাবে সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং তাদের প্রভুর কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছিল'।[৩৬]

ইবরাহীম আন-নাখঈ (৯৬হি.) পুস্তিকায় হাদীছ রচনাকে অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, يشبه بالمصاحف 'এটা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে'।[৩৭]

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (৯৪হি.)-কে প্রথম সনদ সহকারে আনুষ্ঠানিক হাদীছ সংকলক বলা হয়। তিনিও কিতাব লেখার পর পুড়িয়ে ফেলেছিলেন কুরআনের সাথে সাদৃশ্য ঘটার ভয়ে। তাঁর পুত্র হিশাম বর্ণনা করেন, হার্রার যুদ্ধের দিন (৬৩হি.) আমার পিতা তাঁর লিখিত কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলেন যাতে তা কুরআনের মত গ্রন্থে পরিগণিত না হয়।[৩৮] পরবর্তীতে তিনি অবশ্য এর জন্য অনুতপ্ত হন এবং বলেন, كنا نقول لا يتخذ كتاب مع كتاب الله فمحوت كتبي فوالله لوددت أن كتبي عندي إن كتاب الله قد استمرت مريرته 'আমরা বলতাম যে, আল্লাহ্র কিতাবের সাথে কোন কিতাব একত্রে থাকতে পারে না। সেজন্য আমার গ্রন্থটি আমি মিটিয়ে ফেলেছিলাম। (এখন) আল্লাহ্র কসম! আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যদি গ্রন্থগুলো আমার কাছে থাকত! আল্লাহ্র কিতাব তো তার আপন গতিতেই চলমান রয়েছে'।[৩৯]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) প্রাথমিক যুগে হাদীছ লিপিবদ্ধ না হওয়ার ৩টি কারণ উল্লেখ করেছেন : (১) কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় ছাহাবীদেরকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যেমনটি ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় পাওয়া যায়। (২) তাদের মুখস্থশক্তির ব্যাপকতা ও চালু মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া (৩) তাদের অধিকাংশেরই লেখনীর ক্ষমতা না থাকা।[৪০] *(ক্রমশঃ)*

---

৩২. মুসলিম হা/১০৮০।
৩৩. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/২৯৪।
৩৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১/২০৮।
৩৫. দারিমী হা/৪৮৭।
৩৬. তদেব হা/৪৮৫।
৩৭. তদেব হা/৪৭৯।
৩৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০খ্রি.), ৫/১৩৭।
৩৯. আবূ নাঈম আল-আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (মিসর : দারুস সা'আদাহ, ১৯৭৪খ্রি.), ২/১৭৬; আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫খ্রি.), ৪০/২৫৮; শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ : ১৯৮৫খ্রি.), ৪/৪৩৬।
৪০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১/৬।

পুলছিরাত : আখেরাতের এক ভীতিকর মনযিল

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুলছিরাতে কাফের-মুশরিকদের অবস্থা :

ক্বিয়ামতের দিন কাফের ও মুশরিকরা পুলছিরাতে ওঠার আগেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ পুলছিরাত অতিক্রমের বিষয়টি কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে যারা মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবের দর্শন লাভ করব? তিনি বললেন, هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ 'মেঘহীন আকাশে চন্দ্র ও সূর্যকে দেখতে তোমাদের অসুবিধা হয় কি?' আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, সেদিন তোমাদের রবকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশপূজারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সঙ্গে। সকলেই তাদের উপাস্যের সঙ্গে যাবে। বাকী থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীরা। নেককার ও বদকার সকলেই এবং আহলে কিতাবের কতক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তরে বলবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়ের-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ্র কোন স্ত্রী নেই এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকবে।

তারপর নাছারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্র কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকবে। অবশেষে বাকী থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীগণ। তাদের নেককার ও বদকার সকলেই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গেছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে আলাদা রয়েছি, যেদিন আজকের চেয়ে তাদের অধিক প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীকে এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সঙ্গে যায়। আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের রবের। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এরপর মহাক্ষমতাশালী আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন। এবার তিনি সেই আকৃতিতে আসবেন না, যেভাবে ঈমানদারগণ তাঁকে প্রথমে দেখেছিল। এসে তিনি ঘোষণা দিবেন, আমি তোমাদের রব, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচয়ের জন্য কোন আলামত আছে কি? তারা বলবে, পায়ের নলা। তখন আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পড়ে যাবে। বাকী থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানোর জন্য সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোভাব নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড কাঠের তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। এরপর তাদের জন্য জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে..'।[১] অত্র হাদীছ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে পুলছিরাত স্থাপনের আগেই কাফের-মুশরিকরা জাহান্নামে নিপতিত হবে।

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আহলে কিতাবের মধ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত উযায়ের ও মাসীহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা পুলছিরাত স্থাপনের আগেই মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর মুশরিকদের মধ্যে যারা মূর্তি, সূর্য, চন্দ্র এবং অন্য কোন কিছুর পূজা করত, তারা দুনিয়ায় পূজিত তাদের উপাস্যদের (?) সাথে প্রথমেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ- 'ক্বিয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের আগে আগে থাকবে ও তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে। আর সেটা হবে অতীব নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা উপনীত হবে' (হূদ ১১/৯৮)।[২]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, أما الكفار الخُلَّصُ فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون عليه، بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط، ويذهبون إلى جهنم ورداً، إنما يصعده المؤمنون فقط، لكن من كان له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم، ويعذب بحسب أعماله 'যারা প্রকৃত কাফের তারা পুলছিরাতে উঠবে না এবং তা অতিক্রমও করবে না; বরং পুলছিরাতে ওঠার আগেই তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হবে দলে দলে। কেবল মুমিনরাই পুলছিরাতে আরোহণ করবে। তবে যার পাপরাশি

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮৩।
২. ইবনু রজব হাম্বলী, আত-তাখবীফু মিনান নার, পৃ. ২২৭।

ক্ষমা করা হয়নি, সে জাহান্নামের আগুনে পড়ে যাবে এবং তাকে তার কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে'।[৩]

তবে একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কাফের-মুশরিকরাও পুলছিরাত পার হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা এটা পার হ'তে পারবে না; বরং সেখান থেকে জাহান্নামে পতিত হবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا– 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দেব এবং সীমালংঘনকারীদের তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) সহ কতিপয় মুফাস্সিরের মতে, অত্র আয়াতে 'যালিম' বলতে মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে।[৪] তবে ইমাম কুরতুবী সহ অন্যান্য মুফাসসিরের মতে, 'যালেম' বলতে কবীরা গোনাহগার মুসলিমদের বুঝানো হয়েছে।[৫] সুতরাং উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীছ থেকে গ্রহণ করলে প্রথম মতটিই সঠিক ও অগ্রগণ্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিভিন্ন হাদীছে প্রায় ত্রিশটির মত কবীরা গুনাহের বর্ণনা এসেছে, যে পাপগুলোর কারণে সেই পাপী ব্যক্তি পুলছিরাত থেকে পিছলে জাহান্নামে পড়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পুলছিরাতে মুনাফিকদের অবস্থা :

পুলছিরাতে মুনাফিকদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ– 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী একক আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষ তখন কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, عَلَى الصِّرَاطِ 'পুলছিরাতের উপর থাকবে'।[৬] এক ইহুদী ঠিক একই প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে করেছিল, কিন্তু তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ 'তারা অন্ধকারের মধ্যে থাকবে, পুলছিরাতে নয়'।[৭]

দুইভাবে অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, দুনিয়ার আকাশ-যমীন ধ্বংসের পর মহান আল্লাহ ভিন্নভাবে নতুন আকাশ-যমীন সৃষ্টি করবেন। কবর থেকে উঠে মানবমণ্ডলী এই যমীনে সমবেত হবে।[৮] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ على أرْضٍ بَيْضاءَ عَفْراءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، ليسَ فيها عَلَمٌ لأَحَدٍ، 'লোকদেরকে ক্বিয়ামতের দিন সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে। সেখানে কারো কোন বিশেষ নিদর্শন থাকবে না'।[৯]

দ্বিতীয়তঃ যারা আক্বীদাগত মুনাফিক, তারা কাফের-মুশরিকদের মত পুলছিরাতে পৌঁছার আগেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। কর্মগত মুনাফিকরা পুলছিরাত পর্যন্ত পৌঁছার পরেও তাদের নূর ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে তারা পার হ'তে পারবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقًا، أَوْ مُؤْمِنًا نُورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، '(ক্বিয়ামতের দিন) মুনাফিক হোক বা মুমিন হোক প্রত্যেক মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে কাঁটাযুক্ত লৌহ শলাকা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সেগুলো পাকড়াও করবে। অতঃপর মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মুমিনগণ মুক্তি পাবেন..'।[১০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلهم من الله إلى الجنة، 'মানুষ যখন অন্ধকারে থাকবে, আল্লাহ তখন (তাদের কাছে) নূর প্রেরণ করবেন। মুমিনরা নূর দেখে সেদিকে ধাবিত হবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই নূরই হবে তাদের জান্নাতে যাওয়ার দলীল'।[১১]

ইমাম ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী (রহঃ) বলেন, وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَفْتَرِقُ الْمُنَافِقُونَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَخَلَّفُونَ عَنْهُمْ، وَيَسْبِقُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَيُحَالُ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ، 'এই অন্ধকারের স্থানে মুনাফিকরা মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। মুমিনরা সামনে অগ্রসর হবে, কিন্তু মুনাফিকরা তাদের থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। তাদের মাঝে প্রাচীর দিয়ে মুমিনদের থেকে পৃথক করা হবে এবং মুমিনদের নিকটে আসতে বাধা দেওয়া হবে'।[১২] যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ

৩. ওছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ২/৪৮৩।
৪. ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান (তাফসীরে ত্বাবারী) ১৮/২৩৮; আল-আমীন আশ-শানক্বীতী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৮/৬১।
৫. তাফসীরে কুরতুবী ১১/১৪১; শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৪০৮।
৬. মুসলিম হা/২৭৯১।
৭. মুসলিম হা/৩১৫।
৮. তাফসীরে কুরতুবী ৯/৩৮৩।
৯. মুসলিম হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৫৫৩২।
১০. মুসলিম হা/১৯১; আহমাদ হা/১৪৭৬৩।
১১. ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/২০৫।
১২. ইবনু আবিল ইয আল-হানাফী, শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবিইয়াহ, পৃ. ৪১৪।

مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ– 'যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা ঈমানদারগণকে বলবে, তোমরা একটু থামো, তোমাদের থেকে কিছু আলো নিয়ে নিই। তখন বলা হবে, পিছনে ফিরে যাও! সেখানে আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। যাতে একটা দরজা থাকবে। যার ভিতরের দিকে থাকবে রহমত ও বাইরের দিকে থাকবে আযাব' *(হাদীদ ৫৭/১৩)*। অত্র আয়াতে আক্বীদাগত মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়নি; বরং আমলগত মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইবাদতে গাফলতি করত এবং ফরয ছালাত আদায়ে অলসতা করত।[১৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَلَمَّا تَوَسَّطُوا الْجِسْرَ عَصَفَتْ عَلَى أَنْوَارِهِمْ أَهْوِيَةُ النِّفَاقِ، فَأَطْفَأَتْ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَصَابِيحِ، فَوَقَفُوا حَيَارَى لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُرُورَ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، 'তারা যখন পুলছিরাতের মাঝামাঝিতে চলে আসবে নেফাক্বীর ঝড়ো বাতাস তাদের নূর উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং তাদের হাতে থাকা প্রদীপ নিভিয়ে দিবে। ফলে তারা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং পুলছিরাত পার হতে সক্ষম হবে না। এমতাবস্থায় ঈমানদার ও তাদের মাঝে এক দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাচীর দাঁড় করানো হবে'।[১৪] আর ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا (তোমরা পিছনে ফিরে যাও! সেখানে আলোর সন্ধান কর)-এর ব্যাখ্যায় ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ارْجِعُوا إِلَى الدُّنْيَا فَخُذُوا من الْإِيمَان نورا تجوزون بِهِ كَمَا فعل الْمُؤْمِنُونَ، 'তোমরা দুনিয়ায় ফিরে যাও এবং ঈমানের নূর নিয়ে এসো, যার মাধ্যমে তোমরা মুমিনদের মতো পুলছিরাত পার হয়ে যেতে পার'।[১৫] তিনি আরো বলেন, পুলছিরাত-পূর্ব অন্ধকার জগতে নূর বণ্টনের সময় মুনাফিকদেরকে বাহ্যিক কিছু আলো দান করা হবে। যেমনভাবে তারা দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে নামমাত্র ঈমান এনেছিল। ফলে পুলছিরাতের কাছে এসে তাদের নূর নিভে যাবে। কিন্তু যারা উপকারী জ্ঞান ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে দুনিয়াতে নূর সংগ্রহ করেছিল, তাদের নূর নিভবে না; বরং তারা সেই ঈমান-আমলের আলো দিয়ে পার হয়ে যাবেন।[১৬]

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আক্বীদাগত মুনাফিক্বরা যেহেতু চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তাই তারা বড় কাফের-মুশরিকদের সাথে আগেই জাহান্নামে নিপতিত হবে। তবে যারা কর্মগত মুনাফিক, তারা পুলছিরাতে উঠলেও মারাত্মক কবীরা গোনাহগার হিসাবে সেখান থেকে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

পুলছিরাতে মুমিন-মুসলিমদের অবস্থা :

ঈমান ও আমলের তারতম্য অনুযায়ী পুলছিরাতে মুমিন-মুসলিমদের অবস্থা তিন রকম হবে। নিম্নে তা বর্ণিত হ'ল-

(১) নিরাপদে অতিক্রমকারী :

যারা তাওহীদপন্থী, পূর্ণ ঈমানদার, সৎকর্মশীল, কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত, মৃত্যুর আগে খালেছ তওবাকারী- তারা নিরাপদে আগুনের তাপ ও স্পর্শ অনুভব না করেই পুলছিরাত পার হয়ে যাবেন। দুনিয়াতে নেক আমলে যিনি যত অগ্রগামী ছিলেন, পুলছিরাতে তার গতিও হবে সেইরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، 'মানুষ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। কতক মুসলিম নিরাপদে তার (পুলছিরাতের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে...'।[১৭] তিনি আরো বলেন, يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْرِ الفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ، 'আগুনের উপর দিয়ে লোকজন অতিক্রম করবে। তারা তাদের আমল অনুপাতে অতিক্রম করতে থাকবে। তাদের প্রথম দল বিদ্যুৎ চমকানোর মতো দ্রুত বেগে পার হয়ে যাবে। পরবর্তী দলটি বাতাসের বেগে, তারপর দ্রুতগামী ঘোড়ার বেগে, তারপর উষ্ট্রারোহীর বেগে, তারপর মানুষের দৌড়ের গতিতে, তারপর হেঁটে চলার গতিতে অতিক্রম করবে'।[১৮]

তাছাড়া দুনিয়াতে যেসব মুমিন বান্দা রোগ-শোক, অপবাদ-নিন্দা ও বিপদাপদে কষ্ট পেয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন সেই কষ্টের প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে পুলছিরাতের কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، 'নিশ্চয়ই যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমাদের নিকট কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা জাহান্নাম হ'তে দূরে থাকবে' *(আম্বিয়া ২১/১০১)*। এই আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا، وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها، 'মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল, তার বিনিময়ে তিনি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবেন। আগুন থেকে বাঁচার জন্য এই জ্বর (রোগ) মুমিনের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ফলে তিনি জাহান্নামে পতিত হবেন না'।[১৯]

---

১৩. আবুস সঊদ আল-ইমাদী, ইরশাদুল আক্বলিস সালীম (তাফসীরে আবিস সা'ঊদ), ২/২৪৬।
১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১/৩৬৪।
১৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ, পৃ. ৩০৯।
১৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমা'উল জুয়ূশিল ইসলামিয়াহ, ২/৮০।
১৭. আহমাদ হা/১১০৮১; ইবনে মাজাহ হা/৪২৮০, সনদ ছহীহ।
১৮. তিরমিযী হা/৩১৫৯; ছহীহাহ হা/৩১১, সনদ ছহীহ।
১৯. তাফসীরে কুরতুবী ১১/১৩৮।

একবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে এক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি রোগীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ، فِي الْآخِرَةِ، 'সুসংবাদ গ্রহণ করো! কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা (রোগ) আমার আগুন, যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে এটা আখেরাতের আগুনের পরিপূরক হয়ে যায়'।[20] অন্যত্র তিনি বলেন, الْحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ 'জ্বর প্রত্যেক মুমিনের জন্য জাহান্নামের একটি অংশ'।[21]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, إذا طُهِّرَ الـمُؤمِنُ من ذُنوبه في الدُّنيا لَم يَجد حَرَّ النَّارِ إذا مَرَّ عليها يَومَ القيامةِ؛ لأنَّ وِجدانَ النَّاسِ لَحرِّها عِندَ الـمُرورِ عليها بحَسَبِ ذُنوبهم، فَمَن طُهِّرَ من الذُّنوب ونُقِّي منها في الدُّنيا جازَ على الصِّراطِ كالبَرقِ الخاطِفِ والرِّيحِ ولَم يَجد شَيئًا من حَرِّ النَّارِ ولَم يُحِسَّ بها، 'দুনিয়াতেই যদি মুমিন বান্দাকে তার পাপ-তাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়, তবে সে ক্বিয়ামতের দিন পুলছিরাত অতিক্রমের সময় জাহান্নামের উত্তাপ অনুভব করবে না। কেননা পুলছিরাতের উপর পাপের পরিমাণ অনুযায়ী মানুষ আগুনের তাপ অনুভব করবে। ফলে দুনিয়াতে যাকে গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র করা হবে, সে ক্ষিপ্র বিদ্যুৎ ও বাতাসের গতিতে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। সে আগুনের উত্তাপের কিছুই টের পাবে না এবং এর উষ্ণতাও অনুভব করবে না'।[22]

(২) ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অক্রিমকারী :

তাওহীদপন্থী মুসলিমদের মধ্যে যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, তারা তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী পুলছিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَى حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ،..وَمَخْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ، 'পুলছিরাত জাহান্নামের দুই তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। তাতে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ কাঁটাসমূহ। মানুষকে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বলা হবে। তাদের কতক ব্যক্তি কাঁটার আঁচড় খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হবে, তারপর নাজাত পাবে..'।[23]

এই দলের লোকদের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেন, الناس من هذا الصنف هم الذين اجترحوا السيئات واكتسبوا الخطايا، فتخطفهم الكلاليب، فتجرح أجسادهم، ثم ينجون بفضل رحمة الله ثم بما قدموه من طاعات في الحياة الدنيا، 'এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে তারাই, যারা পাপ কাজ করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ভুল-ক্রটি করেছে। পুলছিরাতের আঁকড়া তাদেরকে আক্রমণ করবে, ফলে তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হবে। অতঃপর তারা তাদের পার্থিব জীবনের প্রেরিত নেক আমলের কারণে আল্লাহ্র দয়ায় মুক্তি পেয়ে যাবে'।[24]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলই হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ, যেই পথে চলতে ও অবিচল থাকতে আল্লাহ বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই পথের হেদায়াত লাভের জন্য দো'আ করতে বলেছেন। সুতরাং দুনিয়াতে যারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকতে পারবে, তারাই জাহান্নামের উপর নির্মিত পুলছিরাতে দৃঢ় পদে চলতে পারবে। আর যারা পার্থিব জীবনে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকতে পারবে না; বরং প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও সংশয়ের ফেৎনায় নিপতিত হবে, তাদের ফেৎনায় পতিত হওয়ার মাত্রা অনুযায়ী পুলছিরাতের কাঁটা ও আংটা তাদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। যেমনভাবে হাদীছে এসেছে, إِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى، 'পুলছিরাতের কাঁটা হবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বিরাট ও প্রকাণ্ড হবে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। কাঁটাগুলো মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী পাকড়াও করবে। তাদের মধ্যে মুমিন ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে রক্ষা পাবে, আর কেউ শাস্তি ভোগ করে নাজাত পাবে' (*মুসলিম হা/১৮২*)।[25]

(৩) জাহান্নামে পতিত :

পুলছিরাত অতিক্রমকারীদের মাঝে বড় দলটি তাদের পাপের কারণে আটকে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ،...وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ فِيهَا، 'পুলছিরাত জাহান্নামের দুই তীরের সাথে যুক্ত থাকবে। মানুষকে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বলা হবে।...কতক ব্যক্তি সেখানে আটকে যাবে এবং মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[26] নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি কোন

---

২০. *ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৭;*
২১. *মুসনাদে বাযযার হা/১৮২১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৪৭; ছহীহাহ হা/১৮২১; ছহীহুল জামে' হা/৩১৮৭, সনদ ছহীহ।*
২২. *ইবনু রজব হাম্বলী, লাত্বায়েফুল মা'আরেফ, পৃ. ৩২৫।*
২৩. *আহমাদ হা/১১০৮১; ইবনে মাজাহ হা/৪২৮০, সনদ ছহীহ।*
২৪. *আল-মাওসূ'আতুল আক্বাদিয়াহ ৫/১৪।*
২৫. *ইবনু রজব হাম্বলী, আত-তাখবীফু মিনান নার, পৃ. ২৪০।*
২৬. *আহমাদ হা/১১০৮১; ইবনে মাজাহ হা/৪২৮০, সনদ ছহীহ।*

মুমিনকে মুনাফিকী থেকে রক্ষা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের পুলছিরাতের উপর আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না সে কথিত অপবাদ থেকে বের হয়ে আসে'।[২৭] যেমন জিহ্বার পাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، 'হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২৮]

এভাবে যারা দুনিয়াতে নানা রকমের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিল, তারা সেই পাপগুলোর কারণে পিছলে পড়ে যাবে জাহান্নামে। যেমন লোক দেখানো শহীদ, ক্বারী ও দানশীলকে পুলছিরাতের উপর থেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২৯] অনুরূপভাবে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপ, দাইয়ূছ, হত্যাকারী, অপবাদ দানকারী, নিয়মিত জামা'আতে ছালাতের প্রথম কাতার পরিত্যাগকারী, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়নকারী, ছবি অংকনকারী, প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, পর্দাহীনা নারী, গীবতকারী, সম্পদ আত্মসাৎকারী, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী, সূদখোর-ঘুষখোর, হারাম উপার্জনকারী, খেয়ানত কারীসহ প্রভৃতি কবীরা গুনাহে লিপ্ত যারা মৃত্যুর আগে খালেছ তওবা করতে পারেনি- তারা তাদের এ সকল পাপের কারণে পুলছিরাত থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। অতঃপর তাদের পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

এজন্য সালাফে ছালেহীন পুলছিরাতকে খুবই ভয় পেতেন। তাদের দুশ্চিন্তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই পুলছিরাত। বিশর ইবনে মানছূর বলেন, একবার আতা সুলাইমী (রহঃ)-কে খুবই পেরেশান মনে হচ্ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, وَيْحَكَ الْمَوْتُ فِي عُنُقِي، وَالْقَبْرُ بَيْتِي، وَفِي الْقِيَامَةِ مَوْقِفِي، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقِي، وَرَبِّي لَا أَدْرِي مَاذَا يَصْنَعُ بِي، 'হায়! মৃত্যু আমার কাঁধে উপনীত হয়েছে, কবর হবে আমার গৃহ, ক্বিয়ামতের ময়দানে হবে আমার অবস্থান, জাহান্নামের সেতু হবে আমরা রাস্তা। আমি জানি না আমার রব (সেইদিন) আমার সাথে কিরূপ আচরণ করবেন'।[৩০] আবূ মূসা (রহঃ) যখন বাড়ির বাইরে যেতেন, স্বীয় স্ত্রীকে এই উপদেশ দিতেন যে, شُدِّي رَحْلَك، فَلَيْسَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ مَعْبَرٌ 'পরকালের সফরের জন্য তোমার আসবাবপত্র প্রস্তুত করে নাও। কেননা জাহান্নামের সেতু পারাপারের জন্য কোন খেয়াঘাটের ব্যবস্থা নেই'।[৩১]

সর্বপ্রথমে ও সর্বশেষে পুলছিরাত অতিক্রমকারী :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বপ্রথম পুলছিরাত অতিক্রম করবেন। আর উম্মত সমূহের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বপ্রথম তা পার হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، 'অতঃপর জাহান্নামের দুই পার্শ্বদেশে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমাকে সর্বপ্রথম আমার উম্মতকে সাথে নিয়ে পার হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে'।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন, فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَمُرُّ، 'আমি ও আমার উম্মত সর্বপ্রথম (পুলছিরাত) পার হব'।[৩৩] আর উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে গরীব মুহাজিরগণ (فقراء المهاجرين) সর্বপ্রথম জাহান্নামের সেতু পার হয়ে যাবেন।[৩৪]

আর সর্বশেষে পুলছিরাত অতিক্রমকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সর্বশেষে যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে পুলছিরাতের ওপর চলতে থাকবে, একবার মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে এবং আরেকবার আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে। অতঃপর যখন (এ অবস্থায়) সে জাহান্নামের সীমানা অতিক্রম করে আসবে, তখন জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، 'বড়ই কল্যাণময় সেই মহান সত্তা! যিনি আমাকে তোমার থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পিছনের কোন লোককেই তা প্রদান করেননি'।[৩৫] অর্থাৎ সর্বশেষে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়ে পুলছিরাত পার হওয়ার পরে তার মনে হবে যে, আল্লাহ তাকে এই ভীতিকর পুলছিরাত পার হওয়ার তাওফীক দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন মানুষের প্রতিই তিনি সেই অনুগ্রহ করেননি। সুবহানাল্লাহ! তাই তো মহান আল্লাহ পুলছিরাত পার হওয়াকে মহা সাফল্য হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ– 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

---

২৭. আবূদাউদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৬, সনদ হাসান।
২৮. তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩ সনদ ছহীহ।
২৯. মুসলিম হা/১৯০৫; তিরমিযী হা/২৩৮২; নাসাঈ হা/৩১৩৭।
৩০. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৯৩।
৩১. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ক্বাছরুল আমাল, পৃ. ১০৯।
৩২. বুখারী হা/৮০৬; মিশকাত হা/৫৫৮১।
৩৩. ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ ১/২৮৪; যিলালুল জান্নাত হা/৬৩৪; আলবানী সনদটিকে মুসলিমের শর্তে জাইয়িদ বলেছেন।
৩৪. মুসলিম হা/৩১৫।
৩৫. আহমাদ হা/৩৭১৪; মুসলিম হা/১৮৭; মিশকাত হা/৫৫৮২।

পুলছিরাতে ঈমানের আলো :

পুলছিরাত হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভয়ঙ্কর সেতু। সেখানে আলো ছাড়া পার হওয়া সম্ভব হবে না। দুনিয়াতে যার ঈমান ও আমল যত মযবূত ছিল, পুলছিরাত পারাপারের জন্য তিনি তত বেশী আলোপ্রাপ্ত হবেন। আর যার যত বেশী আলো হবে, তিনি তত দ্রুতগতিতে পুলছিরাত পার হয়ে যাবেন। মুমিনদের প্রথম দল এত বেশী আলো প্রাপ্ত হবেন যে, উজ্জ্বলতায় তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করতে থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقًا، أَوْ مُؤْمِنًا نُوْرًا، ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ ...ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِيْنَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُوْنَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوْهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُوْنَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ، ‘মুনাফিক কি মুমিন, প্রতিটি মানুষকেই নূর প্রদান করা হবে। তারপর তারা এর অনুসরণ করবে। অতঃপর (পুলছিরাতে) মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে। আর মুমিনগণ নাজাত পাবেন। প্রথম দল মুক্তি পাবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারা হবে সত্তর হাযার। তাদের কোন হিসাবই নেয়া হবে না। তারপর আরেক দল আসবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত প্রদীপ্ত’।[৩৬]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, ‘তোমরা মাথা উঠাও। অতঃপর তারা মাথা উঠালে তাদের আমল অনুপাতে নূর প্রদান করা হবে। তাদের কেউ এমনও থাকবে যাদের বড় পাহাড়সম নূর প্রদান করা হবে যার আলোতে তারা চলবে। আবার কাউকে তা অপেক্ষা ছোট নূর প্রদান করা হবে। আবার খেজুর গাছ সমতুল্য নূর কারো ডান হাতে প্রদান করা হবে। আবার কাউকে তা অপেক্ষা ছোট নূর প্রদান করা হবে। অবশেষে একজনকে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে নূর প্রদান করা হবে। যা একবার প্রজ্জ্বলিত হবে আরেকবার নিভে যাবে। যখন আলোকিত হবে তখন সে পা উঠাবে এবং নির্বাপিত হ’লে দাঁড়িয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহ তা‘আলা তাদের সামনে অবস্থান করবেন। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুলছিরাত নির্মাণ করা হবে, যা পিচ্ছিল ও তরবারী অপেক্ষা ধারালো। এরপর বলা হবে, তোমরা অতিক্রম করো। তারা নিজেদের নূর অনুযায়ী অতিক্রম করবে। যার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আলো প্রদান করা হবে সে মুখমণ্ডল, পা ও হাতের উপর ভর করে অতিক্রম করতে যাবে। এক সময় সে এক পায়ের ভরে ঝুলে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনের প্রভাব অনুভব করবে। এভাবে চলতে চলতে সে নাজাত পেয়ে যাবে। নাজাত প্রাপ্তির পর সে বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا أَنْ نَجَّانِيْ مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا، ‘সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি আমাকে এমন আলো দিয়েছেন যা আমার দেখার পর অন্য কাউকে প্রদান করেননি’।[৩৭]

পুলছিরাত এত ভয়ংকর হবে যে, মুমিনরা নূর লাভ করার পরেও আরো নূর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাবে। আল্লাহ বলেন, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ‘তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্ব শক্তিমান’ *(তাহরীম ৬৬/৮)*। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور ‘বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার কোন আলো থাকে না’ *(নূর ২৪/৪০)*। মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, إِن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتَّى يخلف جسر جهنم وراءه، ‘জাহান্নামের সেতুকে পিছনে না ফেলা পর্যন্ত মুমিন বান্দার হৃদয় প্রশান্ত হবে না এবং তার ভয়ও দূর হবে না’।[৩৮]

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের ঈমান ও আমলে বরকত দান করেন। দুনিয়াতে ঈমানের পথে অবিচল রেখে পরকালে পুলছিরাত পার হওয়ার পাথেয় হিসাবে পরিপূর্ণ নূর দান করেন। কেননা সেই দিন যার নূর থাকবে না, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না। আমরা যেন নূরপ্রাপ্ত হয়ে নিরাপদে পুলছিরাত পার হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৩৬. *মুসলিম হা/১৯১; আহমাদ হা/১৪৭৬৩।*

৩৭. *হাকেম হা/৩৪২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৯১, ৩৭০৪; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩৫২।*

৩৮. *আর-রিসালাতুল কুশায়রিয়াহ ১/২৫৩।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur

rejaul09islam@gmail.com

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

মাসিক আত-তাহরীক | এপ্রিল ২০২৩ | ২৬তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযীলত

*-ইহসান ইলাহী যহীর**

ভূমিকা : পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন, শাশ্বত, মহাগ্রন্থ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এটি মহাসত্যের সন্ধানদাতা, সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের উৎসমূল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا– 'তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে'।[১]

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে 'কুরআন' এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য। নিম্নে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব আলোকপাত করা হ'ল।-

(ক) কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারী শ্রেষ্ঠ :

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছেন। সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের চাইতে কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীগণ সর্বশেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পরিগণিত। ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ– 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিখায়'।[৩] অতএব কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। আর সর্বোচ্চ কুরআন হিফযকারীকে রাসূল (ছাঃ) আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ– 'নবী করীম (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হ'ল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন'।[৪] অত্র ঘটনায় কুরআনে পারদর্শিতা অর্জনের সম্মান বর্ণিত হয়েছে। যা জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

(খ) প্রকৃত কুরআনধারীরাই আল্লাহওয়ালা :

কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তার আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ও সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কতিপয় আল্লাহওয়ালা রয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা আবার কারা? তিনি বলেন, أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ– 'কুরআন ওয়ালারাই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর নিকটতর'।[৫] অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবেসে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, স্বয়ং আল্লাহ তাকে ভালবাসেন এবং তাকে তাঁর নিকটবর্তী হিসাবে গণ্য করেন।

(গ) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব :

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মাখরাজ সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করলে বা তাজবীদের নিয়ম সমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ না করলে অনেক সময় আয়াতের মর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ধীরে-সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, –وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 'আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমণ্ডিত পন্থায়' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। তিনি আরও বলেন, –وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً 'আর আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে কুরআন নাযিল করেছি' *(ফুরক্বান ২৫/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا– 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুমধুর কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়'।[৬]

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. দারেমী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮।
২. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।
৩. বুখারী হা/৫০২৮; ইবনু মাজাহ হা/২১১।
৪. বুখারী হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/১৬৬৫।
৫. আহমাদ হা/১২৩০১; হাকেম হা/২০৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩২।
৬. দারেমী হা/৩৫৪৪; আহমাদ হা/১৮৫১৭; আবুদাঊদ হা/১৪৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪২; মিশকাত হা/২১৯৯; ছহীহুল জামে' হা/১৩৪৫।

www.at-tahreek.com

(ঘ) কুরআনওয়ালাদের সাথে ঈর্ষা :

মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের বক্তব্য প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুগভীর। একে যথাযথভাবে আয়ত্ত্বকারীগণ মহাপুরুষ। ভালো কাজের আগ্রহ থেকে তাদের প্রতি ঈর্ষা করায় কোন দোষ নেই। তবে কারো প্রতি অন্যায়ভাবে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ– 'কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ- যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, আর সে তা রাত-দিন তেলাওয়াত করে এবং সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় ব্যয় করার সক্ষমতা দিয়েছেন'।[৭]

(ঙ) কুরআনের পরিপূর্ণ হেফাযত যরূরী :

পবিত্র কুরআনের যথার্থ হেফাযত করতে হবে। মুখস্থকৃত সূরা বা আয়াত বারবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا– 'তোমরা কুরআনের যথাযথ হেফাযত ও সংরক্ষণ কর। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও দ্রুত বেগে এ কুরআন চলে যায়'।[৮] অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান না হ'লে কুরআন স্মৃতি থেকে দ্রুত হারিয়ে যাবে।

(চ) রামাযানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত :

রামাযান মাসে হেরাগুহায় কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর (রামাযানে) জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন পাঠের পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু'বার কুরআন পাঠ করেন।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জিব্রীল (আঃ) রামাযান শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি রাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন'।[১০] অতএব রামাযান মাসে অন্তত একবার পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করা উত্তম।

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত :

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানূন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। এর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ইবাদত। এটি মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিবিধ কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আরও কিছু অনুসন্ধান করার পথ দেখায়, যাতে সে এর মাধ্যমে উভয় জাহানে সম্মানিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআন পঠিত কোন সাধারণ বইয়ের মতো নয়। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী। যা তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। তাই নিম্নে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

(১) কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় ছাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য মুমিনের চাইতে কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ– 'যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ'ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ'ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ'ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ'ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত'।[১১]

(২) কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে' বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু

৭. বুখারী হা/৭৩; মুসলিম হা/৮১৬; মিশকাত হা/২০২।
৮. বুখারী হা/৫০৩৩; মুসলিম হা/৭৯১; মিশকাত হা/২১৮৭।
৯. বুখারী হা/৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯।
১০. বুখারী হা/১৯০২; আহমাদ হা/৩৪২৫।
১১. বুখারী হা/৫৪২৭; মুসলিম হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২১১৪।

আবযাকে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَـــوْلًى؟ 'তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?' নাফে' বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِّكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِـــالْفَرَائِضِ، قَـــاضٍ، 'তিনি মহান আল্লাহ্র কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক'। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِـــهِ آخَـــرِيْنَ– 'এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন'।[১২]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, আল্লাহ প্রেরিত কুরআনের উপর ঈমান ও আমলের বদৌলতে মানুষ উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন বিমুখ হ'লে মানুষ উভয় জগতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

(৩) প্রতি হরফে দশ নেকী :

পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ অথবা বিশ্বকোষ নেই, যার একটি হরফ বা বর্ণ পাঠ করলে ১০টি নেকী হয়, কেবল কুরআন মাজীদ ব্যতীত। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করল তার একটি ছওয়াব হ'ল। আর একটি ছওয়াবের পরিমাণ হয় দশ গুণ। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম (তিনটি বর্ণ মিলে) একটি হয়ফ। বরং আলিফ একটি হরফ বা বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ'।[১৩] উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যার ফলে কুরআন থেকে একটি বর্ণ তেলাওয়াত করলে মহান আল্লাহ তাকে দশটি ছওয়াব প্রদান করেন।

(৪) একটি আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত :

প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে কুরআনের ১টি বা দু'টি মাত্র আয়াত শিখলে বহু নেকী লাভ হয়। যেমন উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ : أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ– 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন পসন্দ করে যে, সে প্রতিদিন সকালে মদীনার 'বুতহান' কিংবা মক্কার 'আক্বীক্ব' নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন অন্যায় না করে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অবশ্যই আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত শিখে অথবা তেলাওয়াত করে, যা তার জন্য দু'টি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তেলাওয়াত করবে, সেগুলি তত উটনীর চাইতে উত্তম হবে'।[১৪] উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআন মাজীদের প্রত্যেক আয়াত তেলাওয়াতকারীকে আল্লাহ এভাবে বিশাল প্রতিদান দিবেন।

উল্লেখ্য যে, 'বুতহান' নামক স্থানটি মদীনা থেকে সড়কপথে ১৮.৫ কি.মি. দূরবর্তী একটি উপত্যকা। আর 'আক্বীক্ব' ত্বায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান। যা ইরাকবাসীদের হজ্জের মীক্বাত; মক্কা থেকে উত্তর দিকে 'যাতু 'ইর্ক্ব'-এর সন্নিকটে 'আক্বীক্ব' মক্কা থেকে ৮৩.৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

(৫) আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :

কুরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের উচ্চসম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ– 'কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভাণ্ডার স্বরূপ'।[১৫]

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের দিকে ও আল্লাহ্র দিকে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেকারণ তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহা সম্মানিত হয়।

(৬) গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান মযবূত হয়। অন্তরের মরীচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়।

---

১২. *মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; ছহীহাহ হা/৩৩২৭।*
১৪. *মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০।*
১৫. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬১; মিশকাত হা/৪৮৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪২২, ২২৩৩।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ– '...আর যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে'।[১৬]

(৭) তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয় : পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপসমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হ'ল কুরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إِلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ– 'যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে'।[১৭]

(৮) ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ :

জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করলে এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার ঈমান শাণিত থাকে এবং এ সময়ের যাবতীয় ফিৎনা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَن قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ– 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত'।[১৮]

(৯) প্রশান্তি অবতরণ : কুরআনে আছে শান্তির বার্তা। আছে রহমত প্রাপ্তির দিশা। যেমন বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ– 'জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করছিল এবং তার পাশে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় একখণ্ড মেঘমালা তাকে আচ্ছন্ন করল এবং তার নিকটবর্তী হ'তে লাগল। তখন তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। অতঃপর সে ব্যক্তি সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, তা ছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল'।[১৯] উল্লেখিত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয়। ফেরেশতারা কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য দল বেঁধে দুনিয়ায় নেমে আসেন।

(১০) আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন :

প্রত্যেক কর্মী তার কর্মের বিনিময় পেয়ে থাকে। প্রত্যেক অধস্তন দায়িত্বশীল তার দায়িত্বের জন্য ঊর্ধ্বতনের কাছে দো'আ, পারিতোষিক পেয়ে থাকেন। ঠিক অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ– 'আর যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহ্র ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে রাখে এবং আল্লাহ্র নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না'।[২০]

(১১) কুরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না :

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ– 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক'।[২১] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ– 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়'।[২২]

১৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৪২; বায়হাক্বী শো'আব হা/২০০২; মিশকাত হা/২১৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬৪০।
১৭. আহমাদ হা/১২৪৭৬; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৪১৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৪।
১৮. বায়হাক্বী, আদ-দা'আওয়াতুল কাবীর হা/৫২৬; হাকেম হা/৩৩৯২; মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৩৬।
১৯. বুখারী হা/৫০১১; মুসলিম হা/৭৯৫; মিশকাত হা/২১১৭।
২০. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
২১. দারেমী হা/৩৩১৯, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০০৭৯।
২২. দারেমী হা/৩৩২৩, সনদ ছহীহ-হোসায়েন সালীম আসাদ।

(১২) তেলাওয়াতে সিজদার বিনিময় :

পবিত্র কুরআনে ১৫টি সিজদার আয়াত আছে। যেগুলো পাঠ করলে সিজদা করতে হয়। এ সিজদার অনেক ফযীলত রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، وَفِى رِوَايَةٍ : يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ– 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। অতঃপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হ'ল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হ'ল'।[২৩]

(১৩) সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ :

দক্ষ তেলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তেলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ– 'কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তেলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে'।[২৪]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, যারা দক্ষতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম তারা আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবেন।

(১৪) কুরআন শাফা'আতকারী :

পবিত্র কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করবে। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اِقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ– 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তা শাফা'আতকারী হিসাবে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবে। আর তোমরা আলোকোজ্জ্বল দুই সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু'টি ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে ছায়া দানকারী মেঘখণ্ড সদৃশ 'গামামা' কিংবা 'গায়ায়া' অথবা ডানা প্রসারকারী পাখীর দু'টি ঝাঁকের ন্যায় একত্রিত হয়ে। তারা তেলাওয়াতকারীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা এটি তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতিলপন্থী অলস লোকেরা এই আমল করতে সক্ষম নয়'।[২৫]

নাউয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ : كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তদনুযায়ী যারা আমল করেছে তাদের উপস্থিত করা হবে। আর সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তার সামনে পেশ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সূরা দু'টির জন্য তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলি আমি এখনও ভুলিনি। তিনি বলেন, সে দু'টি (১) মেঘখণ্ডের ন্যায় (২) দু'টি কালো শামিয়ানার ন্যায়। যার মাঝে আলোকবর্তিকা রয়েছে (৩) সে দু'টি যেন ডানা বিস্তারকারী সারিবদ্ধ পাখীর দু'টি ঝাঁক। যারা তেলাওয়াত কারীদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে যুক্তি উপস্থাপন করবে'।[২৬]

(১৫) ছিয়াম ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন :

ছিয়াম ও কুরআন মানুষকে সর্বদা নেকীর কাজে মশগূল রাখে। তাই ছিয়াম ও কুরআন বিশেষভাবে আল্লাহ্র নিকট ছায়েম ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ– 'ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত কবুল কর। অন্যদিকে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত

২৩. মুসলিম হা/৮১; মিশকাত হা/৮৯৫।
২৪. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।
২৫. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০।
২৬. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।

কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে'।[২৭]

(১৬) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ :

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে সর্ব্বোচ মর্যাদা রয়েছে। কুরআনের পাঠক আয়াতসমূহ মুখস্থ রাখার সংখ্যা বরাবর জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا– 'কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করতে, সেভাবে তেলাওয়াত করো। কেননা তেলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে'।[২৮]

(১৭) কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা :

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ– 'কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে'।[২৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولاَنِ : يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খণ্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হ'ল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ'।[৩০]

(১৮) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান :

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، 'বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহ্রই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'।[৩১]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, যথাযথভাবে কুরআন শিক্ষা করা ও সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা মুমিনের জন্য যরূরী। প্রতিদিন কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা ও রামাযানের প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। যা মুখস্থ আছে তা সংরক্ষিত রাখা ও আয়াতগুলির অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, সেইসাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠন করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৭. বায়হাক্বী শো'আব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৪।
২৮. আবুদাঊদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৪; মিশকাত হা/২১৩৪; ছহীহাহ হা/২২৪০।
২৯. বুখারী হা/৪৯৩৭; আহমাদ হা/২৪৮৩২।
৩০. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৭৬৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯।
৩১. আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৮৪৮৪
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

-*আত-তাহরীক ডেস্ক*

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'।[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (*বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩*)-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।*
৩. *আবুদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।*
৪. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*
৬. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।*
৭. *আবুদাঊদ হা/১১৫৩।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
৯. *দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।*
১০. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্‌র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. *বুখারী হা/১।*
১২. *মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।*
১৩. *আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১৪. *বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৫. *মির'আত ৫/৩১।*
১৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।*
১৭. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।*
১৯. *বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।*
২০. *মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।*
২১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।*
২২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

-আত-তাহরীক ডেস্ক

‘যাকাত’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ‘ছাদাক্বা’ অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ’ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– ‘আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে’।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা‘ অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ’লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা‘ বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ’তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন’।[৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য ‘ছাহেবে নিছাব’ অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, **৩. ‘আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু’টি খাতের হকদার হবে, **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা **৮. দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ’তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু’তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ’তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ’ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ’ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ ‘বঙ্গানুবাদ খুৎবা’ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*
৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির‘আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৫. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির‘আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

সাহারী না করা বা সকালের খাবার না খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয়কর

সকালের খাবার না খাওয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে মানুষ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নিউইয়র্কের কার্ডিওভাসকুলার সেন্টারের পরিচালক ফিলিপ সোয়িরস্কি বলেন, ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে যে উপবাস অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যাপার। তবে আমাদের গবেষণা বলছে, উপবাসের কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকিও রয়েছে। এই গবেষণা করতে গিয়ে ইঁদুরদের দু'টি আলাদা দলে ভাগ করা হয়। অতঃপর তাদের উপর অল্প সময় উপবাস এবং ২৪ ঘণ্টা উপবাসের প্রভাব আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। একটি দলকে ঘুম থেকে ওঠার পরই খাবার দেওয়া হয়। অপর দলকে খাবার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এরপর প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর তাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, যে দলটিকে খাবার দেওয়া হয়নি তাদের দেহে শ্বেত রক্তকণিকা বেশ কম। যা দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। হৃদরোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সারের মতো নানা রোগ থেকে মুক্ত রাখে। গবেষকরা দেখতে পান যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসে থাকা ইঁদুরদের শরীরে শ্বেত রক্তকণিকা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। অপরদিকে যারা খাবার পেয়েছিল তাদের দেহে এটি অপরিবর্তিত ছিল।

কাঁচা দুধ পানে হ'তে পারে ব্রুসোলেসিস রোগ

গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গবাদিপশুর দুধ না ফুটিয়ে কাঁচা অবস্থায় খেলে ব্রুসেলোসিস রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ব্রুসেলা নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য দায়ী। এর প্রধান উপসর্গ জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামন্দা ও দুর্বলতা। সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় কক্সবাজারের টেকনাফ উপযেলায় আট জনের মধ্যে ব্রুসেলোসিস রোগ শনাক্ত হয়েছে। গবাদিপশু থেকে ছড়ায় সংক্রামক এই রোগটি। উপযেলার রেসপিরেটরি ডিজিজ হাসপাতালে গত বছর বেশ কয়েকজন রোগী করোনার উপসর্গ নিয়ে আসেন। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ এলেও ঐ রোগীরা বার বার জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তাদের রোগের কারণ নির্ণয়ে ট্রিপল অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। এই টেস্টের মাধ্যমে ব্রুসেলা, সালমোনেলা, রিকেটশিয়া এই তিন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে আইসিডিডিআরবির সহকারী বিজ্ঞানী আইরিন সুলতানা জানান, 'সরাসরি কাঁচা দুধ পান না করে বা কাঁচা দুধে বানানো খাবার না খেয়ে সেই দুধ যদি অন্তত ১৫ মিনিট ফোটানো হয় তাহ'লে এই ব্যাকটেরিয়া মরে যায়'।

কেউ ব্রুসোলেসিস রোগে একবার আক্রান্ত হওয়ার পর যদি সময়মত চিকিৎসা না করান তাহ'লে তীব্র সংক্রমণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। তবে আক্রান্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধরে টানা দেড় মাস অ্যান্টিবায়োটিক খেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। কারণ এর পুরো কোর্স শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

লাউয়ের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

লাউ আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় সবজি, যা অনেকের কাছেই প্রিয় একটি খাবার। লাউ গাছের আগা, ডগা, ফল সবই অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ। দেশের গ্রাম কিংবা শহরের সকল মানুষের কাছে একই সঙ্গে সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর এই সবজিটি এখন প্রায় সারা বছরই চাষ করা হয়। লাউয়ে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান ও পানি থাকার পাশাপাশি এতে উপকারী ফাইবার থাকে। লাউ মাছের তরকারী হিসাবে, নিরামিষ, ভাজি, বড়া কিংবা সালাদ হিসাবেও খাওয়া যায়। এছাড়া লাউয়ের পাতা ও ডগা শাক হিসাবে খাওয়া যায়। আসুন জেনে নেই লাউ-এর উপকারিতা এবং অসাধারণ কিছু পুষ্টি গুণের কথা।

লাউ-এর উপকারিতা :

লাউ নানা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী লাউ-এ খাদ্য উপাদান হ'ল- পানীয় অংশ ৮৩.১ গ্রাম, প্রোটিন ১.১ গ্রাম, শর্করা ১৫.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৬ গ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৪ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, খনিজ পদার্থ ০.৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ১০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ১০.০৩ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.০২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া এতে ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, ওমেগা ৬, ফ্যাটি এসিড আছে। এক্ষণে যে সকল কারণে আমাদের নিয়মিত লাউ খাওয়া উচিত তা আলোচনা করা হ'ল-

ওযন কমতে সাহায্য করে : কম ক্যালরির খাবার হিসাবে লাউ আদর্শ খাবার। লাউয়ে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে এবং খুবই কম ক্যালোরি ও ফ্যাট থাকে যা ওযন কমাতে অত্যন্ত সহায়ক।

রক্তের কোলেস্টেরল কমতে সাহায্য করে : লাউ এ কলেস্টেরল এর পরিমাণ শূন্য, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এতে বিদ্যমান ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমূহ হার্টের জন্যে খুবই স্বাস্থ্যকর। ক্যালরির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও লাউ যথেষ্ট উপকারী।

হজমে সাহায্য করে : লাউয়ে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার এবং পানি থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার খাবার সহজে হজম করতে সাহায্য করে এবং হজম সংক্রান্ত সকল সমস্যা যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা ও এসিডিটির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। যাদের পাইলসের সমস্যা আছে তাদের জন্য লাউ খাওয়া অনেক উপকারী।

শরীর ঠাণ্ডা করে : গরমের কারণে বা ঘামের সময় আমাদের শরীর থেকে যে পানি বের হয়ে যায়, লাউ সেটার অনেকটাই পূরণ করে ফেলে। লাউ এ মূল উপাদান হ'ল পানি(৯৬%) তাই লাউ খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। এজন্য গরমের সময় লাউ খাওয়া উপকারী। বিশেষ করে যারা প্রখর সূর্যতাপে কাজ করেন তাদের হিটস্ট্রোক প্রতিরোধে সাহায্য করে লাউ।

ভালো ঘুম হ'তে সাহায্য করে : লাউ পাতা রান্না বা ভর্তা করে খেলে মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা রাখে এবং ঘুমের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। এই সবজি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা দূর করে পরিপূর্ণ ঘুমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ত্বকের জন্য উপকারী : লাউ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে পেট পরিষ্কার রাখে, ফলে মুখে ব্রণ ওঠার প্রবণতাও কমে যায় অনেকটাই। ত্বকের ভেতর থেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে লাউ, যাদের ত্বক তৈলাক্ত তাদের ত্বকের তৈলাক্ততার সমস্যা অনেকটাই কমে যায় লাউ খেলে।

এছাড়া লাউয়ে থাকা প্রচুর পরিমাণে পানি পেশাবের জ্বালা পোড়ার সমস্যা এবং পেশাবের হলদে ভাব দূর করে। তাই যাদের এইসব সমস্যা আছে তাদের নিয়মিত লাউ খাওয়া উচিত। এছাড়া ডায়রিয়া, উচ্চমাত্রার জ্বর এবং অন্য কোন স্বাস্থ্যসমস্যার কারণে শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে বের হয়ে যাওয়া পানির প্রতিস্থাপনে সাহায্য করে লাউ এবং ডায়াবেটিসের রোগীদের অত্যধিক তৃষ্ণা কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়াও জন্ডিস ও কিডনির সমস্যার সমাধানেও উপকারী ভূমিকা রাখে লাউ।

বেলের উপকারিতা

গরমে ঠাণ্ডা এক গ্লাস বেলের শরবত নিমেষেই প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি বেলের গুণও রয়েছে অনেক। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাশিয়াম।

কচি বেল টুকরা করে কেটে রোদে শুকিয়ে নিলে তাকে বেল শুট বলে। যাদের আলসার আছে, তারা বেল শুটের সঙ্গে পরিমাণ মতো বার্লি মিশিয়ে রান্না করে নিয়মিত খেলে আলসার দ্রুত সেরে যায়। বেল পেট ঠাণ্ডা রাখে। গরমের সময় পরিশ্রমের পর বেলের শরবত খেলে ক্লান্তি ভাব দূর হয়। বেলের ভিটামিন 'এ' চোখের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর পুষ্টি জোগায়। এর ফলে চোখের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বেল পেটের নানা অসুখ সারাতে অত্যন্ত কার্যকর। দীর্ঘমেয়াদি আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগে কাঁচা বেল নিয়মিত খেলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। বেলের শাঁস পিচ্ছিল বলে এই ফল পাকস্থলীর জন্য উপকারী। খাবারও সঠিকভাবে হজম করতে সাহায্য করে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

বেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ, যা মুখের ব্রণ সারাতে সাহায্য করে। যাদের পাইলস আছে, তাদের জন্য নিয়মিত বেল খাওয়া উপকারী। এতে থাকা ভিটামিন 'সি' গ্রীষ্মকালীন বহু রোগবালাই দূরে রাখে।

জন্ডিসের সময় পাকা বেল গোলমরিচের সঙ্গে শরবত করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত বেল খেলে কোলন ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা কমে। সর্দি হ'লে বেলপাতার রস এক চামচ খেলে সর্দি ও জ্বরজ্বর ভাব কেটে যায়।

শিশুরা আজকাল প্যাকেটের জুস ও কোমল পানীয়তে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এসব বাইরের জুস না দিয়ে শিশুদের এই গরমে ঘরে তৈরি বেলের শরবত খাওয়ানো উচিত।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

বিদায়ী রামাযান

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বিদায়ী সালাম জানাই তোমাকে
ওগো রামাযান,
তুমি তো রহমতের অফুরান বারিধি
তুমি তো আল্লাহ্র দান।
নীল সামিয়ানায় চাঁদের প্রতীকে
এসেছিলে তুমি দ্বারে,
পারিনি তোমাকে দানিতে মূল্য
কলুষ ধরণী পরে।
এনেছিলে সাথে পুণ্যের তরণী
পাতকী করিতে ত্রাণ,
মুসলিম মোরা হয়েছি ব্যর্থ
লইতে পুষ্প ঘ্রাণ।
তরণী ভরিয়া এনেছিলে তুমি
আল্লাহ্র রহমত,
শিরক-বিদ‘আত পদানত করি
দেখাতে সত্য পথ।
হে প্রিয় রামাযান!
পাবো কি আমরা প্রেমের পরশ
ভুলে শত অভিমান?
মিলবে কি তুমি আমাদের বক্ষে
আগামীতে এসে ফের?
মিটাবে কি তুমি মন আশা যত
পথ চাওয়া আশিকের?
তরিতে কবরে, মীযানে হাশরে
আল্লাহ্র কাছে গিয়ে,
দয়া করে তুমি সাক্ষ্য দিও
আমাদের সাথে নিয়ে।
বিচার দিবসে আল্লাহ্র সাথে
পেতে চাই সাক্ষাৎ
রাইয়ান নামক তোরণ মাড়িয়ে
যেতে চাই জান্নাত।
হে মাহে রামাযান!
বিচার দিবসে আমাদের তরে
করিও সাক্ষ্য দান।

তোমার দয়ায়

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, ঢাকা।

প্রভু! তুমি করেছ সৃষ্টি ঊর্ধ্বে সপ্ত আকাশ
নিম্নে এই ধরণীতল শীতল সুবাতাস।
করেছ মানুষ সৃষ্টি মাটি দিয়ে সযতনে,
আশরাফুল মাখলূকাত তারা এ ভূবনে।
পাহাড়কে করেছ খুঁটি স্থির দণ্ডায়মান,
যমীনকে করেছ শয্যা উপরে আসমান।
জ্বালিয়েছ উজ্জ্বল দীপ সুনীল আসমানে
মাঠ-ঘাট সবুজ হয় মেঘ বৃষ্টি বর্ষণে।
জীবন করেছ মধুর সুষম জীবিকায়
ঘুমকে করেছ সুখময় রাতের বেলায়।
সবুজ-শ্যামল সুন্দর তোমার দুনিয়ায়
বেঁচে আছি সকলে আমরা তোমার দয়ায়।
প্রভু! রহমতের দরজা মোদের দাও খুলে
রিযিক দাও তুমি সহজ করে ফুলে ফলে।
নেক বান্দাগণ হাত তুলে করে মুনাজাত
তোমার কাছে চায় কল্যাণ সারা দিন-রাত।
প্রভু! মানুষ করেছ সৃষ্টি জোড়ায় জোড়ায়
নানা রঙের নানা বর্ণের, তব গুণ গায়।
দিনে করে তারা জীবিকার্জন রাত্রে ঘুমায়
তোমার যিকির করে সবে সকাল সন্ধ্যায়।

তারাবীহ ছালাত

-গাযী সুমাইয়া
লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ী।

রামাযান মাসের রাত্রিবেলা
তারাবীহ ছালাত পড়া হয়,
এই ছালাতের বিশেষ ফযীলত
ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়।
পড়লে তারাবীহ ঈমানের সাথে
ও ছওয়াবের আশায়
বান্দার বিগত সকল গুনাহ
ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
তারাবীহ ছালাত হ’ল আট রাক‘আত
বিশ রাক‘আত নয়,
আট রাক‘আত তারাবীহ্র দলীল
বুখারী-মুসলিমের হাদীছে রয়।
ওমর (রাঃ)-এর নামে বিশ রাক‘আত চালু
সে বর্ণনা সঠিক নয়।
ওমর (রাঃ) করেন জামা‘আত চালু
রাক‘আত সংখ্যা বাড়ান নাই।
আট রাক‘আত তারাবীহ পড়েছেন
রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ,
বাড়াবাড়ি করলে তাতে
মহান আল্লাহ নারায হন।
সঠিকভাবে ইবাদত করলে
জান্নাতে যাওয়া যায়,
বিদ‘আতী তরীকায় ইবাদত করলে
জাহান্নাম ওয়াজিব হয়।
ছহীহ হাদীছ মোতাবেক মোরা
পড়বো তারাবীহ আট রাক‘আত,
খুশি হয়ে মহান আল্লাহ
মোদের দিবেন নাজাত।

স্বদেশ

পদ্মা পেরিয়ে সঞ্চালন লাইন গেল চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পেল ১২ হাযার পরিবার

পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে শরীয়তপুর ও চাঁদপুর যেলার ৫৭টি গ্রামের ১২ হাযার ৫৫৩টি পরিবার বিদ্যুৎসংযোগ পেয়েছে। গত ৩রা মার্চ পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক নড়িয়ার নওপাড়ায় পদ্মা নদীর ঐ সঞ্চালন লাইনের উদ্বোধন করেন।

শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সূত্রে জানা গেছে, শরীয়তপুরের নড়িয়া উপযেলার চরআত্রা, নওপাড়া, জাজিরার কুণ্ডেরচর, ভেদরগঞ্জের কাচিকাটা এবং চাঁদপুর সদর উপযেলার রাজরাজেশ্বর, মতলবের একলাশপুর ও জহিরাবাদ ইউনিয়ন পদ্মা নদীর চরে অবস্থিত। ঐ ইউনিয়নগুলোর ৫৭টি গ্রামে জনবসতি আছে। গ্রামগুলোয় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌপথ। চরগুলোতে কোন সংযোগ সড়ক না থাকায় সেখানে বিদ্যুতের সংযোগও ছিল না। দীর্ঘ উত্তাল নদী পেরিয়ে বিদ্যুৎসংযোগ স্থাপন করা ছিল দুরূহ কাজ।

২০১৯ সালে শরীয়তপুর-২ আসনের এমপি এনামুল হক চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। পদ্মা নদীর তলদেশ দিয়ে দেড় কিলোমিটার সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রথমে বিদ্যুৎ নেওয়া হয় নড়িয়ার নওপাড়া ও চরআত্রা ইউনিয়নে। পরে নওপাড়ায় ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। ঐ উপকেন্দ্র থেকে ৫৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্রামগুলোয় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চরাঞ্চলে ২৭৮ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

উপমন্ত্রী এনামুল হক এ ব্যাপারে বলেন, কৃষি ও মৎস প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। আশা করি অবহেলিত এ জনপদ আশীর্বাদে রূপ নেবে।

সঊদীতে ওষুধ উৎপাদনে যাচ্ছে বেক্সিমকো

দেশের প্রথম সারির ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস সঊদী আরবে ওষুধ শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। এ ব্যাপারে কোম্পানীটির ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, আগামী বছর সেখানে পুরোপুরিভাবে ওষুধ উৎপাদনে যাবে প্রতিষ্ঠানটি। গত ১১ই মার্চ সঊদী আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মাজিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাসাবীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গাযীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের কারখানা পরিদর্শন করেন। পরে প্রতিষ্ঠানটির কনফারেন্স রুমে এসব কথা বলেন সালমান এফ রহমান। তিনি বলেন, সঊদী আরবে পণ্য উৎপাদন করে যতটা সহজে ও কমমূল্যে বিক্রি করা যাবে, বাংলাদেশ থেকে রফতানি করে ঐ দেশে ততটা সহজে ও কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করা যাবে না। সেজন্যই সেখানে কারখানা স্থাপন করছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। তিনি বলেন, এখানে উভয় দেশেরই বিনিয়োগ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের তথা বেক্সিমকোর বিনিয়োগ বেশী।

সঊদী আরবের আইটি খাত নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, সঊদী আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রশংসা করে বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যবসা এবং প্রযুক্তিতে বেশ এগিয়ে গেছে। বেক্সিমকো ফার্মাসিটিক্যাল পরিদর্শন করে আমার বিশ্বাস হয়নি বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পে এত উন্নতি করেছে'। তিনি বলেন, 'আমি আশাবাদী বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের আরও বেশ কিছু দেশে ওষুধ রফতানির সুযোগ পাবে'।

বিদেশ

জন্মহার না বাড়লে হারিয়ে যাবে জাপান!

জাপানে জন্মহার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এখনই যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহ'লে সমাজ অচল হয়ে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। অন্যদিকে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা যদি এভাবে চলতে থাকি, তাহ'লে দেশ একসময় হারিয়ে যাবে।

বর্তমানে জাপানে জনসংখ্যা সাড়ে ১২ কোটির মতো। গত বছর সেখানে আট লাখের কম শিশুর জন্ম হয়েছে। অথচ ৭০-এর দশকেও দেশটিতে বছরে ২০ লাখের অধিক শিশুর জন্ম হ'ত।

বিশ্বের অনেক দেশই এখন জন্মহার হ্রাসের সংকটে ভুগছে। কিন্তু জাপানের জন্য গত কয়েক দশক ধরে এটি বিশেষ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। গত বছর জাপানে যত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তার প্রায় দ্বিগুণ লোক মারা গেছে। ২০২২ সালে দেশটিতে শিশু জন্ম নিয়েছে আট লাখের কম, কিন্তু মারা গেছে ১৫ লাখ ৮০ হাযারেরও বেশী মানুষ। ফলে সমাজে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য তরুণ কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় কিশিদা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে জন্মহার নিম্নমুখী হওয়ায় দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি সমাজ হিসাবে আমরা চলতে পারব কি-না, তা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে জাপান। এমনটি চলতে থাকলে আমরা সব দিক থেকে চরম বিপর্যয়ে পড়বো। তাই আর দেরি না করে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য যা যা করার দরকার, তা এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

জাপানী প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাসাকো মোরি বলেছেন, জন্মহার ধীরে ধীরে কমছে না, এটি সোজা নিচের দিকে যাচ্ছে। এই বিষয়ে কিছু করা না হ'লে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। শিল্প ও অর্থনৈতিক শক্তি কমে যাবে এবং দেশকে রক্ষার জন্য আত্মরক্ষা বাহিনীতে পর্যাপ্ত লোকবল থাকবে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপান নগদ প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে বেশী সন্তান নিতে উৎসাহিত করছে। তবে বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী, জাপানে শিশু প্রতিপালন খুবই ব্যয়বহুল হওয়ায় দম্পতিরা সন্তান নিতে চান না। জন্মহার বাড়াতে জাপান সরকার এর আগেও এধরনের নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটি থেকেই সাফল্য আসেনি।

ইউওয়া পপুলেশন রিসার্চ অনুসারে, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর জাপানই সন্তান প্রতিপালনের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ। জীবনযাত্রা অত্যন্ত উন্নত হওয়ায় দেশটিতে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রতিবছরই জাপানের জনসংখ্যা কমছে।

[সর্বাগ্রে সন্তান পালনে ব্যয়ভার কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। অতঃপর এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ব্যাপক প্রচারণা ও আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করুন। অন্যেরা এ থেকে উপদেশ হাছিল করুন! (স.স.)]

মুসলিম জাহান

তুরস্কে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ১০ লাখ কোটি টাকা ছাড়াবে

তুরস্কে গত মাসে হওয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্পের জেরে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ১০০ বিলিয়ন বা প্রায় সাড়ে ১০ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য

জানিয়েছে আল-জাযিরা। ইউএনডিপির কর্মকর্তা লুইসা ভিনটনের বক্তব্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের পর থেকে এখন পর্যন্ত সরকারের উপস্থাপিত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত হিসাব অনুযায়ী মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি হবে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আগামী সপ্তাহে বৃহদাকারে দাতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে তুরস্কের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ভয়াবহ এই তথ্য সামনে এলো।

উল্লেখ্য, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তুরস্ক ও সিরিয়ায় ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে ৫২ হাযারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কেবল তুরস্কেই প্রাণ হারিয়েছেন ৪৪ হাযারের বেশি মানুষ। ভূমিকম্পে তুরস্কে সোয়া ৪ লাখ ইউনিট সম্বলিত ১ লাখ ৭৩ হাযার ভবন ধসে গেছে বা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যা ভেঙে ফেলা ছাড়া ব্যবহারের কোনো উপায় নেই।

জাতিসংঘের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিগত শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে দেড় কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এসব অঞ্চলে অন্তত ৫ লাখ নতুন বাড়ি তৈরি করা প্রয়োজন।

[ভূমিকম্প আল্লাহ প্রদত্ত সতর্ক বার্তা। যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যেকোন মুহূর্তে আমাদের অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলায় মিশে যেতে পারে। আমাদের জিডিপি যত বেশীই হৌক না কেন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যত উন্নতই হৌক না কেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনকিছুই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তিনি যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, কাউকে বিপদে ফেলতে চান দুনিয়ার কোন শক্তি নেই যে তা প্রতিরোধ করতে পারে। তাই আমাদেরকে সর্বাগ্রে আখেরাত মুখী ও আল্লাহভীরু হ'তে হবে। (স.স.)।

এশিয়ার ৫ দেশের চেয়ে হজ্জের খরচ বেশী বাংলাদেশে

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের চাইতে বাংলাদেশে হজ্জের খরচ সবচেয়ে বেশী। ঐসব দেশে হজ্জের জন্য সরকার থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সরকার তো কোন ভর্তুকি দেয়না, বরং বিমানের সারা বছরের লোকসান হজ্জ মৌসুমে 'আল্লাহ্‌র মেহমান'দের গলা কেটে পুষিয়ে নেয়। মালয়েশিয়ার সরকারী দু'টি প্যাকেজের একটি সোয়া দু'লাখ টাকা, অন্যটি আড়াই লাখ টাকা। ইন্দোনেশিয়ায় সরকারী হজ্জ প্যাকেজ খরচ সাড়ে তিন লাখ টাকা। ভারতে সরকারী হজ্জ প্যাকেজ চার লাখ টাকা। অথচ বাংলাদেশ থেকে এবার হজ্জে যেতে লাগবে ৬ লাখ ৮৩ হাযার টাকা। আর বেসরকারী হজ্জ প্যাকেজ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৭৩ হাযার টাকা। গত বছর সরকারীভাবে হজ্জে যাওয়ার খরচ ধরা হয়েছিল ৫ লাখ ২৭ হাযার ৩৪০ টাকা এবং কুরবানী ছাড়া প্যাকেজের খরচ ছিল ৪ লাখ ৬২ হাযার ১৪৯ টাকা। অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে এ বছর হজ্জের খরচ দেড় লাখ থেকে ২ লাখ ২১ হাযার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৭ জুন হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২৭ হাযার ১৯৮ জন হজ্জ করতে পারবেন। এর মধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ১৫ হাযার এবং অবশিষ্ট ১ লাখ ১২ হাযার ১৯৮ জন বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় সুযোগ পাবেন।

যেন নিজের ঘরে ফিরে এলাম : ইসলাম গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক ধর্মযাজকের মন্তব্য

'যেন নিজের ঘরে ফিরে এলাম' বললেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ক্যাথলিক ধর্মযাজক সাঈদ আব্দুল লতীফ (পূর্ব নাম : হিলারিয়ান হেইগি)। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি নিজের ফেসবুক পেইজে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে মন্তব্যটি করেন। হিলারিয়ান হেইগি ২০০৩ সালে অ্যান্টিওকিয়ান অর্থোডক্স চার্চের আনুগত্য গ্রহণ করেন। পরে ২০১৭ সালে পূর্ব ক্যাথলিক চার্চে যোগদান করেন। তার আগে উইসকনসিনের সেন্ট নাজানিয়ানের হোলি রিজারেকশন মানাস্টেরি থেকে বাইজেন্টাইন ক্যাথলিক যাজক-সন্ন্যাসী হওয়ার বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ফেসবুকে তিনি বলেন, 'কয়েক দশক যাবৎ ধারাবাহিকভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর অবশেষে আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম'।

তিনি আরো বলেন, 'এটি ঘটারই ছিল। যখন আমি ক্যাথলিক চার্চে ছিলাম, তখন একজন ধর্মযাজক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলা সম্ভব ছিল না। অবশেষে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দান করলেন এবং আমি গোপনে মুসলিম হিসাবে জীবনযাপন করছিলাম।

ঐ ঘোষণায় তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আ'রাফের ১৭২ আয়াতের অর্থও জুড়ে দেন। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা সাক্ষী রইলাম। যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে জানতাম না'।

সাঈদ আব্দুল লতীফ জানান, 'তিনি মুসলিমদের থেকে যে আতিথেয়তা পেয়েছেন, তা ছিল অসাধারণ। আমার জীবনে এর আগে কখনো আমি এরূপ আতিথেয়তা দেখিনি'। ইসলামে প্রবেশের অনুভূতি জানিয়ে তিনি বলেন, 'ঈমানকে এখন গভীরভাবে অনুধাবনের সময় এসেছে। ইসলামে প্রবেশের ঘোষণার পর থেকে আমার ম্যাসেজ বক্স শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গেছে। আর রিংটোন তো বেজেই যাচ্ছে'। তাঁর মুসলিম হওয়ার খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের কেউ কেউ তাকে আখ্যায়িত করছেন 'ধর্মদ্রোহী' হিসাবে।

[আমরা নওমুসলিম ভাই সাঈদ আব্দুল লতীফকে ইসলাম কবুল করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ তাকে সত্যের উপর আমৃত্যু দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন! যারা 'ধর্মদ্রোহী' বলছে তাদের জানা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও 'ধর্মত্যাগী' 'পাগল' 'জাদুগ্রস্থ' ইত্যাদি বলা হয়েছিল। কেননা মিথ্যাশ্রয়ীরা কখনো সত্যাশ্রয়ীদের সহ্য করতে পারে না। (স.স.)]

রামাযান উপলক্ষ্যে ৯০০ পণ্যের দাম কমাল কাতার; ১০ হাযার পণ্যের মূল্য ৭৫% কমালো আরব আমিরাতের সুপারশপ মালিকেরা

এ যেন পণ্যের দাম কমানোর প্রতিযোগিতার মাস। হ্যাঁ রামাযান মাস এলেই আরব দেশগুলোতে নিত্য পণ্যের দাম কমানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অনেক দোকানী এসব খাবার ফ্রীও দেন। তারা দোকানের সামনে পণ্যগুলো রেখে দেন এবং গায়ে লিখে দেন আপনার প্রয়োজনীয় পণ্য নিতে পারেন। মূল্য দিতে হবে না।

প্রতি বছরের মতো এবারও রামাযান উপলক্ষে ৯০০ পণ্যের দাম কমালো কাতার। ২০২১ সালে দেশটি প্রায় ৬৫০ পণ্যের দাম কমিয়েছিল, ২০২২ সালে কমিয়েছিল আট শতাধিক পণ্যের। এর ধারাবাহিকতায় এবার কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইতিমধ্যে দেশটিতে নয় শতাধিক পণ্য বিশেষ মূল্যছাড়ে বিক্রি শুরু হয়েছে। চলবে রামাযান শেষ হওয়া পর্যন্ত।

দেশটির বড় বড় খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে জানিয়েছে কাতার সরকার।

যেসব পণ্যের দাম কমানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চাল, ময়দা, নুডুলস, দই ও দুগ্ধজাত পণ্য, সিরিয়াল ও কর্নফ্লেক্স, গুঁড়ো দুধ ও কনডেন্সড মিল্ক, রান্নার তেল, মাখন, পনির, জুস, চিনি, কফি, লবণ, খেজুর, বোতলজাত পানি, টিস্যু পেপার, ডিটারজেন্ট পাউডার, পেস্ট্রি, লেবু, হিমায়িত শাকসবজি, মুরগি, ডিম, গোশত, টমেটোর পেস্ট, চা, ঘি, খামির, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যপণ্য, আবর্জনা ব্যাগসহ আরও অনেক কিছু।

এদিকে আরব আমিরাতের হাইপার মার্কেট ও সুপার শপ মালিকরা ১০ হাযারের বেশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য ৭৫ শতাংশ হ্রাস করার ঘোষণা দিয়েছে।

[অন্যেরা পারলে আমরা কেন পারব না? রামাযানের সম্মানে এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের অবশ্যই দ্রব্যমূল্য কমানো উচিত (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

২০২২ সালে পাওয়া গেছে ২০০ গ্রহের সন্ধান

মহাকাশে বিজ্ঞানীরা ২০২২ সালে নতুন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করে চমকে দিয়েছেন। পৃথিবীর সৌরজগতের বাইরে গত বছর ২০০ নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। একে মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আবিষ্কার বলা হচ্ছে। গত বছরের শুরুতে সৌরজগতের বাইরে আবিষ্কৃত গ্রহের মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ হাযারের কম। কিন্তু বছরের শেষ দিকে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ হাযার ২৩৫টিতে। তবে এসব গ্রহের মধ্যে ৪ শতাংশ পৃথিবী ও মঙ্গলের মতো পাথুরে।

সৌরজগতের বাইরে গ্রহ বা এক্সোপ্লানেট আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে নাসার জেমস ওয়েব মহাকাশ টেলিস্কোপ। হাবল টেলিস্কোপের পর মহাকাশে পাঠানো সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ এটি। তবে হাবল টেলিস্কোপটি এখন সক্রিয় রয়েছে। এ টেলিস্কোপ থেকেও নতুন নতুন তথ্য পাচ্ছেন গবেষকেরা। তবে গত জুলাই মাসে কার্যক্রম শুরুর পর জেমস ওয়েব টেলিস্কোপটি একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপটির উত্তরসূরী হিসাবে তৈরি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ তৈরিতে ১ লাখ কোটি টাকারও বেশী খরচ করেছে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করছে টেলিস্কোপটি। এটি পৃথিবী থেকে ১০ লাখ মাইল দূরে অবস্থিত। নাসার বিজ্ঞানীরা এই টেলিস্কোপ ব্যবহার করে পাওয়া ১ হাযার ৩০০ কোটি বছর আগের মহাবিশ্বের এক রঙিন ছবির বিষয়টি সামনে আনেন।

[এভাবে বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাবে, কুরআনের সত্যতা ততই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সর্বাবস্থায় আমরা বলব, 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক' (স.স.)]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৪৪ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

১. পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হৌন!
২. হাসিমুখে আল্লাহ্র দীদার লাভে প্রস্তুত হৌন!
৩. সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যে থাকুন!
৪. সর্বতোভাবে হারাম বর্জন করুন!
৫. পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি করুন ও সংগঠনকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় গড়ে তুলুন।
৬. রামাযানে বেশী বেশী তেলাওয়াত ও ছাদাক্বা করুন!
৭. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' (৩য় সংস্করণ ২০২৩) এবং 'তরজমাতুল কুরআন' বেশী বেশী পাঠ করুন!

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৩৩তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩৩তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দান সহ ৪টি ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমা'২৩-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : বাদ আছর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল। অতঃপর স্বাগত ভাষণ দেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর গত এক বছরে মৃত্যুবরণকারী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও উপদেষ্টাদের ৬ জন এবং অসুস্থ ১১ জনের নাম-পরিচয় উল্লেখ করে দো'আ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে এখানে দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

অতঃপর রাত দেড়টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (ঈমানের স্বরূপ)। (২) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (বিবর্তনবাদ : বস্তুবিজ্ঞানের এক চরমতম ভ্রান্ত মতবাদ)। (৩) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভ্রান্ত গতিপথ ও ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা)। (৪) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা (তাক্বলীদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও রাজনীতিই ধর্ম : তিনটি মতবাদ)। (৫) 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, রাজশাহী (সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের ভূমিকা)। (৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুরের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (মানহাজ অনুসরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা)। (৭) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী (ফিরক্বাবন্দী বনাম আহলেহাদীছ)। (৮) মাওলানা মুখলেছুর রহমান, রাজশাহী (আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং এর গুরুত্ব)। (৯) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (বিজাতীয় সংস্কৃতি রোধে ইসলাম : দিবস পালন, নববর্ষ পালন, বিবাহে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি) ও (১০) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (মৃত্যুকে স্মরণ)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ : বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা বাক্বারাহ্র ২১৩ ও ২১৪ আয়াতের উপর 'নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে ১ ঘণ্টা সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর : মূল প্যাণ্ডেলে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (লোকমান-এর উপদেশ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্ব)। একই সময়ে দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'দরসে হাদীছ' পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (কৃলবে সালীম অর্জনের উপায়)। একই সময় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ছোট মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, কুষ্টিয়া (সূরা আছরের শিক্ষা)।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন (১) হাফেয আব্দুল মতীন, মারকায (স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য)। (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাতক্ষীরা (সমাজ সংস্কারে ত্যাগী কর্মীর প্রয়োজনীয়তা)। (৩) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যশোর (তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব)। (৪) কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা, রাজশাহী (ইবাদতে ইখলাছের অপরিহার্যতা)। (৫) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর, মারকায (হাফাবা-এর বই সমূহের গুরুত্ব)। (৬) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (আহলেহাদীছ আন্দোলনের চার দফা কর্মসূচী)। (৭) 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, মারকায (আল-'আওনে'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা)। (৮) কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মারকায (ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ)। অতঃপর তারা শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

জুম'আর খুৎবা : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত (পুলছেরাত পার হওয়ার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন) বিষয়ে এবং মারকাযের জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, মেহেরপুর (আহলেহাদীছ আন্দোলন পরকালীন মুক্তির আন্দোলন) বিষয়ে এবং মহিলা মাদ্রাসা ময়দানে খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (ছবর ও শুকরিয়া : সুখময় জীবন লাভের দুই মাধ্যম) বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ও মহাসড়কে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা শ্রবণ করেন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

এদিন আছর ছালাতের পর থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে, (১) অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, নরসিংদী (আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের গুরুত্ব এবং দাওয়াতী ময়দানে সংগঠনের অপরিহার্যতা)। (২) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টনের গুরুত্ব ও না করার পরিণতি)। (৩) মারকাযের সাবেক ছাত্র ড. আব্দুল্লাহিল কাফী, চাঁপাই (হিংসা ও অহংকার : মুসলিম ঐক্যের অন্ত রায়)। (৪) আবুল কালাম, জয়পুরহাট (যুবসমাজের অধঃপতন রোধে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভূমিকা)। বাদ মাগরিব বক্তব্য পেশ করেন (৫) ড. নূরুল ইসলাম, মারকায (বাংলাদেশে ইসলামের আগমন : প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত ইতিহাস)। (৬) ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে)। (৭) অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (নেতৃত্ব ও আনুগত্যের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা : পরিবার থেকে রাষ্ট্র)।

অতঃপর বাদ এশা বক্তব্য পেশ করেন, (৮) ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ)। (৯) হাফেয

মুহাম্মাদ আখতার (আহলেহাদীছের আক্বীদা ও মানহাজ)। (১০) ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ, ঢাকা (সমাজ জীবনে ইসলামী আদব-আখলাক চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি)। (১১) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, খুলনা (ছূফীবাদ ও ইসলাম), (১২) আফযাল হোসাইন, নওগাঁ (পর্দার প্রয়োজনীয়তা)। (১৩) হাফেয শামসুর রহমান, ঢাকা (জাহান্নামের ভয়াবহতা) ও সবশেষে (১৪) মাওলানা আবুবকর, রাজশাহী (জান্নাতের নে'মত সমূহ)।

আমীরে জামা'আতের ২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন রাত ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত অবলম্বনে 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য সমূহ : (১) উনায়যা ইসলামিক সেন্টার, আল-ক্বাছীম সঊদী আরবের সাবেক দাঈ মুহাম্মাদ রশীদ, সিলেট। (২) আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ, সঊদী আরবের সভাপতি শামসুল আলম, বরিশাল। (৩) লণ্ডন প্রবাসী বুরহানুদ্দীন আহমাদ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উদ্বোধনপূর্ব বক্তৃতা সমূহ : বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা শুরু হওয়ার ঘোষণা থাকলেও কর্মী ও সুধীগণ দু'দিন আগে মঙ্গলবার থেকেই আসতে শুরু করেন। ফলে বুধবার ফজরের পর থেকেই মারকাযের দুই মসজিদে দরসের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু হয়ে যায়। অতঃপর অনানুষ্ঠানিকভাবে ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকে ট্রাক টার্মিনালের মূল প্যাণ্ডেলে আলোচনা শুরু হয়। যা যোহর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে। এসময় বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে, (১) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, মারকায (সততা ও আমানতদারিতা : মুমিনের দুই অনন্য বৈশিষ্ট্য)। (২) হাফেয আব্দুল মতীন (কবরের প্রস্তুতি কিভাবে নিবেন?)। (৩) রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (নফল ইবাদতের গুরুত্ব)। (৪) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির (দ্বীনের দাওয়াতে ছবর ও ইস্তিক্বামাতের গুরুত্ব)। (৫) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সোহাইল আহমাদ (হালাল রূযী)। (৬) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (মাদকতা প্রতিরোধে ইসলাম)। (৭) রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মতীউর রহমান (জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়)। (৮) গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাবীবুল্লাহ (তৃণমূল পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াতে আমাদের করণীয়)। (৯) জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইসমাঈল (খৃষ্টান মিশনারী, এনজিওদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়)। (১০) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (শিরক ও বিদ'আতের ভয়াবহতা প্রতিরোধে যুবসংঘে'র ভূমিকা)। (১১) বরিশাল-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইব্রাহীম কাওছার সালাফী (দাওয়াতী ময়দানে সামাজিক বাধা ও আমাদের করণীয়)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ : ইজতেমার শেষ দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩৩তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ : ২য় দিন বাদ এশা আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন জানান।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) এ সম্মেলন তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত সকল মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমাবেদনা জ্ঞাপন করছে। সাথে সাথে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(৩) এ সম্মেলন দেশে ক্রমবর্ধমান ঘুষ-দুর্নীতি ও জুয়া-হাউজী বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৪) সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে ন্যায় ও ইনছাফ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালুর দাবী জানাচ্ছে।

(৫) এ সম্মেলন রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং সরকারী অফিসের সামনে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী শহীদ মিনার ও মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধ করার জোরালো দাবী জানাচ্ছে।

(৬) শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের চলমান সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী বিষয় সমূহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সাথে সাথে লেখক প্যানেল থেকে ইসলাম বিদ্বেষী ও হিন্দুত্ববাদী লেখকদের অপসারণ করতে হবে।

(৭) জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনে এবং যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য মদ-জুয়ার অবাধ সয়লাব এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি বিশেষ করে ভারতীয় চ্যানেল সমূহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

(৮) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[ইজতেমার সমাপনী বক্তব্য কয়েকটি প্রস্তাবসহ ২৬ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাব ৮ম পৃষ্ঠার ৫-৬ কলামে ইজতেমার ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

২. প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভা : ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৭-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর প্রবাসী সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি রাক্বীবুল ইসলাম। অতঃপর বক্তব্য রাখেন, 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' রিয়াদ-এর সভাপতি শামসুল আলম (বরিশাল), সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম (কুমিল্লা), লণ্ডন প্রবাসী বুরহানুদ্দীন আহমাদ (পিরোজপুর), ড. মুযযাম্মেল হক (পাবনা) ও আব্দুল মুন'ইম (সিলেট), মাসঊদ শিকদার (কিশোরগঞ্জ), আবু সারাহ (ঢাকা)। সবশেষে অতিথি ধন্যবাদ দিয়ে ভাষণ দেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

৩. ইমাম ও ওলামা সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৮-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে ওলামা ও ইমাম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন 'সমিতি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মারকায। অতঃপর ভাষণ দেন 'সমিতি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

৪. যুব সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এছাড়াও ভাষণ দেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, খুলনা। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ঝিনাইদহ; সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর; দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, মারকায প্রমুখ।

যেলা সভাপতি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আলী (২) বরিশাল যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান (৩) গাযীপুর-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইমরান (৪) ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হোসাইন কবীর (৫) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (৬) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (৭) দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ডা. সাইফুর রহমান (৮) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক (৯) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি রবীউল ইসলাম।

যুবসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, তোমাদেরকে অবশ্যই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে, ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তিই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। আল্লাহ তোমাদেরকে সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন! সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

৫. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩ (অনলাইন) :

গত বছরের ন্যায় এবারও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে অনলাইনে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মাসিক আত-তাহরীকের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত কারাগার-পূর্ব সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ হ'তে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ পর্যন্ত প্রকাশিত ৭৯টি সম্পাদকীয় সংকলন বই দিগদর্শন-১ এবং কারামুক্তির পর অক্টোবর ২০০৮ হ'তে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত লিখিত ৭২টি সম্পাদকীয় সংকলন বই দিগদর্শন-২ (সর্বমোট ১৫১টি সম্পাদকীয়)। বয়স ও পেশা নির্বিশেষে উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিন জন হ'লেন (১) নাজমুল হোসাইন, নোয়াখালী (২) রেযওয়ান ছিদ্দীক ছিয়াম, দিনাজপুর সদর (ছাত্র, দশম শ্রেণী, মারকায) ও (৩) খায়রুল ইসলাম, নাটোর।

অতঃপর বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ'লেন (১) মুছাদ্দেক হোসাইন (৯ম শ্রেণী, মারকায) (২) জাহাঙ্গীর আলম, (ছাত্র, ইবি, কুষ্টিয়া) সাতক্ষীরা (৩) মুহাম্মাদ আবু ত্বালহা (৯ম শ্রেণী, মারকায) (৪) মাহফূয আলম, চাঁপাই (৫) আতীকুর রহমান যাকারিয়া (৯ম শ্রেণী, মারকায) (৬) সুমাইয়া জান্নাতী, রাজবাড়ী (৭) মাহবূবা রহমান মাহী, ঢাকা (৮) আব্দুল্লাহ শাহেদ, খুলনা (৯) মা'রূফা খাতূন (ছাত্রী, দাওরায়ে হাদীছ, বালিকা শাখা, মারকায) ও (১০) মাহফুযুর রহমান (১০ম শ্রেণী, মারকায)। ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার 'যুব সমাবেশে'র মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অতিথিগণ।

৬. আহলেহাদীছ পেশাজীবী সমাবেশ : শুক্রবার বাদ আছর মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার, ফেনী) রাজশাহী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন 'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত (বারডেম, ঢাকা) কুষ্টিয়া। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন, 'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারিক আহমাদ (এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বুয়েট) নাটোর। শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শরীফুল আলম (ব্যবস্থাপক, রাজস্ব বিভাগ, স্টারলিংক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ঢাকা) রাজশাহী।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' -এর চেয়ারম্যান। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি ডা. আ.ন.ম সাইফুল ইসলাম নাঈম, লণ্ডন প্রবাসী বুরহানুদ্দীন আহমাদ, পিরোজপুর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাহিবুল হোসাইন, কুমিল্লা।

৭. বায়'আত অনুষ্ঠান : ইজতেমার দু'দিনে ৯টি যেলা থেকে ১৭ জন 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশের পর বায়'আত গ্রহণ করেন। এছাড়া ইজতেমার ২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আম বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কেবল ইচ্ছুক ভাই-বোনেরা সরাসরি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বায়'আত নেন।

৮. ইজতেমার পরিচালক বৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (২) সাংগঠনিক সম্পাদক (৩) প্রচার সম্পাদক (৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং (৫) প্রশিক্ষণ সম্পাদক।

৯. সঞ্চালক বৃন্দ : (১) ড. নূরুল ইসলাম, মারকায (২) আব্দুর রশীদ আখতার (৩) আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা (৪) আব্দুল মান্নান, রাজশাহী (৫) রবীউল ইসলাম, মারকায (৬) ড. মুখতারুল ইসলাম, মারকায এবং (৭) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ঢাকা।

১০. মুওয়াযযিন বৃন্দ : (১) খালিদ (ছাত্র, মারকায) বৃহস্পতিবার ফজর প্যাণ্ডেল; (২) মুযযাম্মিল হক (ছাত্র, মারকায) যোহর; (৩) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, আছর; (৪) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) মাগরিব; (৫) ইরতিযা আবরার (খুলনা) এশা

(৬) রোকনুয্যামান (মেহেরপুর) ২য় দিন ফজর; (৭) আব্দুল বারী (ছাত্র, মারকায) জুম'আ প্যাণ্ডেল; (৮) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) জুম'আ বড় মসজিদ; (৯) নাফীয ইকবাল (ছাত্র, মারকায) আছর; (১০) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) মাগরিব; (১১) আব্দুল বারী (ছাত্র, মারকায) এশা (১২) শাহীনুর রহমান (শিবগঞ্জ, চাঁপাই) শেষ দিন শনিবার ফজর।

১১. ইমামগণ : (১) হাফেয রবীউল ইসলাম (শিক্ষক, মারকায) বৃহস্পতিবার ফজর প্যাণ্ডেল; (২) ক্বারী জাহাঙ্গীর (শিক্ষক মক্তব বিভাগ, মারকায) যোহর; (৩) হাফেয মশীউর রহমান (শিক্ষক হিফয বিভাগ, মারকায) আছর; (৪) হাফেয লুৎফর রহমান (পরিচালক, হিফয বিভাগ, মারকায) মাগরিব; (৫) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সহকারী পরিচালক, হিফয বিভাগ, মারকায) এশা; (৬) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার ২য় দিন ফজর; (৭) আমীরে জামা'আত, জুম'আ (৮) ক্বারী আব্দুর রহীম (শিক্ষক মক্তব বিভাগ, মারকায) আছর; (৯) হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (ঢাকা) মাগরিব; (১০) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, এশা; (১১) আমীরে জামা'আত, শনিবার ফজর।

১২. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) হাফেয আব্দুল্লাহ ছাকিব (ছাত্র মারকায) (২) ক্বারী আব্দুল আউয়াল (শিক্ষক, মারকায); (৩) আব্দুল্লাহ বিন হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (ছাত্র, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়); (৪) ইরতিযা আবরার (খুলনা); (৫) হাফেয হোসাইন (ছাত্র, মারকায); (৬) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর); (৭) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

১৩. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, জয়পুরহাট (২) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, ঢাকা (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাতক্ষীরা (৪) ইয়াকূব আলী, মেহেরপুর (৫) রাক্বীবুল ইসলাম (ঐ)। (৬) কেরামত আলী, পাবনা (৭) হাফেয আব্দুল আলীম, দিনাজপুর (৮) সাইফুল ইসলাম (ঐ)। (৯) তানভীরুয্যামান, মেহেরপুর (১০) আবু রায়হান, সাতক্ষীরা (১১) বুরহানুদ্দীন (ঐ)। (১২) যহূরুল ইসলাম (ঐ)। (১৩) আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ, কুমিল্লা।

১৪. প্যাণ্ডেল : গতবারের ন্যায় এবারও মহিলা প্যাণ্ডেল হয়নি। এতদ্ব্যতীত মোট ৪টি প্যাণ্ডেল হয়। (১) ট্রাক টার্মিনালে মূল প্যাণ্ডেল (২) মহিলা মাদ্রাসা ময়দান (৩) মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দান ও (৪) মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দান। এছাড়াও মূল প্যাণ্ডেলের উত্তর পার্শ্বে আড়াই বিঘা জমির উপর ছিল বৃহদায়তন খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল। যেখানে স্বল্প মূল্যে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

১৫. বুক স্টল : ট্রাক টার্মিনালের মূল প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বে ৪০টি এবং মারকাযের সম্মুখে হাইওয়ের পূর্ব পার্শ্বে ১টি ও পশ্চিম পার্শ্বে ১১টি সহ মোট ৫২টি।

১৬. আল-'আওন : মূল প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বে বুক স্টলের উত্তরে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনে'র ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ৭১ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৬৭ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্র সহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৭. যরূরী চিকিৎসা কেন্দ্র : মূল প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দু'টি পৃথক যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সংগঠনের চিকিৎসক কর্মীগণ সেখানে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে এসব কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

১৮. অনুদান বুথ : ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় ও ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় ছাড়াও অন্যান্য অনুদান সংগ্রহের জন্য 'আন্দোলন' ও ইয়াতীম বিভাগের পৃথক অনুদান বুথ। সেখানে সরাসরি ১০৮ জন অনুদানের প্রতিশ্রুতি ফরম পূরণ করে জমা দেন।

এছাড়া ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং ইসলামিক কমপ্লেক্স নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর পক্ষে আহলেহাদীছ মনযিল-ঢাকা-এর তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইয়াসীন আলী রাজশাহী মারকাযের দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণ ফাণ্ডে ১০ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এসময় অনেকে বিদেশ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন অংকের সাহায্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯. দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় :

২১ টি যেলার সভাপতি ও প্রতিনিধিগণ সরাসরি প্যাণ্ডেলে এসে সর্বমোট ১১৩ বিঘা ১০ কাঠা জমি ক্রয়ের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন ও আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে দো'আ নেন। প্রতিশ্রুত জমির পরিমাণ ও ঘোষণাকারীদের নাম : ১. মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাধারণ সম্পাদক, সাতক্ষীরা) ১০ বিঘা; ২. আযীমুদ্দীন (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা-দক্ষিণ) ৬ বিঘা। অতঃপর ৫ বিঘা করে জমি ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দানকারীগণ যথাক্রমে, ৩. সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (সভাপতি, ঢাকা-উত্তর); ৪. মাওলানা ছফিউল্লাহ (সভাপতি, কুমিল্লা); ৫. বাহারুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক) কুষ্টিয়া-পূর্ব; ৬. মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সভাপতি, খুলনা) ৭. হাফেয শেখ সা'দী (সভাপতি, চট্টগ্রাম); ৮. আনোয়ার হোসাইন (সাংগঠনিক সম্পাদক, চাঁপাই-উত্তর); ৯. শহীদুল ইসলাম (সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব); ১০. মাওলানা আব্দুস সাত্তার (সভাপতি, নওগাঁ); ১১. ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম (সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ); ১২. মাওলানা আমীনুদ্দীন (সভাপতি, নরসিংদী); ১৩. হাকীম মুস্তাফীযুর রহমান (সভাপতি, নীলফামারী-পঃ); ১৪. মশীউর রহমান (সভাপতি, বগুড়া); ১৫. তরীকুয্যামান (সভাপতি, মেহেরপুর); ১৬. মাওলানা মনীরুয্যামান (সাধারণ সম্পাদক, যশোর); ১৭. আতীকুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক, রংপুর-পশ্চিম); ১৮. মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (সভাপতি, রাজশাহী-পূর্ব); ১৯. অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা (সভাপতি, রাজশাহী-পশ্চিম); ২০. মাওলানা দুর্রুল হুদা (সভাপতি, রাজশাহী-সদর); ২১. মুহাম্মাদ মুর্তযা (সভাপতি, সিরাজগঞ্জ)। মোট ১১১ বিঘা।

এছাড়াও জনাব আব্দুল মুন'ইম (লণ্ডন প্রবাসী) সিলেট ১ বিঘা; আবু যয়নব সাদ্দাম (সঊদী প্রবাসী) নরসিংদী ১ বিঘা; জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা (সাবেক সভাপতি, আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ) ১০ কাঠা। সর্বমোট ১১৩ বিঘা ১০ কাঠা। উল্লেখ্য যে, ইজতেমার পূর্ব পর্যন্ত এ যাবৎ ১৬ বিঘা জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ!*

এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত জমি ক্রয়ে প্রতিশ্রুতি দানকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আগামীতে আপনাদের স্ব স্ব যেলা কর্তৃক স্ব স্ব বিল্ডিং নির্মিত হৌক, এটাই আমরা আশা করব।

২০. দেওয়াল পত্রিকা : তাবলীগী ইজতেমা'২৩ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' এবং 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'ছওতুল মারকায' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের বুক স্টলের মধ্যবর্তী স্থানে প্রদর্শিত হয়।

২১. ২০২২ সালে সর্বোচ্চ বই বিক্রেতা পুরস্কার : হাফাবা প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই সমূহের সর্বোচ্চ বিক্রেতা হিসাবে ১ম পুরস্কার লাভ করেন মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (প্রগ্রেসিভ লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা); ২য় স্থান আব্দুল ওয়াহেদ (ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার, রাজশাহী); ৩য় স্থান মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (দারুস সুন্নাহ বুক শপ, রংপুর)।

২২. ২০২২ সালে সর্বোচ্চ মাসিক আত-তাহরীক বিক্রেতা পুরস্কার : ১ম স্থান মুহাম্মাদ শিরীন বিশ্বাস, পাবনা (৬,৭৪২); ২য় স্থান মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, বগুড়া (৫,০৬৩); ৩য় স্থান মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা (৪,১৬৫)। তারা সকলে প্যাণ্ডেলে গিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে 'সম্মাননা স্মারক' ক্রেস্ট গ্রহণ করেন ও দো'আ নেন।

২৩. ফৎওয়া বুথ : গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী ইহসান ইলাহী যহীর। ইজতেমার ১ম দিন সকাল ৯-টা থেকে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত অতঃপর বাদ আছর থেকে রাত ১১-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন সকাল ৯-টা থেকে দুপুর ১২-টা ও বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১১-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

২৪. নিরাপত্তা : প্রশাসনের প্রস্তাবক্রমে ১টি ওয়াচ টাওয়ার ও ২৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৭৫০ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

২৫. যানবাহন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে মুছল্লীগণ বাস, ট্রেন, মাইক্রো, বিমান ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় আগমন করেন। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট বাসের সংখ্যা ২৭৮টি ও মাইক্রোর সংখ্যা ১০টি। সবচেয়ে বেশী বাস আসে সাতক্ষীরা থেকে ৬৫টি ও বগুড়া থেকে ৪৩টি। এছাড়া ভারত, সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, লণ্ডন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সদ্য দেশে আগত অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

২৬. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন সাতক্ষীরা সদর উপযেলার কাওনডাঙ্গা গ্রামের (১) যয়নাল আবেদীন (৮৫)। এবার নিয়ে তিনি পরপর ২০ বছর যাবৎ ইজতেমায় সাইকেল চালিয়ে আসছেন। এছাড়া তার সাথে সাইকেল যোগে ইজতেমায় আসেন (২) একই গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম (৫৫) ও (৩) এখলাছুদ্দীন (১৬)। (৪) কলারোয়া উপযেলার গাড়াখালী গ্রামের যহূরুল ইসলাম (৬৬) ও (৫) একই উপযেলার কেঁড়াগাছি ইউনিয়নের গাছেরখালী গ্রামের রাক্বীবুল হাসান (১৪)। সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে রাজশাহী পৌঁছতে তাদের সময় লাগে দু'দিনে মোট ২১ ঘণ্টা।

২৭. সোনামণি র‌্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২৩ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২২শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর থেকে সোনামণি র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে মহাসড়ক ধরে দক্ষিণ দিকে পোস্টাল একাডেমী গমন করে। সেখান থেকে মধ্য নওদাপাড়ার ভিতর দিয়ে ট্রাক টার্মিনাল, সেখান থেকে ভাদুর মোড় হয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী বালিকা শাখা (মহিলা মাদ্রাসা)র সম্মুখের রাস্তা দিয়ে মারকাযে ফিরে আসে। লণ্ডন প্রবাসী বুরহানুদ্দীন আহমাদ (পিরোজপুর) স্বেচ্ছায় উক্ত র‌্যালিতে যোগ দেন ও তার সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

২৮. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৩ :

২২ তারিখ বুধবার বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক ও যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, লণ্ডন প্রবাসী বুরহানুদ্দীন আহমাদ, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান উপদেষ্টা মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা ও উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ প্রমুখ।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে তাওহীদী সমাজ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবেগঘন কণ্ঠে আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সাবেক প্রধান জয়পুরহাটের মৃত শফীকুল ইসলামের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তোমাদের জাগরণী মধ্যে যেন শফীকুল ইসলামের কণ্ঠ আমার কানে ভেসে আসে। আমি তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং দো'আ করি তোমাদের জাগরণী যেন সমাজে নির্ভেজাল তাওহীদের জাগরণ ঘটায়। এগুলি যেন তোমাদের জান্নাতের অসীলা হয়। সবশেষে তিনি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুল আলীম। জাগরণী পেশ করেন হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, রাক্বীবুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ইয়াকূব আলী, কেরামত আলী ও ইমরান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম।

২৯. টয়লেট : ট্রাক টার্মিনালের পশ্চিম পার্শ্বে রাজশাহী-চাঁপাই হাইওয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ ক্যানালে ৫৫টি ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ক্যানালে ২২৬টি, ট্রাক টার্মিনালের উত্তর পার্শ্বের খাদ্য প্যাণ্ডেলের পিছনে ৩টি এবং মহিলা মাদ্রাসা প্যাণ্ডেলে ১০টি এবং প্যাণ্ডেলের মঞ্চের পিছনে ১টি মোট ২৪৫টি অস্থায়ী টয়লেট স্থাপন করা হয়।

পার্টি মেকার

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইট সহ সর্বপ্রকার ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল :
০১৭৫৮-৩৫১১২৪, ০১৭৭৪৭-৬৭৬৮৬

রাণীবাজার, রাজশাহী। ই-মেইল : partymaker.raj@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : ওআইসি-র সিদ্ধান্ত মতে বিশ্বের যে কোন স্থানে রামাযানের চাঁদ দেখা গেলে কি সকল স্থানে সেটি প্রযোজ্য হবে?

-আব্দুল্লাহ, যোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ১৯৮৬ সালের ১১-১৬ অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ওআইসি-র অঙ্গসংস্থা 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী'র উক্ত মর্মে গৃহীত ৫নং সিদ্ধান্তটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ সিদ্ধান্তটি স্পষ্টভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীত। কেননা আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এর ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। আর রামাযান মাস বিশ্বের সর্বত্র একই দিনে শুরু হয় না। (২) আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৮৫)*। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সূর্যাস্তের সময় সর্বত্র এক নয়। এমনকি ঢাকার ৭/৮ মিনিট পরে রাজশাহীতে সূর্যাস্ত হয়। বাংলাদেশের সর্ব পূর্বে বান্দরবনের থানচির ১৭ মিনিট পর সর্ব পশ্চিমের চাঁপাই নবাবগঞ্জে সূর্যাস্ত হয়। মক্কা থেকে কলিকাতার সময়ের দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ১২ মিঃ ৩৬ সেকেণ্ড এবং ঢাকার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড। ফলে পশ্চিমে মক্কায় চাঁদ দেখার নির্ধারিত সময় পরে পূর্ব দিকে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা দেখা যায়। সেকারণ কখনো একদিন বা দু'দিন পরে বাংলাদেশে ছিয়াম বা ঈদ পালন করা হয়, স্রেফ চাঁদ দেখার আগপিছ হওয়ার কারণে।

রামাযান মাসের এক সফরে সূর্যাস্তের সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) ইফতারের জন্য উটে সওয়ার সাথী আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা-কে ছাতু ও পানি মিশাতে বলেন। ছাহাবী বললেন, এখনো দিন বাকী আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি নামো, আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশাও! রাবী বলেন, যদি কেউ তখন উটের পিঠে উঠত, তাহ'লে সূর্য দেখতে পেত' *(বুখারী হা/১৯৫৫; মুসলিম হা/১১০১)*। এতে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক চোখে সূর্যাস্ত দেখলেই ইফতার করতে হবে। আর এটি একই উদয়স্থলের মধ্যে বসবাসকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিশ্বের সমগ্র এলাকার জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০)*। বড় কথা হ'ল ইসলামের ইতিহাসে কখনো পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (২/২৪২) : রামাযানে 'বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত হয়' -এর ব্যাখ্যা কি?

-ফেরদাউস
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : 'বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত হয়' এবং 'প্রতি রাতে আহ্বানকারী ফেরেশতা মানুষকে আহ্বান করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়'। যার ফলাফল হিসাবে দেখা যায় যে, এ মাসে পৃথিবীতে দুস্কৃতি কমে যায় এবং নেকীর কাজ সবচেয়ে বেশী হয়। যার ছওয়াব সর্বদা আকাশে উত্থিত হ'তে থাকে। আর রহমতের দরজা সমূহ খোলা থাকার কারণে রামাযানে পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের শান্ত পরিবেশ বজায় থাকে।

বড় বিষয় হ'ল, এগুলি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জিন ও ফেরেশতা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত উপরোক্ত গায়েবী বিষয় সমূহ আমাদের কেবল বিশ্বাস করে যেতে হবে। কেউ অস্বীকার করলে তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের সন্দেহবাদ ও অহেতুক কল্পনা বিলাস থেকে মুমিনকে সাবধান থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের যবানের দিকে ইশারা করে বলেন, মনে রেখ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এই যবান থেকে 'হক' ব্যতীত কিছুই বের হয় না' (হাকেম হা/৩৫৯; আহমাদ হা/৬৮০২, সনদ ছহীহ)। আর আল্লাহ বলেন, 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না'। 'সেটি অহী ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : 'ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময়'-এর ব্যাখ্যা কি?

-সোহেল, কুমিল্লা।

উত্তর : এটি আল্লাহ্র জন্য ছিয়ামের কারণে হয়ে থাকে, অন্য কারণে নয়। ফলে সেটি আল্লাহ্র নিকটে অতীব প্রিয়। যদিও দুর্গন্ধ হওয়ার কারণে মানুষের নিকট অপ্রিয়। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, ছায়েমকে তার মুখ দুর্গন্ধযুক্ত রাখতে হবে। বরং সে প্রয়োজনে সকাল-বিকাল নিয়মিত মিসওয়াক করবে, যাতে দুর্গন্ধ না হয়। কেননা সে মিসওয়াক করুক বা না করুক, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখ অবশ্যই মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময় হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে ছিয়ামের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

'মিসওয়াক' দ্বারা প্রচলিত কাঁচা বা শুকনা ডালের মিসওয়াক ও পেস্ট-ব্রাশ সবকিছুকে বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হ'ত, তাহ'লে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭৬)*। এখানে 'প্রতি ছালাতে' অর্থ 'প্রতি ছালাতের ওযূতে'। যেমন অন্য বর্ণনায় ব্যাখ্যা এসেছে *(আহমাদ হা/৭৫০৪; ইরওয়া হা/৭০)*। অত্র হাদীছ মেনে চললে ছায়েমের মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার

অবকাশ থাকবে না।

কিছু ভাই মুছাল্লায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সরু যয়তুন ডাল বের করে দ্রুত মিসওয়াক শেষে কুলি না করেই মিসওয়াকটি পুনরায় পকেটে রেখে ছালাত পড়েন। তিনি ভাবেন, সুন্নাত আদায়ের নেকী পেলাম। অথচ এটি পবিত্রতার বিরোধী। আর এটি রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকাও নয়। কেননা তিনি বলেন, 'মিসওয়াক হ'ল মুখ পবিত্রকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনকারী' *(নাসাঈ হা/৫; আহমাদ হা/২৪২৪৯; মিশকাত হা/৩৮১)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : একদল আলেম বলেন, কুরআন নাযিল হয়েছে শবেবরাতে। আরেক দল বলেন, শবে কৃদরে। কোনটি ঠিক?

-যোবায়ের, বরগুনা সদর।

উত্তর : যারা বলেন শবে কৃদরে, তাদের কথাই ঠিক। কেননা শবেবরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। আর শবে কৃদরে নাযিল হয়েছে বলে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, আমরা এটি নাযিল করেছি কৃদরের রাত্রিতে' *(কৃদর ৯৭/১)*। তিনি বলেন, 'রামাযান মাস; যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : চল্লিশা বিদ'আত হওয়ায় আমাদের সমাজে মৃত্যুর আগেই 'জীবদ্দশায় ফয়তা' নামের একটি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এটি কি জায়েয হবে?

-রিযওয়ান, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত্যুর আগে হোক বা পরে হোক, ফয়তা নামক প্রচলিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না। কেননা বিশেষ কোন উপলক্ষ বা দিবসকে কেন্দ্র করে এভাবে খাওয়ালে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে যেকোন লোককে খাওয়ানোতে দোষ নেই। এতে ধনী-গরীব শর্ত নয়। তবে অসহায়-গরীবদের খাওয়ালে অধিক কল্যাণ রয়েছে *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৭২/২; মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৯২)*। যেমন জনৈকা বৃদ্ধা ছাহাবী প্রতি জুম'আয় লোকদের খাওয়ানোর আয়োজন করতেন। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিন আসলে আমরা খুবই খুশী হ'তাম। এক বৃদ্ধা আমাদের জন্য 'সিলক্ব' (السِّلْقُ) (শালগম জাতীয় এক প্রকার সুস্বাদু সবজি)-এর মূল তুলে তা তাঁর হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতেন। তারপর এতে অল্প কিছু যব ছেড়ে দিতেন। ছালাতের পর আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি এ খাবার আমাদের সম্মুখে হাযির করতেন। এ কারণেই জুম'আর দিন আসলে আমরা খুব খুশী হ'তাম। আমরা সকালের আহার এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতাম না জুম'আর পর ব্যতীত *(বুখারী হা/৫৪০৩)*। তাছাড়া লোকদের খাওয়ানোর ব্যাপারে বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ছাহাবীগণের সুযোগ হ'লেই তারা পরস্পরকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। এমনকি ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর বাড়িতে প্রায় খাবার পাঠিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে অন্যকে খাদ্য খাওয়ায় *(ছহীহাহ হা/৪৪)*। অতএব সাধারণভাবে যেকোন দিন মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়ানো জায়েয; কিন্তু এজন্য বিশেষ কোন উপলক্ষ নির্ধারণ করা বা দিনক্ষণকে গুরুত্বারোপ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : যদি কেউ এক সাথে তিন তালাক দেয়, তবে কি তা কার্যকর হবে? এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি অন্যত্র বিবাহ করে, তবে তা সঠিক হবে কি?

-সালমান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাউদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*। এক্ষণে উক্ত বিবাহ যদি ইদ্দতের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহ'লে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল। আর ইদ্দতের পরে হয়ে থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে তার ইদ্দতের উপর।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : জানাযার ছালাতে অতিরিক্ত কাতার করানোতে কোন কল্যাণ আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : জানাযার ছালাতে প্রথম কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাতার করানোতে কল্যাণ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিমের মৃত্যু ঘটলে তিন সারি বিশিষ্ট জামা'আত দ্বারা জানাযার ছালাত আদায় সম্পন্ন করা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য (জান্নাত ও মাগফিরাত) ওয়াজিব করে দেন। এ কারণে মালেক বিন হুবায়রাহ জানাযার ছালাতে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা কম দেখলে এ হাদীছ অনুযায়ী তাদেরকে তিন সারিতে দাঁড় করাতেন *(আবুদাউদ হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/১৬৮৭; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১০০)*। এজন্য বিদ্বানগণ জানাযার ছালাতের কাতারকে সর্বনিম্ন তিন কাতারে ভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২১৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৩/১৮৭)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : আমার বাড়িতে মুরগীর ফার্ম রয়েছে। এতে কেউ কেউ বিরক্ত বোধ করে। আমার কি কোন গুনাহ হচ্ছে?

-আকীমুল ইসলাম, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : মুরগীর ফার্ম বাড়িতে রাখতে চাইলে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্গন্ধ দূর করার চেষ্টা করবে, যাতে প্রতিবেশীদের কষ্ট না হয়। অন্যথায় লোকালয় থেকে দূরে ফার্ম স্থানান্তর করবে *(আলী হায়দার আফেন্দী, দুরারুল হুক্কাম ৩/২১৬)*। আর যদি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ এরূপ কাজ করে,

তবে সে গুনাহগার হবে *(হায়তামী, আয-যাওয়াজের আন ইকতিরাফিল কাবায়ের ১/৪২২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়' *(মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : কাউকে রক্ত দিতে গেলে মেডিকেল থেকে জুস, বিস্কুট দেওয়া হয়। আবার রক্ত গ্রহীতার আত্মীয়-স্বজনরা ডাব বা হোটেলে ভালো কিছু খাওয়ায়। এগুলো গ্রহণ করা কি রক্ত বিক্রয়ের শামিল?

-আযাদ, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : রক্তদাতার শরীর ঠিক রাখার জন্য মেডিকেল থেকে বা রক্ত গ্রহীতার পক্ষ থেকে সৌজন্য হিসাবে যা কিছু খাওয়ানো হয়, তা রক্ত বিক্রয়ের হুকুমে পড়বে না। কেননা এটা সামাজিক সৌজন্যবোধ মাত্র *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৮/১০০)*। উল্লেখ্য যে, রক্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশত.. *(মায়েদাহ ৫/০৩)*। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রক্তের মূল্য গ্রহণ হারাম করেছেন *(বুখারী হা/২২৩৮; মিশকাত হা/২৭৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, মহান আল্লাহ ইহূদীদের অভিশপ্ত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভক্ষণ করত। অথচ আল্লাহ যখন কোন জাতির কোন বস্তু খাওয়া হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন *(আবুদাউদ হা/৩৪৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৫৯)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : সন্তান ছোট থাকতেই ডিভোর্সের মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে জনৈক পিতা কন্যাসন্তানের প্রতি কোন খোঁজ-খবর, ভরণ-পোষণ, দায়-দায়িত্ব পালন করেননি। এক্ষেত্রে সমস্ত দায়িত্ব মা ও মামারা পালন করে আসছেন। বিবাহের ক্ষেত্রে উক্ত মেয়ের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কার? পিতার সাথে যোগাযোগ করে তার অনুমতি /সম্মতি প্রয়োজন নাকি মামারা অভিভাবক হ'তে পারবেন?

-নাঈমা সুলতানা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পিতার সাথে যোগাযোগ করে তার অনুমতি নিয়েই মেয়ের বিবাহ দিতে হবে। আর পিতা মেয়ের খরচ দেয়া বা দেখা-শোনা না করার জন্য গুনাহগার হবেন। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে আদালত কর্তৃক কন্যা সন্তানের দায়িত্ব পেয়ে গেলেও বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা বা তার অবর্তমানে পিতার নিকটতম আত্মীয়রা অভিভাবক হবে। যদি কাউকে না পাওয়া যায়, তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অভিভাবক হবেন। উল্লেখ্য যে, মা, মামা বা নানা তাদের মেয়ে, নাতনী বা ভাগ্নীর বিবাহে অভিভাবক হ'তে পারবে না *(ইজলী, হাশিয়াতুল জামাল ৪/৫২২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৫/৪৬)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : আল্লাহর সৃষ্টিগত ও পরিচালনাগত কাজে কি ফেরেশতাদের ভূমিকা আছে?

-ফারদিন, ঢাকা।

উত্তর : ফেরেশতাগণ আমাদের মতই সৃষ্ট জীব। আল্লাহর ইবাদতের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কিছু কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেগুলো তারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই পালন করে থাকেন। তার মধ্যে পৃথিবীর পরিচালনার বিষয়ে কিছু কার্যক্রম রয়েছে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণ করা, ঝড়-তুফান দিয়ে কাউকে ধ্বংস করে দেওয়া ইত্যাদি। আর এগুলো আল্লাহ তা'আলার 'কুন' বা 'হও' আদেশের মত। আর এই নিয়মতান্ত্রিক শৃংখলার মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কোন কথা বলে না। আর তারা তাঁর আদেশ মতই কাজ করে থাকে। তাদের আগে-পিছে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। আর তারা কোন সুফারিশ করে না, কেবল যার প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট এবং তারা থাকে তাঁর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত' *(আম্বিয়া ২১/২৭-২৮)*। শপথ সেই ফেরেশতাগণের! যারা সকল কার্য নির্বাহ করে *(নাযে'আত ৭৯/৫)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'যার উপর নিযুক্ত রয়েছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তাই করে *(তাহরীম ৬৬/৬)*। কিছু ফেরেশতা আছেন যারা মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহর হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*। তিনি আরও বলেন, 'তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। তিনি তোমাদের উপর হেফাযতকারী (ফেরেশতাদের) পাঠিয়ে থাকেন। পরিশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দূতগণ (ফেরেশতাগণ) তার আত্মা হরণ করে নেয় এবং এতে তারা আদৌ ত্রুটি করে না' *(আন'আম ৬/৬১)*। অতএব আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট জীব। যারা কেবল আল্লাহর হুকুমে আকাশ ও যমীনের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : পূর্ণ পর্দার সাথে ছালাত শুরু করার পর যদি কোন নারী দেখে যে তার চুলের কিছু অংশ বের হয়ে গেছে, তাহ'লে তাকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-তাসফিয়া আখতার, মাদারীপুর।

উত্তর : যদি অসাবধানতাবশত অল্প পরিমাণ চুল বের হয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হবে না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যদি কোন মহিলার অল্প পরিমাণে এবং অল্প সময়ের জন্য চুল বা দেহের কোন অংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহ'লে তাকে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না। আর যদি বেশী পরিমাণে বের হয়ে যায়, তাহ'লে তাকে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/১২৩)*। এ ব্যাপারে চার ইমামসহ বিদ্বানদের মাঝে ঐক্যমত রয়েছে *(আল-মাজমূ' ৪/৭৬; মুগনী ২/২৮৭; আশ-শারহুল মুমতে' ২/৭৫)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : ব্যাংকে ৫/১০ বছরের মেয়াদে যে টাকা রাখা হয় তার যাকাত দিতে হবে কি?

- আব্দুল মতীন, চণ্ডিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত টাকা নেছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত দিতে

হবে। কারণ এ টাকার উপর তার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*। তিনি ইচ্ছা করলে যখন-তখন টাকা উঠিয়ে খরচ করতে পারেন।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : আমার স্ত্রী ৭ মাসের গর্ভবতী। টেস্ট রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেছেন, বাচ্চার মাথার পিছনের খুলি তৈরী হয়নি। তাই বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ইনজেকশনের মাধ্যমে নরমাল ডেলিভারী করে বাচ্চা ফেলে দিতে হবে। অন্যথায় মায়ের ক্ষতি হ'তে পারে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যদি বাচ্চা পেটে থাকার কারণে মায়ের জীবননাশের আশংকা থাকে, তবে ঔষধের মাধ্যমে বা যেকোন স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে গর্ভপাত ঘটাতে পারে। তবে বিষয়টি মানব হত্যার মত গুরুতর হওয়ায় একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে শারঈ বিধান অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/২৪৯-২৫১, ৪৪০, ৪৫২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২১/৪২৬-২৭)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : গর্ভাবস্থায় ২ দিন ব্লিডিং হওয়ার পর আর কোন ব্লাড দেখা না গেলে, গোসল করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-জওহর নূর, মহিপাল, ফেনী।

উত্তর : গর্ভাবস্থায় দীর্ঘ সময় রক্ত বের হ'লে তা ঋতু হিসাবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিনগুলোতে ছালাত ও ছিয়াম থেকে বিরত থাকবে। আর যদি বাচ্চা প্রসবের কিছু পূর্ব থেকে রক্ত দেখা যায়, তাহ'লে তা নিফাসের রক্ত হিসাবে গণ্য হবে। তখনও ছালাত ও ছিয়াম থেকে বিরত থাকবে। আর যদি হঠাৎ কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়, তাহ'লে তা কোন বিধানের মধ্যে গণ্য হবে না *(মুগনী ১/২৬২; ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ ১/৫১৪-১৫; মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৭০)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : 'পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে দুনিয়া জান্নাত এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হ'লে দুনিয়া তাদের জন্য জাহান্নাম' এ হাদীছের সত্যতা আছে কি?

-আবেদীন, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬২; যঈফুত তারগীব' হা/১৪৭৬)*। তবে উক্ত হাদীছের মর্ম ছহীহ। কারণ যার উপর পিতা-মাতা সন্তুষ্ট তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি রয়েছে' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*। তিনি বলেন, 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা রয়েছে' *(ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/২২৫৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহুত তারগীব হা/২৫০২)*। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্বহ। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি রয়েছে' *(শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : বাবরী চুল রাখার পর কষ্টকর মনে হওয়ায় তা কেটে ফেলা যাবে কি?

-ক্বামারুয্যামান, ফেনী।

উত্তর : যাবে। কারণ বাবরী রাখা বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি অভ্যাসগত সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) কখনো চুল বড় রাখতেন, আবার কোন কোন সময়ে ছোট করতেন। এতে কোন বাধা নেই। ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) একদিন লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার মাথায় গন্ধ অনুভব করে মাছি বসবে, মাছি বসবে বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি ফিরে গিয়ে পরে চুল কেটে খাট করে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি সুন্দর (هَذَا أَحْسَنُ) *(আবূদাঊদ হা/৪১৯০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৬, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় চুল লম্বা রাখতেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৩৬০; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/০২)*। এমনকি কোন কোন সময় তার চুলে চারটি বেণী করা যেত *(আবূদাঊদ হা/৪১৯১; তিরমিযী হা/১৭৮১; মিশকাত হা/৪৪৪৬, সনদ ছহীহ)*। বড় চুল তিন পদ্ধতিতে রাখা যায়। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত *(আবূদাঊদ হা/৪২০৬)* (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যস্থল পর্যন্ত *(মুসলিম হা/২৩৩৭)* (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত *(নাসাঈ হা/৫০৬৬)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : যে সকল দেশে ইসলামী আইন পুরোপুরি নেই, সে সকল দেশের বিচারক হওয়া জায়েয কি?

-রাসিখ আওয়াব, রংপুর।

উত্তর : বিচার ব্যবস্থা দুই প্রকারের। ১. শারঈ বিচার ব্যবস্থা ২. দুনিয়াবী বিচার ব্যবস্থা। আর দুনিয়াবী বিচার ব্যবস্থা আবার দুইভাগে বিভক্ত। ১. শরী'আত সম্মত। ২. শরী'আত বিরোধী। এক্ষণে কোন মুসলিম দেশে যদি শরী'আত বিরোধী আইন না থাকে, তাহ'লে তাতে চাকুরী করায় দোষ নেই। তবে এমন বিচার ব্যবস্থায় নিযুক্ত হ'লে সর্বক্ষেত্রে শারঈ বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৭৯৩-৯৪; শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, তাহকীমুল কাওয়ানীন ৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায় এই কথার সত্যতা জানতে চাই।

-শাহাদত হোসাইন, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বর্ণনা কোন হাদীছের নয়। বরং জনৈক মুফাসসির বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, বিসমিল্লাহ-সহ সূরা ফাতিহায় আটটি আয়াত রয়েছে এবং প্রত্যেকটি আয়াত পাঠে জান্নাতের এক একটি দরজা খুলে যাবে *(আবু ইউসুফ যায়েদ, ফায়যুর রহমান তাফসীরু জাওয়াহিরিল কুরআন ১/৩২)*। ইমাম গাযালী (রহঃ)ও তাঁর রচিত 'জাওয়াহিরুল কুরআন' গ্রন্থে উক্ত আলোচনা পেশ করেছেন *(জাওয়াহিরুল কুরআন ৬৪-৬৭)*। কিন্তু এর পক্ষে কোন হাদীছ ভিত্তিক দলীল নেই।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : আমার পিতা-মাতা নানাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছেন। নানা বিয়েটা পরে মেনে নিয়েছিল। তাদের নতুন করে আর বিয়ে দেননি। এখন তাদের বিয়েটা কি

বাতিল? আমরা সন্তানরা কি অবৈধ। আমি একজন মুসলিম মেয়ে, আমি অবৈধ হ'লে আমার বিয়ের অলী কে হবে? আমার মা কি অলী হ'তে পারবে? এক বছর পূর্বে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে আমার অলী ছিল আমার পিতা। এখন আমার বিয়েটাও কি বাতিল? এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-হাবীবা, ঢাকা।

উত্তর : পিতা-মাতার বিয়েটা সঠিক পদ্ধতিতে না হ'লেও তা শিবহে নিকাহ বা সন্দেহপূর্ণ বিবাহ হয়েছে। আর উক্ত বিবাহ ক্বাযীর মাধ্যমে হওয়ায় এবং পরবর্তীতে পিতা মেনে নেওয়ায় তাদের সন্তানেরা জারজ হিসাবে গণ্য হবে না। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান শামে থাকাকালীন তার ভাতিজী হাফছার বিয়ে মুনযির বিন যুবায়েরের সাথে দেন। আব্দুর রহমান বাড়ি ফিরে আসলে আয়েশার প্রতি রেগে গিয়ে বলেন, আমার সাথে এমন আচরণ করা হ'ল? আয়েশা (রাঃ) মুনযিরের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেন, আব্দুর রহমান যা করবে তাই হবে। আব্দুর রহমান সে বিবাহে স্বীকৃতি দেন এবং হাফছাহ তার সাথেই সংসার করেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৬৯, ১৫৬৪৫ বায়হাক্বী হা/১৩৬৫৩; শারহু মা'আনিল আছার হা/৪২৫৫, সনদ ছহীহ)*।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নকারীর বিবাহে তার পিতা অলী বা অভিভাবক হওয়ায় বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে *(শীরাজী, আল-মুহাযযাব ২/৪২৬; নববী, আল-মাজমূ' ১৬/১৪৬; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৮)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) অলী ছাড়া বিবাহ বন্ধন বাতিল বলে গণ্য করেছেন *(আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। এরূপ ক্ষেত্রে অলী বা তার প্রতিনিধি বা বর্তমান অভিভাবকের সম্মতিতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে পুনরায় বিবাহের ঈজাব-কবুল করাতে হয় এবং মোহর নির্ধারণ করতে হয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩৪৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪১/২৪৮)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : অবৈধ মেলামেশা করে এক মেয়ে গর্ভবতী হয়। কিছু দিনের মধ্যে তা প্রকাশ পেলে সমাজের লোক এর সমাধান হিসাবে ঐ দু'জনের বিয়ে দেয়। এই সমাধান কি শরী'আতসম্মত? এরকম পরিস্থিতির সঠিক সমাধান কি?

-তরীকুল ইসলাম, কুমিল্লা।

উত্তর : যেনা-ব্যভিচার হদযোগ্য কবীরা গুনাহ। এথেকে বেঁচে থাকা মুসলমানের জন্য আবশ্যক। তাদের হদ কায়েম করবে সরকার ও প্রশাসন। তারা সে দায়িত্ব পালন না করলে তারা দায়ী হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই বিবাহ জায়েয নয়। জমহূর বিদ্বান এর বিরোধিতা করেছেন। কেননা গর্ভবতী নারীর সাথে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বৈধ নয় এবং যেনার সন্তান হওয়ায় উক্ত সন্তানও বৈধ নয় *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/৩৩০)*। তবে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সামাজিক বিশৃংখলা রোধে সমাজ প্রধানদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে। এমতাবস্থায় বিবাহের পূর্বে অবশ্যই উভয়কে তওবা করাতে হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে সন্তানও পিতা-মাতার দিকে সম্পৃক্ত হবে। কারণ এই সন্তানের দাবীদার অন্য কেউ নয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/১২২; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৫/৩৮১-৮২)*। এরূপ পরিস্থিতিতে বিবাহ বৈধ হওয়ার পক্ষে কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে আছার বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী হা/২১২৬৩; মুওয়াত্ত্বা হা/২২, ২৮৮৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৭৪১৭; মাওয়ার্দী, আল-হাবিল কাবীর ৯/১৮৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখও উক্ত অভিমত সমর্থন করেছেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/১১০; যাদুল মা'আদ ৫/৩৮১-৮২; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১২৭)*। আল্লাহ অধিক অবগত।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : আমার বয়স ২০ বছর। পিতা আমাকে যেখানে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন তারা পিতার শর্ত মোতাবেক আমাকে একটি সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করবে। আমি এরূপ শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করতে রাযী নই। যদিও পিতা আমাকে চাপ দিচ্ছেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-রফীকুল ইসলাম, কুমিল্লা।

উত্তর : লেনদেনের কোন শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করা যাবে না। কেননা তা যৌতুক, যা ইসলামে হারাম *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৩৮৪-৮৫; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৯/৫০)*। তবে বিবাহের পর কোন শর্ত ছাড়া শ্বশুর বৈধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৈধ চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিলে তাতে কোন দোষ নেই *(বুখারী হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৪৯৫৬)*। উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় পিতা-মাতাকে খুশি রেখেই বিবাহ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কোন আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না *(লোকমান ৩১/৩১; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৩৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : আমার ছেলে হয়েছে। কিন্তু ৭ দিনে আক্বীক্বা করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে আমি পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে আক্বীক্বা দিতে পারব কি?

-মেহেদী হাসান, খুলনা।

উত্তর : সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাউদ হা/২৮৩৮ প্রভৃতি; ইরওয়া হা/১১৬৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং আক্বীক্বা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন' *(তিরমিযী হা/২৮৩২)*। তবে যরূরী কারণে সপ্তম দিনের পরে যেকোন দিন আক্বীক্বা করা যেতে পারে *(তুহফাতুল মাওলূদ ১/৬৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪৩৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২১৫)*।

শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না *(নায়লুল আওত্বার ৫/১৫৮ পৃ.; ছহীহাহ হা/২৭২৬)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : মেয়ের বিবাহে যদি তার পিতা উপস্থিত থাকে এবং একজন গায়ের মাহরামকে বিবাহের উকীল হিসাবে নিযুক্ত করে, তবে উক্ত বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে কি?

-ইফতেখার আলম, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কারণ বিদ্বানগণ বলেন, পিতা তার উপযুক্ত ভাই বা আত্মীয়-স্বজন বা কোন পরহেযগার ব্যক্তিকে বিবাহের অলীর দায়িত্ব দিতে পারে *(হাত্তাব, মাওয়াহিবুল জলীল ৩/৪১৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪১/২৮৯)*। তবে বর্তমানে বিবাহে উকীল বাবা নিযুক্ত করা এবং তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখার যে প্রচলন রয়েছে তা বৈধ নয়।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : পুরুষরা নারীদের মাঝে অফলাইন বা অনলাইনে দাওয়াতী কাজ করতে পারবে কি? এক্ষেত্রে কি কি আদব রক্ষা করা যরূরী?

-আশরাফ হায়দার, গাযীপুর।

উত্তর : পুরুষরা নারীদের মাঝে অফলাইন বা অনলাইনে দাওয়াতী কাজ করতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেবলমাত্র পুরুষেরাই আপনার হাদীছ শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার নিকট আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দিবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন একত্রিত হও *(বুখারী হা/৭৩১০; মিশকাত হা/১৭৫৩)*। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই নারী-পুরুষদের জন্য বর্ণিত শারঈ বিধান মেনে চলতে হবে। যেমন নির্জনে কথা বলবে না, কমনীয় কণ্ঠে কথা বলবে না এবং শারঈ পর্দার বিধান মেনে চলবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৪০; ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৮/৩৩৬)*। উল্লেখ্য যে, দাওয়াতী কাজের সূত্র ধরে যেন কোনরূপ অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর ফিৎনার আশংকা থাকলে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : কাপড় কাচার সময় পরনের কাপড়ে সাবানের ফেনা বা কাপড়ের ময়লা পানির ছিটা লাগলে তা পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল মান্নান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যাবে। সাবানের ফেনা বা কাপড়ের সাধারণ ময়লা অপবিত্র নয়। অতএব তা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে শরীর অপবিত্র হয় না বা ওযূ ভঙ্গ হয় না। উম্মু হানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মায়মূনাহ (রাঃ) একই পাত্রে গোসল করেছেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামীরের চিহ্ন ছিল *(নাসাঈ হা/২৪০; মিশকাত হা/৪৮৫; ইরওয়া হা/২৭)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) মাইয়েতকে বরই পাতা এবং কর্পূর মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করাতে বলেছেন। যা প্রমাণ করে যে, পানির ফেনা বা সাধারণ ময়লা দ্বারা মিশ্রিত হয়ে গেলে সে পানি নাপাক হয়ে যায় না *(আল-'ইনাইয়া শারহুল হেদায়াহ ১/৭১; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১/১৯৩; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২৫)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : 'হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল 'আরশিল আযীম'- দো'আটি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করলে সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি আমলযোগ্য কি?

-শাহাবুদ্দীন, সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে হাদীছটি রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি *(যঈফাহ হা/৫২৮৬)*। তবে সূরা তওবার শেষ আয়াত ও গুরুত্বপূর্ণ দো'আ হওয়ায় তা সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে পাঠ করা যেতে পারে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৩৭,৩৪২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৬৫)*। উল্লেখ্য যে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) এই দো'আটি পড়তেন- اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ- *উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হাযানে ওয়াল 'আজঝে ওয়াল কাসালে ওয়াল জুবনে ওয়াল বুখলে ওয়া যালা'ইদ দায়নে ওয়া গালাবাতির রিজা-লে।* অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হ'তে, অক্ষমতা ও অলসতা হ'তে, ভীরুতা ও কৃপণতা হ'তে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হ'তে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৪৫৮)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : গোসলের ক্ষেত্রে আগে ওযূ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে হবে, না পা ধোয়া বাদ রেখে গোসল শেষে পা ধুতে হবে?

-সাজিদ শাহরিয়ার, মাগুরা।

উত্তর : এক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতিই শরী'আত সম্মত। কেউ চাইলে পুরো ওযূ করে গোসল করবে *(বুখারী হা/২৭২; নাসাঈ হা/৪২০)*। আবার কেউ চাইলে ওযূর অন্যান্য অঙ্গ ধৈত করে গোসল করে নিবে এবং অবশেষে পা ধৌত করবে *(বুখারী হা/২৪৯; মুসলিম হা/৩১৭)*। এক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি কাদা-মাটির উপর গোসল করে তাহ'লে শেষে পা ধৌত করবে। আর পাকা স্থানে গোসল করলে ওযূর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তারপর গোসল করে নিবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২১৩)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : শরী'আতে ময়না তদন্তের বিধান কি? বিশেষত যরূরী প্রয়োজনে করতে হ'লে মৃতের আত্মীয়-স্বজন গোনাহগার হবে কি?

-মিনহাজ পারভেয, কক্সবাজার।

উত্তর : একান্ত বাধ্যগত না হ'লে প্রচলিত ময়না তদন্ত জায়েয নয়। কেননা মুসলিম মাইয়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাউদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪)*। জাবের (রাঃ) বলেন, মাইয়েতের কবর খোঁড়ার সময় বের হওয়া একটি হাড্ডি ভেঙ্গে অন্যত্র ফেলে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাড্ডিটি ভেঙ্গো না। কেননা মৃত ব্যক্তির হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার ন্যায়। তোমরা হাড়টিকে কবরের একপাশে চাপা দাও' *(আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাউদ হা/৩২০৭ অনুচ্ছেদ ৬৩)*। ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়

মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে *(মির'আত ৫/৪৪৯)*। জনৈক ব্যক্তি কবরে হেলান দিয়ে বসে থাকলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি কবর থেকে নেমে পড় এবং কবরবাসীকে কষ্ট দিয়ো না *(হাকেম হা/৬৫০২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৬৯৬)*। অতএব আদালতের যরূরী নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেঁড়া বা পোস্ট মর্টেম করা অন্যায়। আজকাল পোস্ট মর্টেমের বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে গেছে, যা থেকে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : যমযমের পানি দাঁড়িয়ে এবং ক্বিবলামুখী হয়ে পান করা কি সুন্নাত?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী।

উত্তর : যমযমের পানিসহ যেকোন পানাহার বসে করাই সুন্নাত। হাদীছে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে *(মুসলিম হা/২০২৪; মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দাঁড়িয়ে পানকারী ব্যক্তি যদি জানতো এতে কি ক্ষতি রয়েছে, তাহ'লে সে তা বমি করে দিত' *(আহমাদ হা/৭৭৯৫-৯৬; ছহীহাহ হা/১৭৬)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় (ভিড়ের মধ্যে) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪২৬৮)* এবং আলী (রাঃ) কূফার মসজিদের আঙিনায় ওযূ করার পর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করেন ও বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি *(বুখারী হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪২৬৯)*। উক্ত হাদীছগুলি সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, যমযমের পানি দাঁড়িয়ে বা বসে দু'ভাবেই পান করা যায় *(ফাৎহুল বারী হা/১৬৩৭-এর আলোচনা)*। প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যে জায়েয, সেটা বুঝানোর জন্যই রাসূল (ছাঃ) এরূপ করেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/২৬১৫-১৬-এর আলোচনা)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, হজ্জের সময় ভিড়ের কারণে বসার সুযোগ না থাকায় রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর শেষ আমল *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২১০)*।

যমযম বা যেকোন পানি করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে একটি যঈফ বর্ণনার ভিত্তিতে কিছু ফক্বীহ এটি মুস্তাহাব বলেছেন *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৩৪৮)*। ছহীহ হাদীছের মোকাবেলায় যা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ না করা হ'লে বিবাহের পর করণীয় কি?

-সাজিদ শাহরিয়ার, মাগুরা।

উত্তর : মোহর নির্ধারণ ব্যতীতও বিবাহ জায়েয *(বাক্বারাহ ২/২৩৬; আবুদাউদ হা/২১১৬; মিশকাত হা/৩২০৭)*। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে মোহর নির্ধারণ করবে। যদি উভয়ের মাঝে সমঝোতা না হয় তাহ'লে মেয়ের মায়ের সমপরিমাণ মোহর নির্ধারণ করবে বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সমাধান করে নিবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১৮২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৩০৫)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : জনৈক ইমাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন নিজ এলাকার সকল মানুষকে ইমাম ছাহেবের সাথে আল্লাহ্র সামনে হাযির হ'তে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-রাসেল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : মসজিদের ইমাম ছাহেব নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নবী-রাসূলগণের সাথে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে। আল্লাহ বলেন, (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব। অতঃপর যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না *(ইসরা ১৭/৭১)*। আয়াতে উল্লিখিত ইমাম শব্দের তাফসীরে ক্বাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নিজ নিজ নবী-রাসূল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ আমলনামা। ইবনু কাছীর এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(ঐ, তাফসীর)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : এক দম্পতির উভয় পরিবারের সম্মতিতে কেবল বিবাহ পড়ানো হয়েছে। অলীমা বা আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়েকে উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী নির্জনবাস করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুষ্টিয়া।

উত্তর : শারঈ পদ্ধতিতে বিবাহের ঈজাব ও কবুল হয়ে থাকলে নির্জনবাস করায় কোন বাধা নেই। তবে নিজ বাড়িতে এনে বাসর রাত উদযাপন করে নির্জনবাস করাই সামাজিক দৃষ্টিতে উত্তম *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৩৯২)*। উল্লেখ্য যে, দ্রুত অলীমা করা সুন্নাত। কিন্তু বাড়ীতে উঠিয়ে নেওয়ার নামে অহেতুক দেরী করা অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : আমার দেড় কোটি টাকা ঋণ আছে। উক্ত টাকা দিয়ে বাড়ি বানানো হয়েছে। তা থেকে আমি ভাড়া পাই। আমি চাকুরীজীবী হিসাবে বেতন পাই। এক্ষণে আমাকে কি ঋণকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে? নাকি আমার বেতন থেকে প্রাপ্ত টাকার যাকাত দিলেই যথেষ্ট হবে?

-আব্দুল মতীন, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বসবাসের জন্য বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ির জন্য ব্যয়কৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে না। তবে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও বাড়ি ভাড়া থেকে পাওয়া অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে *(বুখারী হা/১৪৬৪; মুসলিম হা/৯৮২; বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৪/১৬৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১০/২)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : মলদ্বার দিয়ে সাপোজিটরী ব্যবহার করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-আবূ মু'আয, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। ১. নিজহাতে ব্যবহারকালে মলদ্বারের অভ্যন্তরে হাত প্রবেশ করানো যাবে না। নতুবা ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা যে ব্যক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে তার ওযূ নষ্ট হবে *(নাসাঈ হা/৪৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৫; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১৩৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২০৬)*। ২. সাপোজিটরী প্রবেশ করানোর পর তা পুনরায় বাইরে বের হয়ে গেলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১৯২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : জনৈক আলেম বলেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে কিছু নারী। একথার সত্যতা আছে কি?

-ফরীদুদ্দীন, বাগেরহাট।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। কারণ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বপ্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন পাহারাদার বলবে আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' *(মুসলিম হা/১৯৭; মিশকাত হা/৫৭৪৩)*। তিনি আরো বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম শাফা'আত করবো এবং আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে, তাতে কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়ব এবং এতেও কোন অহংকার নেই। আর আমার জন্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন *(আহমাদ হা/১২৪৯১; ছহীহাহ হা/১৫৭১)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে মৃত স্ত্রী বা স্বামীকে গোসল দিতে পারবে কি?

-আব্দুল জাব্বার, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তর : স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারেন যদি তাদের ধৈর্য থাকে *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১১৮ ও ১২২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(আহমাদ হা/২৫৯৫০; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৭১)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম যা পরে বুঝতে পেরেছি তাহ'লে তাঁর (রাসূলের) স্ত্রীরাই তাঁর গোসল দিত' *(আবুদাউদ হা/৩১৪১; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৪৯)*। ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন' *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান। দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২০-২১)*।

উল্লেখ্য যে, স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তারা একে অপরকে দেখতে পারবে না, গোসল দিতে পারবে না ইত্যাদি কথাগুলি মনগড়া মাত্র।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : আমি একটি দোকান ভাড়া নেওয়ার সময় জামানত হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। যেখান থেকে প্রতি মাসে কিছু টাকা ভাড়া হিসাবে কাটা হয়। এক্ষণে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ যোগ করে যাকাত বের করতে হবে কি?

-দীদারুল আলম, শরীয়তপুর।

উত্তর : যামানত হিসাবে দেওয়া টাকার মালিকানা এখন যামানত গ্রহীতার। সুতরাং যাকাত তিনিই প্রদান করবেন। পরবর্তীতে যামানতকারী উক্ত টাকা ফেরৎ পাওয়ার পর তাকে নির্ধারিত নেছাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/২৪)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : আমাদের এলাকায় হিন্দুদের সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন আছে। তারা এলাকায় নির্মাণাধীন মসজিদে অনুদান দিতে চাচ্ছে। এক্ষণে হিন্দুদের অনুদান গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মাবরূর, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণে অমুসলিমদের অনুদান গ্রহণ করা যাবে। যদিও এই অনুদানে তাদের কোন ছওয়াব নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৫৫-২৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বহু হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/১৪৮১, ৩১৬১,২৬১৭; মুসলিম হা/২১৯০)*। আসমা (রাঃ) তার মুশরিকা মায়ের হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি তা গ্রহণ করতে বলেন। এরই মধ্যে নাযিল হয় আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী- 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/০৮)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন *(বুখারী ৯/৩৮৪)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, নেককার, গোনাহগার এমনকি কাফেরও মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করতে পারে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/৪৯৯)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : যাকাতের পুরো অংশ কোন সমাজকল্যাণ-মূলক সংস্থা বা সংগঠনে বিতরণ করার জন্য জমা করা যাবে কি?

-সাজিদ, মেঘনা, কুমিল্লা।

উত্তর : নির্ভরযোগ্য যে কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে যাকাত বিতরণের জন্য জমা দেওয়া যেতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/১৬৫; মারদাভী, আল ইনছাফ ৩/১৯৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৫৪)*।

সংশোধনী

মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী'২৩ প্রশ্নোত্তর ১৫/১৩৫-এর মধ্যে বলা হয়েছে, 'তবে বন্ধকদাতার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তা ভোগ করা বা তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি থাকলে তা জায়েয হবে। কেননা তা শর্তযুক্ত নয়'। লেখাটি ভুলবশতঃ যুক্ত করা হয়েছে। অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *(সম্পাদক)*।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)

নওদাপাড়া, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পুরো ক্যাম্পাসের মাস্টারপ্লান

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ (পার্সোনাল) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২
রকেট (মার্চেন্ট) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২

নবনির্মিত আবাসিক ভবন-১

নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন-২

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

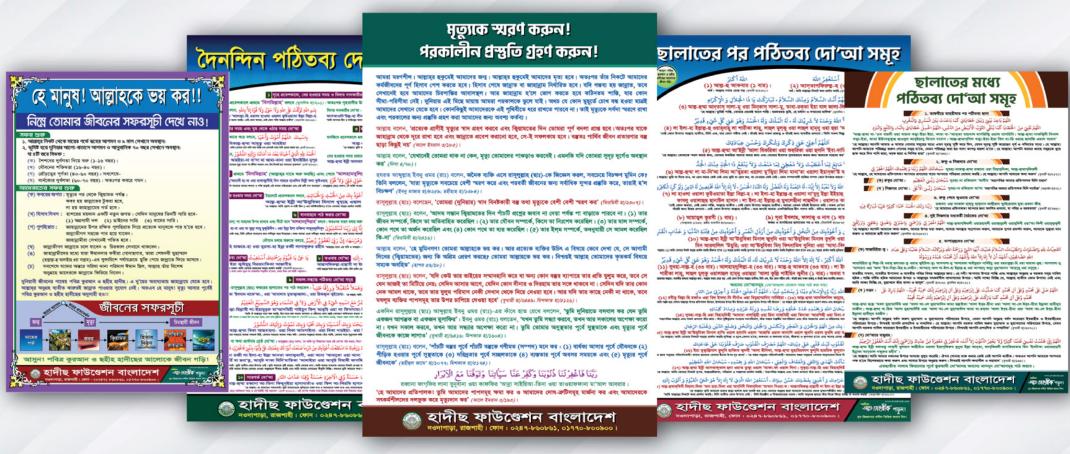

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 7, April 2023

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

তরজমাতুল কুরআন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য :

- সাবলীল ও সহজবোধ্য বাংলায় কুরআনের মর্ম সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে।
- এক আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য আয়াত, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা সমুন্নত রাখা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

ছিয়াম ও ক্বিয়াম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

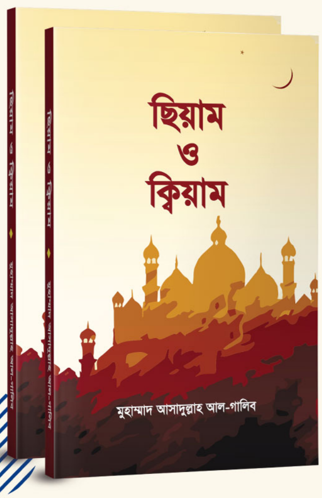

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com